উৎসর্গ

পূজনীয় অগ্রজ

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলে,

আমার নাটকাকারে

"সাইন্ অফ্ দি ক্রশ্"

ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত

অর্পণ করিলাম।

প্রণত

গ্রন্থকার।

মুখবন্ধ।

সুহৃদ্‌প্রবর শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত আমাকে মহাত্মা উইলসন্‌ ব্যারেট রচিত "সাইন্‌ অফ্‌ দি ক্রশ্‌" বাঙ্গালা নাটকাকারে লিখিবার জন্য বহুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন। আমার দুর্ভাগ্য—আমি এই জগদ্বিখ্যাত ইংরাজি উপন্যাস তখনও পর্য্যন্ত পড়ি নাই এবং পড়িবার জন্য আগ্রহ প্রকাশও করি নাই; সুতরাং সেই কারণে এতকাল বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করাও হয় নাই।

গত অগ্রহায়ণ মাসে অমর বাবু আমাকে জোর করিয়া কোনও ইংরাজি রঙ্গালয়ে "সাইন্‌ অফ্‌ দি ক্রশের" অভিনয় দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। অভিনয় দেখিয়া বুঝিলাম,—সত্যই আমার দুরদৃষ্ট—তাই এমন একখানা গ্রন্থ এতকাল পড়ি নাই। অভিনয়ের পরদিনই একখানি উপন্যাস ক্রয়—এবং সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যারম্ভ এবং যথাসময়ে কার্য্য শেষ!

"সাইন্‌ অফ্‌ দি ক্রশ্‌" ষ্টারে অভিনয় করাইতে—ইহার মহলা দেওয়াইতে এবং আগাগোড়া ইহার প্রত্যেক ভূমিকা শিখাইতে অমর বাবু যেরূপ প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহার নাট্যজীবন আরম্ভ হইতে অদ্যাবধি তিনি আর কখন কোন নাটক লইয়া সেরূপ করেন নাই। স্বয়ং "মার্কাসের" ভূমিকা অভিনয় করিয়া এরূপ একটা নূতন ছবি দেখাইলেন—বাঙ্গালা দেশে কোনও অভিনেতা অথবা কোনও দর্শক তাহা কল্পনাও করিতে পারেন না। কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ দর্শক মহোদয় সেদিন "মার্কাসের" ভূমিকায় তাঁহার অভিনয় দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গেলেন—"Mr Dutt—you are Garrick of all nations!"

কথাটা খুব বড়—কিন্তু মিথ্যা নয়! "নেরো" এবং "গ্লাব্রিও" ভূমিকাদ্বয়ের অভিনয় দেখিয়া সাইন্ অফ্ দি ক্রশের ইংরাজী অভিনেতৃগণ স্বীকার করিয়াছেন,—"আমাদের "গ্লাব্রিও" এবং "নেরো" এত ভাল হয় না!" "সাইন্ অফ্ দি ক্রশ্" বঙ্গীয় নাট্যজগতে এতটা স্থান পাইবে—আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই! যথার্থই বাঙ্গালী গুণের আদর করিতে জানে।

"সাইন্ অফ্ দি ক্রশ্" অভিনয়ের জন্য সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোপালদাস ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত আশুতোষ পালিত মহাশয়গণের নিকট আমি যথেষ্ট ঋণী। সে ঋণ পরিশোধের আমি কোন উপায় দেখি না। "সাইন্ অফ্ দি ক্রশ্" ষ্টার রঙ্গমঞ্চে বোধ হয় এত শীঘ্র—এত সুন্দররূপে অভিনীত হইত না—যদি আমার রেভারেণ্ড্ "ঠাকুর্দ্দা" কোমর বাঁধিয়া না লাগিতেন! "ঠাকুর্দ্দাকে" আর কি স্তবস্তুতি করিব! ঈশ্বর তাঁহাকে অযুত হস্তীর বল দিন এবং তাঁহার এক শত সাতান্ন বৎসর পরমায়ুঃ বৃদ্ধি হউক এবং তাহার পর অক্ষয় স্বর্গ লাভ হউক! ইতি—

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ

নেরো	...	রোমের সম্রাট্।
মার্কাস্	...	ঐ ঐ প্রতিনিধি।
টিজেলিনাস্	...	রোমের বিভাগীয় শাসনকর্ত্তা।
সারভিলাস্	...	গোয়েন্দাদ্বয়।
ষ্ট্রাবো	...	
ফাভিয়াস্	...	ক্রিশ্চান ধর্ম্মাবলম্বী দার্শনিক।
গ্লাব্রিও	...	রোমের ধনাঢ্য নাগরিকদ্বয়।
ফিলোডিমাস্	...	
ভিটুরিয়াস্	...	মার্কাসের সৈন্যাধ্যক্ষ।
মিতেলাস্	...	সেনানী।
ষ্টিফেনাস্	...	ক্রিশ্চান বালক।
মেলস্	...	ফাভিয়াসের শিষ্য।
লিসিনিয়াস্	...	নগরপাল।

কর্ম্মচারিগণ, রোমবাসিগণ, ক্রিশ্চানগণ, রক্ষকগণ, বান্দাগণ, প্রহরীগণ, জেলরক্ষক, সৈনিক পুরুষগণ, বাহকগণ, অনুচরবর্গ, সৈন্যগণ ও চৌকিদারগণ।

পপিয়া	...	রোমের সম্রাজ্ঞী।
মার্সিয়া	...	ক্রিশ্চান যুবতী।
বেরেনিস্	...	রোমের সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য মহিলা
ডাসিয়া	...	ঐ
জোনা	...	বেরেনিসের বাঁদী।
কাতিয়া	...	ঐ
আন্কেরিয়া	...	নাগরিকাগণ।
জুলিয়া	...	
সিব্রিণী	...	
ড্রায়োনাস্	...	
থিয়া	...	

ফুলওয়ালিগণ, নর্ত্তকীগণ, দাসীগণ, ক্রিশ্চান-রমণীগণ ইত্যাদি।

সাইন্ অফ্ দি ক্রশ্

বা

"ক্রশ্-চিহ্ন"

-০O০-

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

—•০•—

রোমের রাজপথ।

[রাস্তার এক ধারে সার্ভিলিয়াস্ এবং ষ্ট্রাবো অক্ষক্রীড়া করিতেছিল। পথিকগণ যাতায়াত করিতেছিল; ভিখারি-গণ ভিক্ষা চাহিয়া ঘুরিতে ফিরিতেছিল। নানা প্রকারের ফেরিওয়ালাগণ ফেরি করিয়া বেড়াইতেছিল। ফুলবিক্রেতা রমণীগণ "ফুলের ডালি" লইয়া নৃত্যগীত করিয়া বেড়াইতেছিল। উক্ত গুপ্তচরদ্বয় ঘুঁটি চালিতে চালিতে সন্দিগ্ধনয়নে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল]

ফুলওয়ালীগণ-

(যার) কুসুম-সুবাসে—
কুসুম-পরশে—মন নাহি রসে—সে কি প্রেমবশে আসে?
তার কিসে গড়া প্রাণ,
ও সে কেমন পাষাণ—যে, কুসুমে না ভালবাসে?
নাগরনাগরী বাঁধে প্রেমডুরি—পরিয়ে কুসুমমালা,
কুসুমশয়নে—নয়নে নয়নে—ভোলে গো বিরহ জ্বালা;
দেখ—ভরিয়ে এনেছি ডালা;—
যে জান আদর, সোহাগ, কদর,—সে এস কুসুম-পাশে॥

[গীতান্তে ফুলওয়ালীগণের প্রস্থান।

সার। খুব হুঁসিয়ারি বন্ধু! ঘুঁটিও চালো—আশপাশে চোক কাণও খাড়া রাখো! তবে সাবধান, লোকে না সন্দেহ করে!

ট্রাবো। সাধ্যি কি? গোয়েন্দাগিরিতে তোমার আমার মতন পোক্ত সারা রোমের ভেতর কোনও মিঞা নেই!

সার। দেখেছ,—অনেক দিন পরে লোকের প্রাণে একটু স্ফূর্ত্তি এসেছে! এতদিন যেন রোমান্‌রা সব নির্জীব হ'য়ে প'ড়েছিল!

ট্রাবো। নির্জীব হবার আর অপরাধ কি বল দাদা! এমন সর্ব্বনেশে আগুন লাগ্‌লো যে, দেশের লোক ধনে প্রাণে মারা গেল! উঃ কি কাণ্ড বল দিকি! ঘরবাড়ী জিনিষপত্র টাকাকড়ি পুড়ে ছারখার হ'য়ে গেল, কেউ তার কপর্দ্দকও ফিরে পেলে না। আহা! কচি ছেলে মেয়েগুলো চোখের ওপোর ঝল্‌সে পুড়ে মর্‌তে লাগ্‌লো!

সার। সেই জন্যেই তো ক্রিশ্চান্‌বংশ নির্ব্বংশ ক'র্ব্বার এত

আয়োজন হ'চ্ছে। ঐ ওরাই তো রিষ ক'রে সহরে আগুন লাগিয়েছিল!

ট্রা। হ্যাঁ—লোকের এখন সেই রকম ধারণাই হ'য়েছে বটে! আগে কিন্তু দেশের লোকে অন্য রকম বুঝেছিল।

সার। অন্য রকম আর বুঝ্‌বে কি? ক্রিশ্চানরা যে রোমানদের চিরশত্রু, এটা কি তোমাকে নূতন করে বুঝিয়ে দিতে হবে?

ট্রা। নাঃ—আমাকে বোঝাতে কিছুই হবেনা দাদা,—দেশের লোক বুঝ্‌লেই ভাল; আর বোধ হয় তাই বুঝেছে। কিন্তু গোড়াতে অন্য ভাব দাঁড়িয়েছিল! লোকে ব'লেছিল কি জান—যে, সম্রাট্‌ নেরোই হুকুম দিয়ে এই আগুন লাগিয়েছিলেন!

সার। চুপ্‌—চুপ্‌,—আস্তে—আস্তে!

ট্রা। দরকার কি ও কথায়? একেবারেই চুপ্‌ ক'ল্লুম্‌! চালো ঘুঁটি!

সার। (ঘুঁটি চালিতে চালিতে)—হ্যাঁ—তুমি যা ব'ল্‌ছো,—লোকের গোড়ায় সেই রকম ভুল ধারণা হ'য়েছিল বটে!

ট্রা। হবার বিশেষ অপরাধও নেই! সহরে আগুন লেগে একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড বাঁধ্‌লো,—দেশশুদ্ধ লোক প্রাণের দায়ে গৃহশূন্য আশ্রয়শূন্য হ'য়ে যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে সম্রাটের দ্বারস্থ হ'য়ে ভীষণ চীৎকার ক'র্ত্তে লাগ্‌লো; সম্রাট্‌ সে সব গ্রাহ্য না ক'রে তাড়াতাড়ি বেহালা নিয়ে ছাদে দাঁড়িয়ে—নিজে গান বেঁধে—তান আরম্ভ ক'ল্লেন!

সার। হ্যাঁ—তা ক'রেছিলেন বটে! সম্রাট্‌ তখন অতটা ব্যাপার ঠিক ঠাওর ক'র্ত্তে পারেন নি! তারপর যখন লোকের দুঃখ বুঝ্‌তে পাল্লেন,—তখনি তার ব্যবস্থাও তো কল্লেন ভাই! গৃহশূন্য প্রজাদের ডেকে এনে নিজের প্রাসাদে আশ্রয় দিলেন;

বাগানবাড়ী অবারিতদ্বার ক'রে দিলেন ; রাজকোষ থেকে অকাতরে ধনরত্ন ঢেলে দিয়ে—দেখ্‌তে দেখ্‌তে আবার রোমকে ছবিখানির মতন ক'রে তৈরি ক'রে তুল্লেন !

ট্রা। তাইতেই তো বিশ্বাস হ'ল যে, সম্রাট্ আমাদের এমন কাজ কি কখনো ক'র্ত্তে পারেন ? সম্রাট্ নেরো সাক্ষাৎ জগদীশ্বর—দয়ার প্রতিমূর্ত্তি ! এ মহাপাপ—কেবল ক্রিশ্চানদের দ্বারায় সম্ভব ।

সার। রোমরাজ্য ক্রিশ্চানশূন্য ক'র্ত্তেই হবে !

ট্রা। তার আর কথা আছে ? ক্রিশ্চান-শিকারে খুব লাভ আছে ! কি বল ?

সার। লাভ ব'লে লাভ ? শুধু লাভ নয়, খুব মজাও আছে ! বাঘ শিকার ক'র্ত্তে এত আনন্দ—এত মজা হয় কি না সন্দেহ ! এতে নিজের কোনও বিপদ আপদ নেই ! ক্রিশ্চানগুলো ভারি নিরীহ ! ওদের স্ত্রীহত্যা কর, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ধরে কাট' তবু মুখে "রা" নেই ! হাজার মারো—ধরো, ভুলে হাতটী পর্য্যন্ত উঁচুতে তোলেনা !

ট্রা। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) উঃ—ঝক্‌ঝকে পোষাক প'রে হোম্‌রা চোম্‌রা ওটা কে যায় হে ? সঙ্গে কতকগুলো সৈন্যসামন্তও দেখ্‌ছি !

সার। ওকে চেনোনা ? ও যে ভিটুরিয়াস্—আমাদের মার্কাস্ সাহেবের সৈন্যাধ্যক্ষ !

ট্রা। ওঃ—আমি যদি মার্কাস্ হ'তুম—তাহ'লে কি মজাটাই যে লুটতুম্—

সার। তার চেয়ে বর্লনা—তুমি যদি স্বর্গের দেবতা হ'তে ! তোমার সাধও তো বড় কম নয় ? সামান্য গোয়েন্দা থেকে একেবারে

মার্কাস্ হ'তে চাও ? বলি, মার্কাস্ কি একটা যে সে লোক ? কি ধনে—কি মানে,—এই রোমে—সম্রাটের নীচেই মার্কাস্।

ষ্ট্রা। সকল দিকে মার্কাসের মতন এমন ভাগ্যবান্‌ও আজকাল দেখা যায়না ! একেই বলি অদৃষ্ট ! কিন্তু যাই বল ভাই,—এটা বড় দুঃখের বিষয় যে, এই পৃথিবীতে একজনের "ভাঁড়ার ভরপূর"—আর একজন "ফতুর"।

সার। অন্যের কথায় দরকার কি—এই আমাদেরই বরাৎটা বোঝোনা ! আমরা এমন ভাল লোক—আমাদের একটা তাঁবার পয়সাও সম্বল নেই ; আর ঐ মার্কাস্ সাহেবের ঘোড়াগুলোর অঙ্গে দামী দামী সোণার সাজ ! এই যে সেদিন মার্কাস্ সাহেব সম্রাট্‌কে ভোজটা দিলে, তাতে কত খরচ হ'য়েছিল জান ? দশ লক্ষ টাকা—মব্‌লক্ !

ষ্ট্রা। এঁ্যা—বল কি ? দশ লক্ষ ? ওরে বাবারে ! সমস্ত পৃথিবীতে এত টাকা আছে ?

সার। আছে বইকি বন্ধু ! এর কিছু টাকা আমাদের খপ্পরে আসে, আমরা বাগিয়ে যদি দু একটা ক্রিশ্চান্‌কে ফাঁদে ফেল্‌তে পারি ! চুপ্—চুপ্—জনকতক অচেনা লোক আস্‌ছে ! বেশ চোক্ কাণ খাড়া রাখ—বুঝ্‌লে ভাই ষ্ট্রাবো ?

[উভয়ের অক্ষক্রীড়ায় মনোনিবেশ]

[এক দিক দিয়া বৃদ্ধ ফাভিয়াসের এবং অন্যদিক দিয়া টিটসের প্রবেশ । উভয়ের পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ ; হস্তস্থিত দণ্ডের দ্বারা টিটসের ভূমিতে রেখা অঙ্কিত করণ]

ফাভি । একি ! ক্রশ্ চিহ্ন ? কে তুমি ?

টি । সামান্য মৎস্যজীবী ; গ্যালিলি থেকে আমি আস্ছি ।

ফা । তুমি আমাকে চিন্লে কি ক'রে ?

টি । প্রভুর চিহ্ন দেখে !

ফা । সেকি ?

[টিটস্ প্রথমে ফাভিয়াসের আল্খাল্লার আস্তীন এবং পরে আপনার আল্খাল্লার আস্তীন্ তুলিয়া উভয়ের ক্রশচিহ্ন দেখাইলেন]

ফা । বুঝেছি । তোমার নাম ?

টি । টিটস্ ।

ফা । এখানে তোমাকে কে পাঠালে ?

টি । দয়াময়ের প্রিয়শিষ্য টার্সস্-নিবাসী পল্স্ ।

ফা । আস্তে কথা কও ! এই ভীষণ রোমরাজ্যে পাথরগুলোর পর্য্যন্ত কাণ আছে ! তা যাক্, তুমি এদেশে ক'দিন থাক্বে ?

টি । সম্প্রদায়স্থ সকল লোককে পল্সের প্রেরিত সংবাদ দিতে যে ক'দিন সময় লাগে—সেই ক'দিনই আমি আছি । আজ রাত্রে তাঁরা সমবেত হবেন কোথায়—ব'ল্তে পারেন ?

ফা । সেষ্টিয়ান্ সেতুর সান্নকটে যে কুঞ্জবন আছে—সেই স্থানে ।

টি । কথন ?

ফা। রাত্রি দশটার সময়।

টি। সেখানে কত লোক উপস্থিত থাক্‌বেন ?

ফা। চুপ ! পূর্ব্বেই বল্লুম—এখানে পাথরগুলোর পর্য্যন্ত কাণ আছে! একটু আস্তে কথা কও।

[ষ্ট্রাবোর অকস্মাৎ উভয়ের নিকট আগমন]

ষ্ট্রা। জয় সম্রাট্ সিজারের জয় ! হেইল্ সাহেব !

ফা। হেইল্ ভাই সাহেব !

[টিটসের হস্ত ধারণ করিয়া গমনোদ্যোগ]

[অকস্মাৎ সারভিলিয়াস্ আসিয়া উভয়কে বাধা প্রদান]

সার। এত তাড়াতাড়ি চ'ল্লেন কোথায় ?

[ষ্ট্রাবোর অকস্মাৎ উভয়ের নিকট আগমন]

ফা। আমাদের কাজ আছে ভাই !

সার্। এখানে মহাশয়ের নিবাস ?

ফা। তোমার সে তত্ত্বে কি প্রয়োজন ?

সার। বিশেষ এমন কিছুই নয়। তবে, আপনার এই বন্ধুটীকে বড় পথশ্রান্ত ক্লান্ত দেখ্‌ছি কিনা—তাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি ! উনি কি অনেক দূর থেকে আস্‌ছেন ?

টি। বলেন কেন মশাই,—ক'দিন ধ'রে ক্রমাগতই পথ চ'ল্‌ছি—

সার। সুতরাং খুব যে তেষ্টাও পেয়েছে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই ! তাহ'লে কৃপা ক'রে আমার সঙ্গে আসুন,—সাম্‌নে ঐ সরাপের দোকানে এক পাত্র সরাপ টানিয়ে দিই ! পথ চ'লে চ'লে পথের ধূলা সব গলায় ব'সে গেছে কিনা, এক পাত্র টান্‌লেই সব ধুয়ে সাফ্ হ'য়ে নেবে যাবে !

টি। নাঃ—সরাপের কোন প্রয়োজন নাই! নিকটে ঐ সুন্দর ঝরণা দেখা যাচ্ছে,—ওর এক পাত্র শীতল জল পান করে—আমি তৃষ্ণা দূর কর্ত্তে পার্ব্ব। সে জন্য আপনাকে ব্যস্ত হ'তে হবেনা! মহাশয়! আপনার সহৃদয়তার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান কচ্ছি! তাহ'লে আপাততঃ আমি বিদায় হই—আমার আর বিলম্ব কর্ব্বার অবকাশ নাই!

সার। বিদেশী কেউ রোমে এলে সহজে চলে যেতে পারেনা, বিশেষতঃ যারা গ্যালিলি থেকে আসে। সম্রাট্ নেরো—এই সব বিদেশী-দের জন্য অতিথিশালা প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন। আসুন—কৃপা ক'রে একটু বিশ্রাম লাভ করুন।

টি। আমার কার্য্য সমাধা না ক'য়ে তো আমি বিশ্রাম ক'র্ত্তে পার্ব্বনা মশাই!

সার। মশায়ের কার্য্যটা কি শুন্‌তে পাইনা?

টি। আমার প্রভুর কার্য্য!

সার। সে প্রভুটী কে?

টি। মানবের পুত্র!

(ফাভিয়াসের হাতে হাত দিয়া টিটসের প্রস্থান]

ষ্ট্রা। মানবের পুত্র? এর মানে কি হে? কি ব'লে গেল বল দিকি?

সার। ভাই ষ্ট্রাবো! এখানে যেন টাকার গন্ধ বেরুচ্ছে! হুঁ—(ভূমিতে রেখা দেখিয়া) এ্যাঁ—এই যে! ক্রশের চিহ্ন! এরা ক্রিশ্-চান্—ক্রিশ্চান্! চল চল ষ্ট্রাবো—দৌড়ে চল—শিগ্‌গির ওদের পাছু নিই চল।

[বেগে উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ডাসিয়ার বাটীর সম্মুখ।

[নর্ত্তকীগণকে লইয়া ফিলোডিমাস্ এবং গ্রাব্রিওর
ঈষৎ মত্তাবস্থায় প্রবেশ]

ফি। আচ্ছা—সবুর্ —সবুর্! ঠিক এই বাড়ীর সাম্নে—এই বারান্দার নীচে একখানা গান লাগাও দিকি! হলেই বা রাস্তা—আমি হুকুম ক'চ্ছি—

গ্রা। হ্যাঁঃ—তোমার আবার হুকুম কি?, হুকুম-দেনে-ওয়ালা মানুষ কোন মিঞা আছে না কি? যাদের হুকুমে কাজ হ'বে—তাদের বা'র কর দিকি,—এখুনি ওরা রাস্তায় কি,—নর্দ্দমায় ঢুকে নেত্য ক'র্ব্বে! হুকুমনামা বার ক'র—টাকা—টাকা—টাকা ঝাড়,—বুঝ্লিনি রে গাধা? টাকা দেখা—টাকা দে—

ফি। টাকা? ফিলোডিমসের টাকা কি দেখাতে হ'বে নাকি? মেয়েমানুষের গন্ধ পেলেই—আমার টাকা থলি ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ে, রোমান্ মাগীমদ্দে এ কথা কে না জানে? নাও নাও এই টাকা নাও—

[নর্ত্তকীগণকে টাকা প্রদান]

গ্রা। তোড়া বেঁধে দাও বাবা—নইলে বিবিদের পেট ভর্বেনা! নাও—নাও—ভোম্রা ডাকাও বাবা—আমরা একটু হোমরা চোম্রা হ'য়ে ঘুরি ফিরি,—এস ফিলোডিমাস্!

[ফিলোডিমাস্ ও গ্রাবরিওর ডাসিয়ার ফটকে উপবেশন]

নর্ত্তকীগণ। গীত।

কি জানি ও মুখ কি জানে মোহিনী
কেন বল সদা জাগে মনে।
ভুলিতে চাহিলে—ভুলিতে পারিনা—স্বপনে কি জাগরণে॥
একি প্রাণভরা ব্যাকুলতা, একি গোপন মরমব্যথা,—
একি হৃদয়-দহন-জ্বালা—জুড়াব কি জীবনে?
ভুলে একবার চাও—(ওগো) আঁখি তুলে চাও,—
যদি প্রাণ নাহি দাও (বঁধু) প্রাণ নিয়ে যাও;—
(শুধু) শিখাও আমারে—থাকি দূরে দূরে,—
(তুমি) ভুলিতে পেরেছ কেমনে॥

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

[বারান্দায় ডাসিয়ার প্রবেশ]

ডা। বাঃ—সুন্দর গান! নর্ত্তকীর দল দেখ্‌ছি! এখানে ওদের কে আন্‌লে? ওই যে ফিলোডিমাস্ গ্লাব্‌রিও—

[ফিলোডিমাস্ এবং গ্লাব্‌রিওর বারান্দার নীচে ডাসিয়ার সম্মুখে আগমন]

ডা। আসুন—আসুন—আস্‌তে আজ্ঞা হোক্, কি মনে ক'রে? এখানে হঠাৎ উদয় যে?

ফি। পূজো ক'ত্তে এসেছি বিবি!

ডা। কার মন্দিরে শুনি?

ফি। রতি দেবী "ভিনাসের"—

গ্লা। আর আমি সুরাদেব "বেকাসের"—

ডা। আপনি তো সুরাদেবের প্রাণপূরে পূজো ক'রেছেন দেখ্‌ছি, গ্লাবরিও সাহেব! এখনও কি আশা মেটেনি?

গ্লা। বল কি বিবি—এ আশা কি সহজে মেটে? সুরাদেবের পবিত্র হোমানলের ঝাঁজ আমার শিরায় শিরায়—আমার প্রাণে প্রাণে—আমার রক্তে পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে! শুধু তাই নয়,—কতকটা আমার ঠ্যাং জোড়াতেও লেগেছে—তা বোধ হয় বুঝ্‌তেই পাচ্ছ! (টলিয়া টলিয়া) দেখ্‌ছ বিবি—শালার ঠ্যাং দুটো আর কেউ আমার তাঁবে নেই! দু'ব্যাটা স্বাধীন হ'য়ে যে যার নিজের পথেই চলেছে দেখ্‌ছ? ডান্ পা টা যদি পূব্‌দিকে যেতে যায়, বাঁ চরণটী চল্লেন পশ্চিম মার্গে! দেখ—দেখ—একবার রকমখানাটা দেখ (মত্তাবস্থায় পদচারণ)।

ডা। আজ সকাল থেকেই পা টল্ বেটল্ হ'চ্ছে যে গ্লাবরিও!

গ্লা। হুঁ—তা হ'চ্ছে বিবি! চিরকালই এই রকম পায়ে পায়ে টাল খাচ্ছি! আশীর্ব্বাদ কর যেন এই রকম অসামাল হ'য়ে টাল খেতে খেতে গায়ের ছালটা গণ্ডারের মতন করে ফেলি বাবা! একটা বড় দুঃখ, কি জান বিবি? পিপে পিপে পার ক'রেও তেমন টাল খাওয়ার জুৎ কর্ত্তে পারি না! আজও "নেশা" জিনিষটি কি রকম আঁচ কর্ত্তে পাল্লুম না,—সেই দুঃখ প্রাণে বড় লেগে আছে, বুঝলে? বরাৎক্রমে সেদিন মার্কাসের খানাতে গিয়ে—মনের কতকটা সাধ মিটিয়েছি! খানা—ভোজ—ফুর্ত্তি ঢের শালা দেয়—কিন্তু মার্কাস্ সাহেব একটা কীর্ত্তি রাখ্‌লে বটে! সরাপের সাত সমুদ্র ক'রে দিয়েছিল;—

যে যত পার নাক টিপে খালি ডুব দাও! সেদিনের জের আজও চল্‌ছে বিবি! মার্কাস্ একটা ইয়ার লোক বটে—মেজাজ আছে বটে! দেশে যত ভাল মদ—যত ভাল মেয়েমানুষ ছিল,—সব এনে হাজির ক'রেছিল! হ্যাঁ—মদের আর মেয়েমানুষের মহিমা—মার্কাস্ যথার্থই বোঝে বটে!

ডা। মার্কাস্ তা বোঝে বটে—কিন্তু নিজে ও দুটোর কোনটাতেই মজে না! (ঈষৎ হাস্য)।

ফিলো। তা যা ব'লেছ বিবি! মার্কাস্ মদের পক্ষে "চাবা"—আর মেয়েমানুষের পক্ষে "দুরাশা"! দেহ প্রাণ মন—মায় পাকস্থলীটী পর্য্যন্ত তার লোহা আর পাথরে গড়া!

ডা। হ্যাঁ—তা বটে! তবে কি জান, সময়ে সবই হয়! লোহাও গলে—পাথরও ভাঙ্গে! একদিন না একদিন ফাঁদে প'ড়্‌তেই হবে!

ফি। কে? মার্কাস্? এ জীবনে নয় বিবি—এ জন্মটায় নয়!

গ্লাব্। ও মূর্খটার কথাটা বেবাক্ মিথ্যে! বিবি! মদ্য খেয়ে সদ্য সদ্য রাঙ্গা চ'খে আমি পৃথিবীর বিস্তর মদ্দ দেখেছি,—কিন্তু এমন এক শালা পাঠ্‌ঠা ছোঁড়াকেও দেখিনি যে আজ হোক, কাল্ হোক, পরশু হোক, ত'রশু হোক,—দু দিন—দশ দিন—বিশ দিন—দু মাস, ছ মাস, দু বছর, দশ বছর বাদে হোক, একটা রংচংএ ছুঁড়ীর পিরীত্তে পড়ে মরেনি!

[নাগরিকগণের কোলাহল করিতে করিতে প্রবেশ ;
তৎসঙ্গে সারভিলিয়াস এবং ষ্ট্র্যাবোর ছিন্নপরিচ্ছদ
আহত ফাভিয়াস্‌কে টানিয়া প্রহার
করিতে করিতে প্রবেশ]

না-গণ। মার্ মার্—ক্রিশ্চান্‌দের খুন করে ফেল্!

[প্রহার খাইয়া ফাভিয়াসের ভূমিতে পতন]

না-গণ। দাও—সিংহীর মুখে ফেলে দাও! ক্রিশ্চান্—ক্রিশ্চান্! চল নগরপালের কাছে নিয়ে চল—

ষ্ট্রাব। গেল রে গেল! একটা বুড়োর গোস্ত নিয়ে দশহাজার নেড়ীতে ছেঁড়াছিঁড়ি কচ্ছেরে! ওরে—অ—বাবারা! একটু থেমে যা—একটু দম্ নে! আর চেঁচাস্‌নি! ও বুড়োর আর মার্ব্বি কোথায় বাবা? যেটুকু জায়গা ছিল—সবাইতো মেরে ধুল্‌-ধাবড়ে দিয়েছ! আঃ—তবু চেঁচায়! শালারা আমার কথাটাই শোন্ না! (সারভিলাসের প্রতি) অ—বাবা—নেক্‌ড়ে মাণিক! এ বুড়ো হাড় এমন ক'রে আর কি চিবুচ্ছ বাপ্?

সার। কি বলেন মশাই? এটা ক্রিশ্চান্! অনেকদিন পর্য্যন্ত লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল! আজ বড্ড ধরা পড়ে গেছে! আজ যেই দেখেছি অনাকইটেস ঠাকুরের কাছে মাথা নুইয়েছে, তখুনি বুঝিছি,—ও ক্রিশ্চান! যেই বোঝা, অমনি লাফিয়ে ধরা—

ষ্ট্রাব্। আর ফাঁপিয়ে গালে পোরা! বাঃ—খুব তাগ্ বটে বাবা!

সার। ধ'র্ব্বনা? সম্রাটের কাছে নিয়ে গেলেই অম্‌নি নগদ দুশো টাকা

পাওনা ! চল চল সয়তান—চল একবার সেখানে ! সম্রাট্ তোমাকে ধরে মশাল তৈরি কর্বেন !

না-গণ। সবাই মিলে নিয়ে চল—চল, মার্ত্তে মার্ত্তে নিয়ে চল ! মার্ মার্ মার্ ব্যাটাকে।

(মার্সিয়ার প্রবেশ ও নাগরিকগণকে বাধা দিয়া)

মার্সি। একি—একি—একি ভীষণ অত্যাচার ! কি ক'চ্ছ তোমরা ? তোমরা কি মানুষ—না—হিংস্র বন্য পশুরও অধম ? তোমরা কি অন্ধ ? একটা মুমূর্ষু বৃদ্ধ অসহায় ব্যক্তিকে—একসঙ্গে এত-গুলো লোকে প্রহার ক'চ্ছ ? তবে কি সত্যই এ রোম সাম্রাজ্যে বৃদ্ধ স্থবির প্রাচীন ব্যক্তির কোনও সম্মান, কোনও মর্য্যাদা নাই ? (ফাভিয়াসের প্রতি) বাবা—বাবা,—আপনি কি বড্ড আঘাত পেয়েছেন ?

ফা। না মা—আমার কিছু হয়নি !

মার্সি। হ'য়েছে বইকি বাবা ! এই যে আপনার সর্ব্বাঙ্গে ভীষণ প্রহারের চিহ্ন ! কপাল দিয়ে রক্তমোক্ষণ হ'চ্ছে ! দেখ দেখ রোমবাসি ! কি মহাপাপ ক'রেছ—ভাল ক'রে চেয়ে দেখ ! ধিক্—শত ধিক্ তোমাদের ! তোমরা এখনও দাঁড়িয়ে দেখ্ছ ? তোমাদের লজ্জাবোধ হ'চ্ছেনা ? ছিঃ !

গ্লাব্। একি বাবা—হঠাৎ পরি নাব্লো কোন তালগাছ থেকে ? জয় হোক্ মা মদ্য ঠাকৃরুণ ! তোমার কৃপায়—রাঙ্গা চোখে আজ সদ্য রাঙ্গা পরি দেখ্লুম !

মার্সি। চলুন পিতা, আপনাকে আমি সঙ্গে ক'রে গৃহে নিয়ে যাই !

সার। (মার্সিয়াকে বাধা দিয়া) যাই বল্লেই কি যাওয়া হয় সুন্দরি? একটু র'য়ে বসে চল না! (নাগরিকগণের প্রতি) বলি ভাই সব! তোমরা যে সকলে স্তম্ভিত হ'য়ে এক পাশে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে? ছি ছি, একটা সামান্য স্ত্রীলোক এক জোড়া টানা চোখ আর একখানা চাঁদপানা মুখ নিয়ে, সমস্ত রোম রাজ্যটা এম্‌নি ক'রে শাসিয়ে বেড়াবে?

ষ্ট্রাবো। না—কখনই না! কেমন হে ভাই সব?

না-গণ। (চীৎকার করিয়া) না—কখনই না!

মার্সি। (করজোড়ে) দোহাই তোমাদের—বৃদ্ধকে যেতে দাও! ইনি তো তোমাদের কোনও ক্ষতি করেন নি! ইনি কখনো জীবনে কারও অনিষ্ট করেন নি! বিপন্নে উদ্ধার, রোগীর সেবা, অসহায় অনাথকে সাহায্য প্রদান,—এই সাধুপুরুষেব জীবনের একমাত্র ব্রত! পরোপকারে, পরের হিতে এই মহাত্মা অকাতরে জীবন উৎসর্গ করেছেন! এমন মহাপুরুষকে তোমরা হত্যা কর্ত্তে চাও?

সার ও ষ্ট্রা। ও ব্যাটা ক্রিশ্চান! ওকে সিংহীর মুখে ফেলে দোবো! চল ভাই সব—একে ধরে নিয়ে চল!

না-গণ। চল—চল—ব্যাটাকে ধরে নিয়ে চল!

[নাগরিকগণের কোলাহল,—এবং সার্‌ভিলিয়াস ও ষ্ট্রাবোর মার্সিয়ার কবল হইতে বৃদ্ধ ফাভিয়াসকে জোর করিয়া টানিয়া মারিবার চেষ্টা]

[ইত্যবসরে রোমের রাজপ্রতিনিধি মার্কাসের, ভিটুরিয়াস্
এবং কতকগুলি শস্ত্রধারী সৈনিক পুরুষের সহিত
প্রবেশ। ভিটুরিয়াস্ ও সৈন্যগণকর্ত্তৃক প্রহৃত
হইয়া সভয়ে একপার্শ্বে নাগরিক-
গণের অবস্থান]

মার্কাস্। (মার্সিয়ার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া—স্বগতঃ) আহা! কি সুন্দর! যেন স্বর্গের জীবন্ত প্রতিমা!

[মার্সিয়ার মার্কাসের প্রতি কাতরভাবে দৃষ্টি]

মার্কস্। কি? ব্যাপার কি? এ বৃদ্ধ কি ক'রেছে?

সার। হুজুর! ও ক্রিশ্চান!

মার্কস্। ভিটুরিয়াস! এ লোকটাকে কথা কইতে মানা কর!

[ভিটুরিয়াস্ কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া সারভিলাসের ভূতলে পতন]

সার। না—না—হুজুর—আমার কোন অপরাধ নেই,—আমায় ক্ষমা করুন! (উঠিয়া নাগরিগণের প্রতি) ভাই সব! গোল কোরোনা—গোল কোরোনা! স্থির হ'য়ে দাঁড়াও! মহাত্মা মার্কাস্ তোমাদের সাম্নে! অভিবাদন কর—সসম্মানে মাথা নীচু কর! বল—জয় মহাত্মা মার্কাসের জয়!

না-গণ। জয় মহাত্মা মার্কাসের জয়!

মার্কাস্। (মার্সিয়ার নিকটে অগ্রসর হইয়া) সুন্দরি! তোমার নাম?

মার্সিয়া। মার্সিয়া।

মার্কস্। (স্বঃ) বীণাবিনিন্দিত মধুর কণ্ঠস্বর! (প্রকাশ্যে ফাভিয়াসের প্রতি) মহাশয়! আপনার নাম?

ফা। ফাভিয়াস্ ফন্‌টেলস্!

মার্ক। এই সুন্দরী কি আপনার কন্যা?

ফা। না হুজুর!

মার্ক। কিম্বা কোন আত্মীয়?

ফা। না—আমার কেউ নয়!

মার্সিয়া। এ সংসারে এ অভাগিনীর আপনার বলবার কেউ নেই!

মার্ক। তাহ'লে—এ রমণী আপনার সঙ্গে কেন?

ফা। কেন? কি ব'ল্‌ব প্রভু,—কারুণ্যরূপিনী এই বালিকা যদি আজ এখানে এসে উপস্থিত না হ'ত,—তাহ'লে এই রক্তপিপাসু ভীষণ জনসঙ্ঘের কবল হ'তে আমার শীর্ণ দেহের একখানি অস্থি পর্য্যন্ত রক্ষা হ'ত না! এই দেবীর কৃপায় আজ আমি জীবনরক্ষা কর্ত্তে সক্ষম হ'য়েছি! এই শক্তিহীনা বালিকা একাকিনী আমায় রক্ষা ক'রে মহাশক্তির পরিচয় দিয়েছে!

মার্ক। এই অবলা আপনার জীবন রক্ষা ক'রেছে? আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য কথা! পতনোন্মুখ দেবদারু বৃক্ষ কোমল কমলকুসুমের সাহায্যে রক্ষা পেলে? যথার্থই বিচিত্র ব্যাপার! অপূর্ব্ব সংঘটন! (স্বঃ) আহা! কি সুন্দর মুখখানি! (প্রকাশ্যে মার্সিয়ার প্রতি) সুন্দরি! এই বৃদ্ধের সহিত আপনার কি কোনও সম্বন্ধ নাই?

মার্সি। আছে। উনি আমার শিক্ষাগুরু!

মার্ক। বটে? (ফাভিয়াসের প্রতি) আপনি কি কোনও সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক?

ফা। না হুজুর।

মার্ক। আপনি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত?

ফা। আমি একজন সামান্য দার্শনিক।

না-গণ। হুজুর! ও ক্রিশ্চান—ওকে হত্যা করুন!

মার্ক। (সক্রোধে চীৎকার করিয়া) ভিটুরিয়াস্! দূর ক'রে দাও নরাধমদের!

[ভিটুরিয়াস্ এবং সৈন্যগণ কর্ত্তৃক কোলাহলকারী নাগরিকগণ বিতাড়িত]

গ্লাব। (জনান্তিকে) বাপ্ ফিলোডিমাস্—দেখ্ছ কি বাবা! চাঁদমুখের জোরে বর্শা ঢাল তরোয়াল গুলো কি রকম ঘাল ক'ল্লে—দেখ্লে তো?

মার্ক। সুন্দরি! যদি কখনো কোনও বন্ধুর সাহায্যের প্রয়োজন হয়—আমার কাছে এস!

মার্সি। মুখরা স্ত্রীলোকের অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্তে অনুমতি হয়। বাজপক্ষীর কাছে পারাবত কি সাহায্য প্রার্থনা ক'র্ত্তে সাহসী হবে?

মার্ক। না,—তা হবেনা বটে,—যদি বাজপক্ষী ক্ষুধার্ত্ত থাকে! কিন্তু সুন্দরি! (ঈষৎ হাস্যে) আমি কি বাজপক্ষী?

মার্সি। আপনি সম্রাট্প্রতিনিধি মহাত্মা মার্কাস্!

মার্ক। তবে?

মার্সি। আপনারা দেশের বড়লোক—সর্ব্বশক্তিমান! স্ত্রীলোক আপনাদের কাছে তুচ্ছ খেলার সামগ্রী! স্ত্রীলোকের প্রাণ নষ্ট ক'র্ত্তে,—এমন কি অকাতরে অনায়াসে তার পবিত্রতাধর্ম্ম—তার সতীত্ব নষ্ট ক'র্ত্তে,—আপনারা তিলমাত্র ইতস্ততঃ করেন না! আপনাদের নিকট সে ভয়ঙ্কর অমার্জ্জনীয় মহাপাপ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা! যেন একটা অভ্যস্ত আমোদ-প্রমোদের খেলা মাত্র! হুজুর! এ অভাগিনী আজীবনপবিত্রতাব্রতধারিণী কুমারী! পবিত্রতা রক্ষা ক'র্ব্বার জন্য সদাই ভীতা—সঙ্কুচিতা—

বিপর্য্যস্তা! তাই কোনও পুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হ'তে,—বিষম দায়গ্রস্ত হ'য়েও তার কাছে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা ক'র্ত্তে আমার মন অগ্রসর হ'তে চায় না।

মার্ক। বৃদ্ধ! আপনি কি বলেন? এই সুন্দরীর পবিত্রতাসম্বন্ধে আপনি ওঁর কথার সমর্থন করেন?

ফা। কায়মনোবাক্যে সমর্থন করি হুজুর!

মার্ক। এই কলুষিত রোমরাজ্যে পবিত্রতা—সতীত্ব যথার্থই দুষ্প্রাপ্য অমূল্য নিধি! যে যথার্থ মানুষ হয়—সে কি সেই পবিত্রতা রক্ষা ক'র্ত্তে ইচ্ছা করেনা?

ফা। হুজুর! এই বালিকাকে আজ উন্মত্ত হত্যাকারী নাগরিকগণের কবল হ'তে রক্ষা ক'রে আপনি যথেষ্ট মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান ক'রেছেন! আপনার এ মহত্ত্বগৌরবগাথা অনন্তকাল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকবে! এক্ষণে অধীনের এইমাত্র নিবেদন,—আপনার সে গৌরব-মহিমা যেন কোনও প্রকারে কলঙ্ককালিমায় বিলুপ্ত না হয়! কৃপা ক'রে বালিকাকে নির্ব্বিবাদে ওর গন্তব্য স্থানে যেতে দিন!

মার্ক। সচ্ছন্দে যেতে পারেন। আমি আপনাদের বন্ধু—আমি কোনরূপ বাধা দোবো না! আপনারা নিরাপদে চ'লে যান।

ফা। মহাত্মন্! বৃদ্ধকে আশ্বাস দিন—অঙ্গীকার করুন—

মার্ক। কেন আর ও কথার উত্থাপন ক'চ্ছেন? আমার মন বুঝে,—আমার আচরণ দেখে কি আপনাদের বিশ্বাস হ'চ্ছে না? আপনারা যান,—অনর্থক বিলম্ব ক'র্ব্বেন না!

[মার্কাসের প্রতি চাহিতে চাহিতে ফাভিয়াসের সহিত
মার্সিয়ার ধীরে ধীরে প্রস্থান।

মার্ক। ভিটুরিয়াস্! তুমি ওদের পশ্চাদনুসরণ কর! জেনে এস ওদের বাসস্থান কোথায়! ঐ বালিকার পরিচয় সংগ্রহ করে আন! যাও—শীঘ্র যাও,—যথাসম্ভব ঐ সুন্দরীর সংবাদ এনে আমাকে দাও!

ভিটু। অনুমতি শিরোধার্য্য। [ভিটুরিয়াস্ ও সৈনিকগণের প্রস্থান।

মার্ক। (স্বগত) আ মরি মরি! কি সুন্দর লাবণ্যময়ী দেহলতা! অলৌকিক সৌন্দর্য্যরাশি—তার ওপোর স্ফুটনোন্মুখ যৌবনের সহজাত সুষমায় দেহজ্যোতিঃ যেন শতগুণ বর্দ্ধিত! সরলা সুন্দরী যুবতী—একাকিনী—সহায়বিহীনা! এই নির্ম্মম নিষ্ঠুর কঠোর হৃদয়-বিহীন রোমানদের দেশে যুবতী সম্পূর্ণ অরক্ষিতা! আহা—কি দেখ্‌লুম! এমন নয়নমনোরঞ্জন পবিত্র মোহিনী ছবি জীবনে কখনো দেখিনি!

[চিন্তামগ্ন]

বারান্দা হইতে ডাসিয়া। কি মার্কস্ সাহেব! একবার ফিরে চান!

মার্ক। (চমকিত হইয়া)—কে—এঁ্যা? একি—ডাসিয়া বিবি? তুমি আমায় ডাক্‌ছ? এই যে—ফিলোডিমাস্ গ্লাবরিও—তোমরাও এখানে?

গ্লাব্। আস্‌তাজ্ঞে হোক্—মার্কাস্ হুজুর! হুঁ হুঁ বাবা—ধর্ম্মকথা বল! মোলায়েম অথচ বরফের মতন স্ফটিক মাংসখণ্ডটী দেখ্‌লে কেমন?

মার্ক। আঃ—কি বাজে কথা কও! তা—ডাসিয়া বিবি! আমার সঙ্গে কি কোন দরকার আছে?

ডা। কিছুক্ষণের জন্য তোমার মধুর সঙ্গসুখের প্রার্থিনী—মার্কাস্ সাহেব—তাই তোমায় ডাক্‌ছি! ঐ ভদ্রলোক দুটীকে

নিয়ে অনুগ্রহ ক'রে অধীনীর কুটীরে কি একবার পদার্পণ ক'র্ব্বে ?

মার্ক। মার্জ্জনা কর ডাসিয়া—আপাততঃ আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা ক'র্তে অক্ষম! একটা বিশেষ অপরিহার্য্য কার্য্যে আমায় এখুনি স্থানান্তরে যেতে হবে!

ডা। কেন? ভয় হ'চ্ছে নাকি?

মার্ক। কিসের ভয় ডাসিয়া?

ডা। বেরেণিস্ বিবিসাহেবের বাক্যবাণের!

মার্ক। আমি বেরেণিস্ বিবির বাক্যবাণের কিম্বা ডাসিয়া বিবির মধুর অধর-সুধার কোনও ধার ধারিনা! বেরেণিস্‌কে আমি কেন ভয় ক'র্ব্ব—ডাসিয়া বিবি?

ডা। তা ক'র্ব্বে না? রোমে যে সবাই আজকাল তার নাম আর তোমার নাম একত্র ক'রে কথা কইছে!

মার্ক। অর্থাৎ!

ডা। অর্থাৎ আর কি—দেশের লোকে এক বাক্যে ব'ল্‌ছে—তার সঙ্গে তোমার বিবাহ স্থির!

মার্ক। বটে? দেশের লোকের তো আমার ওপর যথেষ্ট দয়া দেখ্‌ছি। আমার মতন অযোগ্য ব্যক্তিকে এতটা সম্মান প্রদান ক'চ্ছে!

ডা। তা ভাল—ভাল! মার্কাস্ বেরেণিস্,—বেশ মিল্‌বে—রাজযোটক হবে! কিন্তু দেখো,—টিজেলিনাস তোমার মহাপ্রতিদ্বন্দ্বী! শুধু রাজকার্য্যে—রাজঅনুগ্রহলাভে নয়,—বেরেণিস্-লাভের পথেও সে তোমার একটা ভীষণ কণ্টক! তবে মার্কাস্ বেরেণিস্ দু'জনে একবার মিলিত হ'লে আর টিজেলিনাস্‌কে ভয় ক'র্ত্তে হবেনা! কি বল মার্কাস্?

মার্ক। টিজেলিনাস্‌কে ভয় ক'র্ত্তে হবে,—মার্কাসের পক্ষে এ একটা নতুন শিক্ষার বিষয় বটে!

ডা। দেশের লোক বলে,—তোমাদের তুজনের খুব পাল্লা দেওয়া-দেওয়ি চ'ল্‌ছে! কিন্তু টিজেলিনাস্‌ও বড় হটবার পাত্র নয়! তুজনেরই প্রাণে উচ্চ আশা পোরা! বেরেণিস্ বিবি শুধুতো রূপবতী ধনবতী নয়, এ দিকেও সে সকল বিষয়ে বুদ্ধিমতী —খুব চতুরা!

গ্লাব্। এ—এ—এ কথা যা ব'লেছ—ঠিক—ডাসিয়া বিবি! মার্কাস্— তুমি ভাই একটা বিবাহ ক'রে ফেল! একটী স্ত্রী ঘরে আন— আমরা দেখি।

মার্ক। কেন?

গ্লাব্। এঁ্যা—কেন? ওরে বাবা—এ আবার কি কথা! কেন? একটা বিবাহ ক'র্ত্তে ব'ল্লুম,—ব'ল্লে—কেন? তবে লোকে বিয়ে করে কেন?

মার্ক। হ্যাঁ—তুমিই বলনা—কেন?

গ্লাব্। একটা স্ত্রীলোক ঘরে রাখা দরকার যে! ভদ্রলোকের এটা যে একটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম—বুঝ্‌লে না?

মার্ক। কোন্‌টা কর্ত্তব্য বল! বিবাহ করা,—না—তুমি যে কথা ব'ল্‌ছ, শুধু একটা স্ত্রীলোক ঘরে রাখা!

ডা। (হাসিয়া) তুই-ই দরকার! তুই-ই কর্ত্তব্য! সত্য ব'ল্‌ছি মার্কাস— তুমি বিবাহ কর! স্ত্রীকে যথার্থ রাজরাণী ক'রে সুখে সচ্ছন্দে সংসার ক'র্ব্বার সামর্থ্য তোমার যথেষ্টই আছে!

মার্ক। তা থাকৃতে পারে। কিন্তু বন্ধু সেনেকা লিখে গেছেন যে, আজ-কাল রোমরাজ্যে নিজে বিবাহ ক'রে স্ত্রী নিয়ে সংসারী হওয়

অপেক্ষা বন্ধুর স্ত্রীকে প্রতিপালন করায় খুব মানসম্ভ্রম আছে! কি বল ফিলোডিমাস—এটা ঠিক না? আর তাও বলি,—বিবাহ ক'রেও তো কোন সুখ নেই! রোমান্ রমণীরা আজকাল দেখ্তে পাই—বছর গুণে তাঁদের বয়স ঠিক করেন না,—স্বামীর সংখ্যা গুণে তবে তাদের বয়সের হিসেব হয়!

ডা। ও কথা ব'লনা মার্কাস্! সকল স্ত্রীলোকই কি স্বামী ত্যাগ করে?

মার্ক। হ্যাঁ—অধিকাংশই বটে।

ডা। লোকে বলে—

মার্ক। ভিন্ন লোকের ভিন্ন মত! লোকে অমন অনেক কথা বলে—অনেক মিথ্যাও রটনা ক'রে থাকে। ও কথা ভুলে যাও—ডাসিয়া! মার্কাস এ জীবনে অনেক ভুল ক'র্ত্তে পারে বটে, কিন্তু কখনো বিবাহ ক'র্ব্বেনা—এ মহা ভুল কখনো ক'র্ব্বেনা,—এই তার প্রতিজ্ঞা।

ডা। আচ্ছা দেখ্‌ব—বেরেণিস্ তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করায় কি না! চ'ল্লুম - মার্কাস—বিদায়— [ডাসিয়ার প্রস্থান।

মার্ক। বিদায়—ডাসিয়া বিবি!
ফিলোডিমাস, গ্লাব্‌রিও,—কাল সন্ধ্যার সময় আমার বাটীতে তোমাদের নিমন্ত্রণ রইল। যাবে তো?

ফি। নিশ্চয়ই যাব মার্কাস্!

গ্লাব্। আমি তো যাবই! তবে দয়া ক'রে যদি আমার চরণজুড়ী বিগ্‌ড়ে না যায়! বিদায় হই মার্কস সাহেব—

[ফিলোডিমাস ও গ্লাব্‌রিওর প্রস্থান।

মার্ক। বিবাহ? আমি বিবাহ ক'র্ব্ব? কখনই না! দেবতার নামে শপথ ক'চ্ছি,—বিবাহ কখনই ক'র্ব্ব না! কিন্তু এই—

সুন্দরী মনোমোহিনী যুবতী—আহা—কি মনোহর মুখখানি—কিছুতেই যেন ভুল্‌তে পাচ্ছি না! এখনও যেন চ'খের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্ছি! কি সরলতা,—কি মাধুরীময়! একি সম্ভব? এই চিরঘৃণ্য ক্রিশ্চানদের মধ্যে এমন পবিত্র স্বর্গীয় জিনিষ কি থাক্‌তে পারে?

[ভিটুরিয়াসের পুনঃ প্রবেশ ও মার্কাস্‌কে অভিবাদন]

মার্ক। এই যে—ভিটুরিয়াস্ এসেছ! সুন্দরীকে কোথায় ছেড়ে এলে?

ভিটু। একটা ছোট বাড়ীতে! বীরবর হার্কুলিসের প্রস্তরমূর্ত্তির ঠিক দক্ষিণে—চতুর্থ বাড়ীখানা!

মার্ক। সে বাড়ীতে কা'রা বাস করে সন্ধান পেলে?

ভিটু। সে বাড়ীটা দেখে একটু সন্দেহ হ'ল প্রভু!

মার্ক। কিসের সন্দেহ?

ভিটু। সেটা একটা ক্রিশ্চানদের জমায়েত হবার আড্ডাবাড়ী!

মার্ক। বল কি? সত্য না মিথ্যা জনরব?

ভিটু। না প্রভু! আমি জানি—এ বিভাগের নগরপাল সাহেব ঐ বাড়ীটার উপর বিশেষ নজর রেখেছেন!

মার্ক। অলক্ষ্যে না প্রকাশ্যে?

ভিটু। সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে!

মার্ক। এ বিভাগের নগরপাল কে?

ভিটু। লিসিনিয়াস্।

মার্ক। লিসিনিয়াস্? সেই নিষ্ঠুর—পিশাচ—শোণিতপিপাসু রাজকর্ম্মচারী লিসিনিয়াস্? তবে তো দেখ্‌ছি এই দুর্ভাগ্য ক্রিশ্চানদের সমূহ বিপদ! লিসিনিয়াস্ যখন এদের সন্দেহ ক'রেছে—

তখন দেবতা ভিন্ন তার কবল থেকে এদের কেউ রক্ষা ক'র্ত্তে পার্ব্বেনা! লিসিনিয়াস্ যদি এদের বিরুদ্ধে কোনও যথার্থ প্রমাণ না পায়,--সে মিথ্যা প্রমাণ তৈরি ক'রে এদের সর্ব্বনাশ ক'র্ব্বেই ক'র্ব্বে! ভিট্ রিয়াস্! তুমি এখুনি ফিরে গিয়ে গুপ্তচরদের সঙ্গে মিশে যাও; তাদের কাছ থেকে যতদূর পার—তাদের গুপ্ত অভিসন্ধির কথা জেনে নাও! যদি ঐ হতভাগ্য ক্রিশ্চানদের বন্দি ক'র্ব্বার কোনও হুকুম বেরিয়েছে শুনতে পাও, কিম্বা মতলব হ'চ্ছে বুঝ্তে পার,—তৎক্ষণাৎ আমাকে এসে সংবাদ দেবে—বুঝ্লে?

ভিটু। বেশ বুঝ্তে পেরেছি!

মার্ক। যাও—আর বিলম্ব কোরোনা!

ভিটু। প্রভু কি একা বাড়ী ফির্বেন?

মার্ক। হ্যাঁ! তুমি যাও—

ভিটু। যেরূপ আজ্ঞা— [ভিট্ রিয়াসের প্রস্থান।

মার্ক। লিসিনিয়াস্! উঃ—সেই ভীষণ—হিংস্রস্বভাব শোণিতপিপাসু বন্যপশু,—তার করাল কবল হ'তে এই সরলা হরিণীকে রক্ষা ক'র্ত্তেই হবে! এই অনাথিনী অবলার জন্য আবার একবার বিপদ-সাগরে ঝাঁপ দোবো,—অদৃষ্টে যা হয় হবে আহা—কি অপরূপ সৌন্দর্য্য! কখনো কোন রমণীসৌন্দর্য্যে আমায় বিমোহিত ক'র্ত্তে পারেনি! নারীদেহে এত রূপরাশি যে থাক্তে পারে, কখনো ইতিপূর্ব্বে ভ্রমেও কল্পনা ক'রিনি আজ আমার সে ভ্রম দূরে গেল! শুধু তাই নয়—সে অলৌকিক সৌন্দর্য্য আজ প্রত্যক্ষ ক'র্লুম কোথায়? আমার জাতীয় শত্রু—দেশের শত্রু—সম্রাটের শত্রু—ক্রিশ্চানদের

মধ্যে! আশ্চর্য্য—অদ্ভুত - রহস্যময়! আহা—কি সুন্দর নাম—মার্সিয়া! মার্সিয়া! এখনও যেন সেই বীণার ঝঙ্কারের ন্যায় সুধাবর্ষী কণ্ঠস্বর, আমার কর্ণকুহরে দূরাগত মধুর সঙ্গীতের মতন প্রবেশ ক'চ্ছে! সজ্জিতা—ভূষিতা—রসিকা—চতুরা রমণীর সঙ্গে আলাপ ক'রে ক্ষণিক আনন্দলাভ ক'রেছি বটে,—কিন্তু তবু যেন তাদের ভিতরে কিসের একটা অভাব দেখেছি, যার জন্য অধিকক্ষণ স্ত্রীলোকের সংসর্গ ভাল লাগেনি! সকলেই কলুষিতা—পাপিনী নয় বটে,—কিন্তু কি জানি কেন আমার চিরদিন মনে হ'ত—পাপে স্ত্রীলোকের ঘৃণা নাই! অসংখ্য রমণী আমাকে বিবাহ ক'র্ত্তে ব্যস্ত! আমার পত্নী হবার জন্য কত রমণী কত কৌশল—কত চাতুরী ক'চ্ছে, তা আমি জানি! যাক্—জীবনটা এই ভাবেই কেটে যাক্! আত্মীয়শূন্য—স্বজনবিরহিত—শূন্যময় সংসারে শূন্য-হৃদয় নিয়ে এ পাপ দেহের অবসান হোক্, তবু জেনে শুনে রমণীর সুখের বন্দরে আশ্রয় গ্রহণ ক'র্ত্তে গিয়ে—অকূল-সাগরে ঝাঁপ দোবোনা। কায়মনে ধর্ম্ম, পুণ্য, পবিত্রতা—রমণীশাস্ত্রে নাই! কিন্তু এ কি দেখ্লুম? এই মার্সিয়া—এই ক্রিশ্চান রমণী মার্সিয়া—সত্যই কি আমার সে ধারণা অন্য পথে ফিরিয়ে দিলে? মার্সিয়া! মার্সিয়া! স্বর্গের কুসুম—পবিত্র দেব-পূজোপযোগী নির্ম্মল কুসুম মার্সিয়া!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথের অপরাংশ।

[সজ্জিত তাঞ্জামে চারিজন নিগ্রোর স্কন্ধে বেরেণিস অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় প্রবেশ করিল; তাহার পার্শ্বে যোদ্ধ,সাজে মিতেলাস; তাহার পশ্চাতে দুইজন ক্রীতদাসী]

বেরে। (নেপথ্যে দর্শন করিয়া) সবুর!

[বাহকগণ ভূতলে তাঞ্জাম রাখিল]

[মার্কাসের প্রবেশ]

বেরে। হেইল্ মার্কাস্ সাহেব! (মার্কাস্কে বাম হস্ত বাড়াইয়া দিল)

মার্ক। হেইল্ বিবিসাহেব! (বেরেণিসের অঙ্গুলি চুম্বন)

মিতে। হেইল্ মার্কাস!

বেরে। আজকালের সংবাদ কি মার্কাস্!

মার্ক। সংবাদ এই যে বেরেণিস্—সেই বেরেণিস্ই আছে!

বেরে। সেটা কি একটা প্রশংসাবাদ?

মার্ক। প্রশংসাবাদ নয়? যদি বলি সূর্য্য সেই সূর্য্যই আছে,—তাহ'লে তার চেয়ে আর কোন ভাষায় কি তার আলোকের অধিক প্রশংসা করা যায়? যদি বলি গোলাপ গোলাপই আছে, এর বেশী তার মধুরত্বের আর কি প্রশংসা হ'তে পারে! সুতরাং যদি বলি বেরেণিস্ এখনও বেরেণিস্ই আছে,—তাহ'লে বেরেণিস্কে এ অপেক্ষা আর কি অধিক প্রশংসা ক'র্ত্তে পারি? কি বল— মিতেলাস!

মিতে। মার্জ্জনা কর মার্কাস্—আমি কঠোরহৃদয় সৈনিক; কথার চাতুরিকৌশলে মোটেই অভ্যস্ত নই। আমি কেবল হুকুম দিতে পারি, আর হুকুম তামিল ক'র্ত্তে পারি। আমি স্ত্রীলোকের জন্য তরবারি নিয়ে যুদ্ধ কাটাকাটি ক'র্ত্তে পারি, কিন্তু রসের কথা কাটাকাটি ক'র্ত্তে পারিনা।

বেরে। চুপ্ ক'রে থাক মিতেলাস! মার্কাস সাহেব! আমার সম্মান রক্ষা ক'র্ব্বে কি?

মার্ক। কিসে বল।

বেরে। একটু আমার বাড়ী পর্য্যন্ত হেঁপাজাত করে—

মার্ক। তোমার হেঁপাজাত ক'র্ব্বার তো বিস্তর লোক র'য়েছে বিবি!

বেরে। ভাল,—আজ একবার আমার সঙ্গে দেখা ক'র্ব্বে?

মার্ক। আজ আমি রাজকার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত। বড় দুঃখিত হ'লুম বেরেণিস্,—আজ আমি এ আনন্দ উপভোগ ক'র্ত্তে পার্ব্বনা!

বেরে। তবে—কাল?

মার্ক। কাল আমি কতকগুলি বন্ধুকে ভোজের নিমন্ত্রণ ক'রেছি!

বেরে। বন্ধুকে নিমন্ত্রণ ক'রেছ, আর আমায় বাদ দিয়েছ? কাজটা কি ভাল হ'য়েছে?

মার্ক। কেবল পুরুষদের জন্য আয়োজন ক'রেছি—

বেরে। কোনও স্ত্রীলোক থাকবে না?

মার্ক। যথার্থ ব'ল্‌ছি—কোনও স্ত্রীলোককে নিমন্ত্রণ ক'রিনি!

বেরে। তাহ'লে নিমন্ত্রণ একেবারে স্ত্রীলোকবর্জ্জিত?

মার্ক। অনেকটা তাই বটে,—জনকতক নর্ত্তকী গায়িকা থাকতে পারে মাত্র।

[গ্রাব্‌রিওর প্রবেশ]

গ্রাব্‌। (স্ব) কে কাকে ধ'রেছে বাবা! মেয়েমানুষ কাঁচপোকা ধ'রেছে,– না—কাঁচপোকা মেয়েমানুষ ধ'রেছে!

বেরে। এটুকু বিশ্বাস করি—মার্কাস্‌ কখনো মিথ্যা কথা বলে না! সে তার পাপ পর্য্যন্ত গোপন করে না!

মার্ক। ভালবাসা কি পাপ?

বেরে। ভালবাসা? এর মধ্যে ভালবাসার কথা হঠাৎ কিসে এল মার্কাস্‌? ভালবাসা? মার্কাস্‌! তুমি কি ভালবাসা ব'লে কোন জিনিষ আছে—তা জান?

মার্ক। জানি। নিশ্চয় জানি!

বেরে। তোমার কি হৃদয় আছে মার্কাস্‌?

গ্রা। হৃদয়? আমাকে জিজ্ঞাসা কর বিবিসাহেব—আমি সাফ্‌ সাফ্‌ বলে দিচ্ছি! ঐ এঁটেল মাটীর ভেতর কেবল করাতের গুঁড়ো—আর ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলি আছে—ঘণ্টাখানেক আগে পর্য্যন্ত তাই জান্‌তুম্‌! কিন্তু ঐ যে হৃদয়ের কথা বল্লে,– ঘণ্টাখানেক হ'ল দেখ্‌ছি যে ঐ বার্ণিস করা এঁটেল মাটীর মধ্যে আছে—আছে বিবি—নেড়েচেড়ে দেখ—বেশ পরিপাটী রকমের একটী দয়াময় হৃদয় আছে! উঃ—সেই ঝক্‌ঝকে টক্‌টকে চেহারাখানী দেখে নেড়ী কুত্তো–শেয়ালের দলগুলো কি রকম ভেকো বনে গেল!

বেরে। কি ব'ল্‌ছ গ্রাব্‌রিও? আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা!

গ্রা। পাচ্ছনা? বল কি বিবি– খুব সোজা সোজা কথা গুলো,—এর

কোন্‌টা বুঝ্‌লেনা বল দিকি! ক্রিশ্চানদের খাসা টুক্‌টুকে ছুঁড়ী—কালো কালো মজাদার কেয়া আঁখিরে! মার্কাস্ সাহেব বাঁচিয়ে দিলে—খুব বাহাদুরি ক'রে! আহা—কি চমৎকার চেহারাই ছুঁড়ী দেখিয়ে গেল! একটা রূপসী মেয়েমানুষ বল্‌তে হবে বৈকি!

বেরে। ক্রিশ্চান? রূপসী? কি এ বলে মার্কাস্?

মার্ক। দিনরাত্রি মদ্যপান ক'রে ওর কি মাথার ঠিক্ আছে? যা মুখে আস্‌ছে তাই ব'ল্‌ছে!

গ্লাব্। বটে? তাই নাকি? ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই যে বেড়ে রোসে উঠেছ মার্কাস সাহেব! মদ খেয়ে তো আমার মাথার ঠিক নেই! তোমার মাথাটা একবার নাড়া দিয়ে দেখ দিকি—ঠিক আছে—না—নুইয়ে প'ড়েছে! এই—এই—এসেছে! আমার প্রেম-সোহাগী—পিলেরুগী ফিলোডিমাস্ মস্ মস্ কর্ত্তে কর্ত্তে ঐ এসে পড়েছে—

[ফিলোডিমাসের প্রবেশ]

ফিলো। একি গ্লাব্‌রিও? খেতে খেতে হঠাৎ বেরিয়ে চলে এলে যে?

গ্লাব। একটু হাওয়া খেয়ে মুখ বদ্‌লে নিতে এসেছি বাবা! আচ্ছা ফিলোডিমাস! ধর্ম্মকথা বলতো বাবা,—চাঁদমুখের জোরে কি রকম সেই ছুঁড়ী সকলকে আজ ঘাইল্ ক'ল্লে?

ফি। নিশ্চয়।

বেরে। কার চাঁদ মুখ ফিলোডিমাস্? কোন ক্রিশ্চানের নাকি?

গ্লাব্। ধরেছে—বিবি—ঠিক ধরেছে—

মার্ক। যথেষ্ট হ'য়েছে—গ্লাব্‌রিও! রসিকতার চূড়ান্ত হ'য়েছে!

"মদ" খাওয়া মন্দ নয়,—কিন্তু "মদে" খেলেই সর্ব্বনাশ! যাও গ্লাব্‌রিও—গৃহে গিয়ে বিশ্রাম করগে! ফিলোডিমাস! তোমার বন্ধুকে হাত ধরে সন্তর্পণে গৃহে নিয়ে যাও!

ফিলো। চল গ্লাব্‌রিও—বাড়ী যাই—

গ্লাব্। তুই গাধা আমাকে বাড়ী নিয়ে যাবি কিরে? তুই কি মাতাল হয়েছিস্—না—আমার মতন মদ খেয়েছিস যে আমাকে সাম্‌লে বাড়ী নিয়ে যাবি? মাতালকে মাতাল না হ'লে কার বাবার সাধ্যি সাম্‌লায়? দুইজনেই সমান তালে তালে পা ফেল্‌বো—ঢল্‌ব—পোড়বো—উঠবো—গড়াব—তবে তো ঠিকানায় পৌঁছুবো!

ফিলো। চল্—চল্—এখানে গোলমাল করেনা!

গ্লাব। গোলমাল কি? সেই টুক্‌টুকে চেহারা—কাল কাল চোক্ দুটী—সেই ক্রিশ্চান ছুঁড়ী—তাকে আর একবার আমি দেখ্‌ব বাবা—

ফি। চল্—বাড়ী গিয়ে দেখ্‌বি—

গ্লাব। তাতো দেখ্‌ব! বুঝ্‌লে বেরেণিস্ বিবি—সেই ক্রিশ্চান ছুঁড়ীটা—

[মার্কাসের ফিলোডিমাস্‌কে ইঙ্গিত করণ]

ফি। (গ্লাব্‌রিওকে ধাক্কা দিয়া) আবার মাতলামো সুরু কল্লি?

গ্লাব। কি বাবা! রদ্দা ঝাড়ছ? মাতাল পেয়েছ আমাকে? চল্ শালা—তোর কোন্ বাবার বাড়ী যাবি চ—ল্—

[গ্লাব্‌রিওকে লইয়া ফিলোডিমাসের প্রস্থান।

বেরে। ওর স্পষ্ট কথায় তোমার কি ভয় হ'চ্ছিল?

। অনেকক্ষণ ধরেই তো স্পষ্ট কথা কইলে,—তাতে আমার ভয় কর্ব্বার কি আছে বেরেণিস ?

। সেই ক্রিশ্চান রূপসীর সম্বন্ধে যা বল্লে—সেকি সত্য ?

। সে বালিকা যে ক্রিশ্চান—সে সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ নেই। একটী অসহায়া বালিকা—আর একটী বৃদ্ধ হঠাৎ পথের মাঝে উন্মত্ত নাগরিকগণের দ্বারায় উৎপীড়িত হ'চ্ছিল দেখে—আমার সৈন্যসামন্তেরা তাদের রক্ষা করে। আসল কথা এই। গ্লাবরিও সেই সব গোলোযোগের সময় সেখানে উপস্থিত ছিল বটে, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কি—তা ঠিক উপলব্ধি কর্ত্তে পারে নি। ওর মতন অবস্থায় কেউ কোন বিষয়ই ঠিক উপলব্ধি কর্ত্তে পারে না।

। কিন্তু সুরাপান কল্লে লোকে সত্য কথাই কয়—মার্কাস !

হতে পারে। কিন্তু এটাও বোধ হয় খুব ভালরকম জান যে—"মদ পেটে প'ড়্লে—বুদ্ধিশুদ্ধি ঘটে থাকে না!" (স্বগত) মার্সিয়া! মার্সিয়া! তুমি ক্রিশ্চান হও—আর যাই হও,—সকল বিপদ মাথায় করে, সমস্ত সংসার এক দিকে রেখে, তোমাকে আমি রক্ষা কর্ব্বো! কেউ আমাকে বাধা দিতে পার্ব্বে না!

। কিসের এত চিন্তা মার্কাস্ ? কেনই বা এমন নীরব—নিথর—গম্ভীর ভাব!

[টিজেলিনাস্ এবং সৈন্যগণের প্রবেশ]

এই যে মার্কাস সাহেব! আপনি এখানে ? হেইল্ মার্কাস্!

হেইল্ টিজেলিনাস্!

টিজে। হেইল্ বিবি! হেইল্ মিতেলাস্! (মার্কাসের প্রতি) আমি আপনারই সন্ধানে যাচ্ছিলুম! সম্রাট্ আপনাকে অভিনন্দন জানিয়ে এই পরোয়ানা দিয়ে পাঠিয়েছেন!

মার্ক। পরোয়ানা কি জরুরি?

টিজে। খুবই জরুরি।

মার্ক। মাপ করো বিবি! একটু অবসর গ্রহণ ক'চ্ছি—

[পরোয়ানা পাঠ]

বেরে। (টিজেলিনাসের প্রতি) তোমার সংবাদে সদাশয় মার্কাস যেন একটু ব্যথিত মনে হ'চ্ছে!

টিজে। ব্যথিত হবার কোন কারণ নেই! পরোয়ানার মর্ম্ম আর কিছুই নয়,—যেমন ক'রেই হোক্—এই সমস্ত সয়তান ক্রিশ্চানদের সমূলে উচ্ছেদ কর্ত্তে হবে। এই বিশেষ কার্য্যের ভার মার্কাস সাহেবের প্রতিই অর্পিত হ'য়েছে!

বেরে। ক্রিশ্চানদের সমূলে উচ্ছেদ?

টিজে। হ্যাঁ—বিবি! তাদেরই সম্প্রদায়ের জনকতক বিশ্বাসঘাতক এসে সম্রাট্‌কে সংবাদ দিয়েছে যে, তা'রা সম্রাট্‌কে হত্যা কর্ব্বার ষড়যন্ত্র ক'চ্ছে। সম্রাট্ তাই শুনে হুকুম দিয়েছেন,—যে ব্যক্তি এই সকল ক্রিশ্চানদের সঙ্গে একত্রে উপাসনা ক'র্ব্বে, কিম্বা কোন রকমে তাদের সাহায্য ক'র্ব্বে, ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে তাদের প্রাণদণ্ড হবে!

বেরে। ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে প্রাণদণ্ড?

মার্ক। টিজেলিনাস! আমি সম্রাটের পরোয়ানা সম্মানের সহিত শিরোধার্য্য ক'ল্লেম।

টিজে। এবং সম্রাটের আদেশ পালন ক'র্ত্তেও বোধ হয় প্রস্তুত হলেন!

সে বিষয় কি তুমি সন্দেহ করো নাকি ?

বেরেনিস্ বিবি ! তুমি কি বাড়ীর দিকে যাচ্ছ ? চল—আমি তোমার দলের সঙ্গে যাই !

সচ্ছন্দে ! তাহ'লে বিদায় মার্কাস্ ! সম্রাট্ নেরো যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য কার্য্যের ভার অর্পণ ক'রেছেন। ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে ক্রিশ্চানদের হত্যা,—স্ত্রীপুরুষ অবিচারে ! সুন্দর পরোয়ানা,—সময়ের উপযোগী আদেশপত্র ! আসি মার্কাস,—বিদায় !

[মার্কাস্ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(পরোয়ানাপাঠ) "আবালবৃদ্ধবনিতা রুগ্ন শোকার্ত্ত কাহাকেও ক্ষমা করিবে না ! সকলকে হত্যা করিবে ! তোমাকে এ সম্বন্ধে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হইল ! তোমার জীবনের শপথ,—তুমি সম্পূর্ণরূপে আমার বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত হইয়া অক্ষরে অক্ষরে আমার আদেশ পালন করিবে !" কি ভয়ানক ! সম্রাটের এই ভীষণ আদেশপালনে আমাকে বিশ্বাসের কার্য্য ক'র্ত্তে হবে ! সেই সরলা বালিকা মার্সিয়া,—সেও না ক্রিশ্চান ?

[ভিটুরিয়াসের প্রবেশ]

প্রভু ! সেই সুন্দরী—

মার্সিয়া ?

হ্যাঁ প্রভু ! আপনার আদেশমত আমি সেই বাড়ীটায় এতক্ষণ চৌকী দিচ্ছিলুম্ ! কিছুক্ষণ পরে দেখি,—খুব সন্তর্পণে দরজা খুলে—একটী বালক সেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে—সাবধানে রাস্তার এধার ওধার একবার দেখে নিলে ! আমার দিকে না দেখে সে বালক ইসারা ক'র্ত্তেই—ঐ সুন্দরী মাথায় অব-

গুণ্ঠন দিয়ে—বাড়ী থেকে বেরিয়ে সেই বালকের সঙ্গে এই দিকে চ'ল্‌তে লাগ্‌ল! আমি তাড়াতাড়ী আপনাকে সংবাদ দিতে ছুটে চ'লে এলুম! ঐ দেখুন—তা'রা আস্‌ছে!

মার্ক। চল—আমরা একটু অন্তরালে যাই।

[উভয়ের অন্তরালে অবস্থান]

[মার্সিয়া ও ষ্টিফেনাসের প্রবেশ]

মার্সি। এতক্ষণে আমি নিরাপদ হ'লুম! তুমি এইবার ফাভিয়াসের কাছে ফিরে যাও ভাই!

ষ্টি। না মার্সিয়া—তুমি যতক্ষণ না তোমার বাড়ীতে পৌঁছুবে, আমি ততক্ষণ তোমায় ছেড়ে যাবনা! তোমার পক্ষে রাস্তা বড় নিরাপদ নয়!

[মার্কাস ও ভিটুরিয়াসের পুনঃ প্রবেশ]

মার্ক। না—নিশ্চয়ই নয়! তোমারও পক্ষে নয় বালক!

ষ্টি। আমি আমার জন্যে ভয় করি না; আমার ভাবনা এই ভগ্নীর জন্যে!

মার্সি। এস ষ্টিফেনাস্‌—আমরা যাই।

মার্ক। চল সুন্দরী—আমি তোমাকে রেখে আসি। রোমের রাস্তায় এই ক্ষুদ্র বালক তোমার রক্ষক হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয়!

মার্সি। না মহাশয়—আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি! আমি আপনার সাহায্য চাইনা।

মার্ক। তুমি কি আমাকে ভয় ক'চ্ছ সুন্দরি?

মার্সি। আপনার সংসর্গে আস্‌তে আমায় মানা ক'রেছেন!

কে ? সেই বৃদ্ধ ফাভিয়াস্ ?

তিনি এবং অন্যান্য লোকেরাও মানা ক'রেছেন।

কেন ? আমার কি কোন দুর্নাম আছে ?

হ্যাঁ।

আশ্চর্য্য কি ? হয় তো সে দুর্নামের আমি যোগ্য,—আবার হয়তো তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন—মিথ্যা ! শোন সুন্দরি ! সংসারে সুনাম—দুর্নামে আর আমার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই ! শুধু তাই নয়,—এ দুনিয়ার কোন জিনিষে আমার স্পৃহা অনেক দিন থেকেই নেই ! কেবল এই কলুষপূর্ণ পৃথিবীতে একটা জিনিষে যথার্থ এখনও আমার আকাঙ্ক্ষা আছে,—যথার্থই একটা জিনিষ্ আমি পেতে ইচ্ছা করি ! ব'ল্‌তে পার সুন্দরি—সে কি জিনিষ ?

। না মহাশয়,—আমি জানি না ! দয়া ক'রে আমাকে যেতে দিন !

তোমাকে মিনতি ক'চ্ছি সুন্দরি—আমাকে তোমার সঙ্গে যেতে দাও। এমন অমূল্য রত্ন—এমন দেবদুর্লভ জিনিষ অরক্ষিত থাক্‌বে,—এ আমি কোন্ প্রাণে সহ্য ক'র্ব্ব বিবি ?

। না—আমি একা যাব।

[টিজেলিনাস ও সারভিলাসের প্রবেশ]

প্রভু। এই সেই সুন্দরী !

। প্রতিনিধি সাহেব ! কে এ রমণী ?

। এ স্ত্রীলোকের নাম মার্সিয়া।

টিজে। গুপ্তচর এই সারভিলাস ব'লছে—ও ক্রিশ্চান! যদি তাই হয়, আপনার কর্ত্তব্য ওকে বন্দিনী করা!

মার্ক। টিজেলিনাস্! স্থির জেনো,—সম্রাটের প্রতি আমার কি কর্ত্তব্য এবং আমার নিজের প্রতিও আমার কি কর্ত্তব্য,—আমি উত্তম-রূপে জানি! (ভিটুরিয়াসের প্রতি) ভিটুরিয়াস্! যাও,—এই যুবতীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে—তুমি একে ওর বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে এস।

টিজে। একটু সাবধান হ'য়ে কার্য্য ক'র্ব্বেন মার্কাস সাহেব! যদি আপনি সম্রাট্ সিজারের আদেশ অগ্রাহ্য করেন—

মার্ক। থাক্—যথেষ্ট হ'য়েছে! ভিটুরিয়াস! এই যুবতীর নিরাপদে গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনের জন্য তুমিই একমাত্র দায়ী! যাও! বিদায় সুন্দরী—

[ভিটুরিয়াসের সহিত মার্সিয়া এবং ষ্টিফেনাসের ধীরে ধীরে প্রস্থান।

[টিজেলিনাস ও সারভিলাস মন্ত্রমুগ্ধবৎ চাহিয়া রহিল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ফাভিয়াসের গৃহ।

[ছোট টেবিলের উপর একটী বাতি মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে; তাহার পার্শ্বে চৌকীতে বৃদ্ধ ফাভিয়াস উপবিষ্ট; পার্শ্বে টিটস দণ্ডায়মান। জানু পাতিয়া বালক ষ্টিফেনাস ভূতলে উপবিষ্ট]

। মার্কাস তাঁর সৈন্যসামন্তকে তোমাদের সঙ্গে যেতে আদেশ ক'ল্লেন?

হ্যাঁ।

মার্সিয়ার সঙ্গে তাঁর কথাবার্ত্তা হ'য়েছিল?

দুটো চারটে কথা হ'য়েছিল।

যে সব কথা তুমি এইমাত্র ব'ল্লে?

হ্যাঁ।

টিজেলিনাস কিম্বা সেই গুপ্তচরকে আর তুমি দেখনি?

না।

ষ্টিফেনাস! তুমি বয়সে বালক হ'লেও খুব চতুর বটে! কিন্তু, ভালমন্দ বোঝ্‌বার তোমার যথেষ্ট বুদ্ধি আছে কি?

হ্যাঁ প্রভু! আছে!

তুমি মার্সিয়াকে ভালবাস?

ষ্টি। আমি মার্সিয়াকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসি।

ফা। ষ্টিফেনাস্! মার্সিয়ার বড় বিপদ! স্থির হ'য়ে শোন; এই মার্কাস, সম্রাট্ নেরোর প্রতিনিধি,—রোমের একজন প্রবল প্রতাপশালী—অর্থবলে লোকবলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনবান্ ব্যক্তি,—মার্সিয়াকে নিপাত ক'র্ত্তে চায়! মার্কাস এখনও জানেনা যে, মার্সিয়া ক্রিশ্চান,—কিন্তু তাকে সন্দেহ ক'রেছে! তোমাকে মার্সিয়ার সঙ্গে যখন দেখেছে,—তখন তোমাকেও বোধ হয় গ্রেপ্তার ক'রতে পারে। তা'রা নিশ্চয়ই মনে ভাব্ছে, তুমি ক্ষুদ্র বালক, তোমাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেলেই তুমি মার্সিয়াকে এবং আমাদের নিশ্চয়ই দায়ে প'ড়ে ধরিয়ে দিতে বাধ্য হবে!

ষ্টি। আমি আপনাদের ধরিয়ে দোবো? আমি মার্সিয়ার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ক'র্ব্ব? না প্রভু—কখনই না!

ফা। ষ্টিফেনাস্! বৎস! জান,—ত্রাণকর্ত্তা তোমার জন্য কি ক'রেছিলেন?

ষ্টি। তিনি আমার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন!

টি। তাহ'লে যদি তুমি তাঁরই কোন অতি নগণ্য সন্তানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কর, সে বিশ্বাসঘাতকতা তাঁরও সঙ্গে করা হবে!

ষ্টি। আমি জানি।

টি। তাহ'লে তুমি বিশ্বাসী হ'য়ে থাক্‌বে?

ষ্টি। আমরণ অটল বিশ্বাসী হ'য়ে থাক্‌ব!

ফা। বেশ। এখন তুমি এক কার্য্য কর। যত শীঘ্র পার—একবার আমাদের প্রিয়বন্ধু মেলসের কাছে যাও। গিয়ে তাকে বলগে যে, আজ রাত্রি দশটার সময় সমস্ত ক্রিশ্চান ভ্রাতৃগণ সেষ্টিয়ান্

সেতুর সংলগ্ন কুঞ্জবনে সমবেত হবেন; সেখানে তাঁর উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়! বৎস! খুব সাবধানে—দৃঢ় বিশ্বাসে কার্য্য কোরো! গুপ্তপথ ধ'রে যাও, দেখো,—কেউ যেন তোমার অনুসরণ না করে, কিম্বা তোমার গতিবিধি লক্ষ্য না করে! যাও,—কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি—আমাদের প্রভুর দেবাত্মা অনুক্ষণ তোমার নিকটে থেকে তোমাকে রক্ষা ক'রুন!

চ'ল্লুম গুরুদেব! আশীর্ব্বাদ ক'রুন।

[অভিবাদন করিয়া দ্বার খুলিয়া ষ্টিফেনাসের প্রস্থান।

[ফ্লাভিয়াসের দ্বার অর্গলবদ্ধকরণ]

বালক খুব বিশ্বাসী এবং সাহসী বটে!

তা হোক্—তবু বয়সে বালক! এ রকম গুরুতর দৌত্যকার্য্যে আপনি বালক নিযুক্ত ক'ল্লেন কেন?

কারণ,—বালক ব'লে সম্ভবতঃ কেউ ওকে সন্দেহ বা ওর অনুসরণ ক'র্ব্বেনা! মার্সিয়ার সঙ্গে ছাড়া আজ পর্য্যন্ত কেউ ওকে কখন কোন ক্রিশ্চান ভ্রাতার সঙ্গে দেখেনি!

তা যখন মার্সিয়ার সঙ্গে ওকে দেখেছে, আমার পরামর্শ শুনুন,—ওকে ছেড়ে আর কোন লোককে এ সব সংবাদ দেওয়া-নেওয়া কার্য্যের জন্য ঠিক ক'রুন।

আজ রাত্রি কাটুক—তার পর অন্য ব্যবস্থা ক'র্ব্ব।

[নেপথ্যে মার্সিয়া। বাবা! শীগ্‌গির দরজা খুলুন—শীগ্‌গির!]

[ফাভিয়াস্‌কর্ত্তৃক দ্বার উন্মোচন এবং অবগুণ্ঠনবতী
মাসিয়ার প্রবেশ]

ফা। কি মা—কি হ'য়েছে ?

মার্সি। বাবা ! শত্রু আমাদের পাছু নিয়েছে !

ফা। পাছু নিয়েছে ? কে শত্রু ?

মার্সি। তা জানিনা। যখন আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসি, তখন দেখি, একটা থামের আড়াল থেকে একজন লোক নিজের মুখ আবৃত ক'রে আমার পেছনে পেছনে আস্‌তে লাগ্‌ল। আমি এদিক সেদিক অনেক ঘুরে ফিরে তাঁর দৃষ্টির অন্তরাল হবার চেষ্টা কল্লুম,—কিন্তু পাল্লুম না। শেষে আমি একটা বাড়ীর দরজার আড়ালে খানিকক্ষণ লুকিয়ে থাকৃতেই—দেখ্‌লুম, সে লোকটা আমার সাম্‌নে দিয়ে চ'লে গেল। যখন আর তাকে দেখা গেল না, তখন আমি ছুটে এখানে পালিয়ে এলুম।

ফা। সে তোমাকে এখানে প্রবেশ ক'র্ত্তে দেখেনি ?

মার্সি। আমার বোধ হয়—দেখেনি !

ফা। দেখ্‌ছ টিটস্‌—এই রোমরাজ্যে ক্রিশ্চানসম্প্রদায়ের কি ভয়ানক অবস্থা ! পশুর ন্যায় হত্যা ক'রছে—বৃদ্ধ বালক স্ত্রীলোক মান্‌ছে না ! গত উৎসবে রঙ্গস্থলে সম্রাট্‌ নেরো যুবতী রমণী-গণকে ধ'রে এনে ক্ষুধার্ত্ত বাঘের মুখে ফেলে দিয়ে পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ ক'ল্লেন ! সে কি ভীষণ দৃশ্য ! এখনও মনে হ'লে শরীর কণ্টকিত হ'য়ে ওঠে ! বৃদ্ধ শক্তিহীন ক্রিশ্চানদের সম্রাট্‌ আদেশ ক'ল্লেন,—তাঁর শিক্ষিত বলবান্‌ মল্লদের সঙ্গে

অসিক্রীড়া ক'র্ত্তে! বৃদ্ধেরা অসম্মত হ'য়ে যখন অস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়ালেন, সম্রাট্ নিঃসঙ্কোচে তাঁদের হত্যা ক'র্ত্তে মল্লগণকে আদেশ ক'ল্লেন! ধর্ম্মপ্রাণ বৃদ্ধ ক্রিশ্চান তাঁদের হত্যাকারীদের মুক্তির জন্য প্রার্থনা ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'ল্লেন। যাঁরা ক্রিশ্চানধর্ম্ম ত্যাগ ক'র্ত্তে সম্মত হন্‌নি,—তাঁদের সর্ব্বাঙ্গে আলকাত্‌রা মাখিয়ে উচ্চকাষ্ঠ-দণ্ডের অগ্রভাগে বন্ধন ক'রে—মশালের মতন তাঁদের অগ্নিতে দগ্ধ ক'ল্লেন! হায়! ধর্ম্মের জন্য এত নির্য্যাতন সহ্য কর্ত্তে হ'চ্ছে!

টি। দুঃখ কর্ব্বেন না প্রভু! এই নির্য্যাতনের পরিণাম সমগ্র পৃথিবীর ক্রিশ্চানধর্ম্মাবলম্বীগণের পক্ষে বড় মঙ্গলজনক হবে! এই সমস্ত পুণ্যাত্মা মহাপুরুষগণের শোণিতে কলুষিত ধরণী পবিত্র হ'য়ে ভবিষ্যতে ক্রিশ্চান সন্তানসন্ততিগণের স্বর্গের ন্যায় সুখের স্থান হবে!

[নেপথ্যে—দ্বারে করাঘাত]

ফাভি। কেও?

[নেপথ্যে। দ্বার খুলে একবার দেখুন!]

ফা। কি চাও তুমি?

[নেপথ্যে। ফাভিয়াসের সঙ্গে দুটো কথা কইতে চাই!]

ফা। তুমি কি আমার পরিচিত?

[নেপথ্যে। একবার দ্বার খুলে দেখুন না!]

টি। এ কণ্ঠস্বর কি আপনি চিন্‌তে পাচ্ছেন?

মার্সি। আমার যেন মনে হ'চ্ছে—সেই!

[নেপথ্যে—সজোরে দ্বারে আঘাত]

টি। একবার দ্বার খুলে না হয় দেখাই যাক্ !

ফা। আচ্ছা দেখা যাক্। মাসিয়া—তুমি ভিতরে যাও।

মার্সি। যাই—বাবা—

[মাসিয়ার প্রস্থান।

[ফাভিয়াসকর্ত্তৃক দ্বার উন্মোচন]

[আপাদমস্তক ঢাকিয়া জনৈক বৃদ্ধের প্রবেশ]

বৃদ্ধ। মহাত্মা ফাভিয়াস্ ! আপনাকে অভিবাদন করি।

ফা। কে আপনি ?

বৃদ্ধ। আপনার সঙ্গে (টিটস্‌কে দেখাইয়া) ও ব্যক্তি কে ?

ফা। আমারই একজন বন্ধু।

বৃদ্ধ। উনি কি রোমনিবাসী ?

টি। না।

বৃদ্ধ। (ফাভিয়সের প্রতি) আমি কি ওঁর সম্মুখে কথা কইতে পারি ?

ফা। কেন পার্ব্বেন না ?

বৃদ্ধ। পারি ?

ফা। হ্যাঁ—পারেন। কিন্তু—কে আপনি ?

বৃদ্ধ। আমার নাম টাইরস্। আমি টাইবার নদীর একজন সামান্য নৌকার মাঝি। বৃদ্ধ হ'য়েছি,—দেহে তিলমাত্র শক্তি নেই ; কাজেই কাজকর্ম্ম সব ত্যাগ কর্ত্তে হ'য়েছে।

ফা। বোসো বৃদ্ধ—এইখানে বোসো। এইবার বল—তোমার কি সংবাদ !

বৃদ্ধ। ক্রিশ্চান ব'লে আপনি আজ অভিযুক্ত হ'য়েছিলেন ?

ফা। হ্যাঁ—হয়েছিলুম।

বৃদ্ধ। সত্যই কি আপনি ক্রিশ্চান?

ফা। তোমার সে কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বার কি অধিকার আছে?

বৃদ্ধ। অধিকার নাই; তবে আপনার সেবা কর্ব্বার ইচ্ছা আছে।

ফা। তুমি আমার কি সেবা ক'র্ব্বে?

বৃদ্ধ। আপনার পক্ষে এটা আশ্চর্য্য বোধ হ'তে পারে; কিন্তু আমি জানি,—এমন কতকগুলি লোক আছে—যারা মনে ক'ল্লে দেশের বড়লোকের উপর রীতিমত ক্ষমতা চালাতে পারে। আমি যে-সে বড়লোকের কথা ব'ল্ছি না; দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা যাঁরা,—এমন সমস্ত উচ্চপদস্থ লোক যথার্থই তাদের হাতের ভিতর আছে! আপনারা এটা জানেন কি না ব'ল্তে পারি না, এমন কতকগুলি লোক আছে—যারা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় সমগ্র ক্রিশ্চান জাতিকে ঘৃণা করে!

ফা। সে কথা সকলেই জানে!

বৃদ্ধ। আবার এমনও কতক লোক আছে,—যারা কোন দিকে দৃক্‌-পাত করে না, কেবল অবিচারে তাদের উপরওয়ালার আদেশ পালন করে মাত্র।

ফা। তারপর?

বৃদ্ধ। আরও কতকগুলি লোক আছে,—যারা সানন্দচিত্তে নিজে অপরাধী হ'য়েও ভ্রান্ত বা বিপথে চালিত নির্দ্দোষী লোকদের রক্ষা কর্ত্তে পশ্চাদ্‌পদ নয়।

ফা। তুমি এটা কি সম্বন্ধে ব'ল্ছ?

বৃদ্ধ। এই আধুনিক নূতন প্রণালীর উপাসনা,—এই বৈদেশিক কুসংস্কার সম্বন্ধেই আমি ব'ল্ছি,—বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না?

ফা। তুমি কি ব'ল্‌ছ জান ?

বৃদ্ধ। জানি বৈ কি। আমি জানি যে, এই সকল ক্রিশ্চানরা অদ্ভুত—নূতন রকমের দেবতার উপাসনা ক'চ্ছে এবং ভিঁতরে ভিতরে চেষ্টা ক'চ্ছে,—সম্রাট্ সিজারের সর্ব্বনাশ ক'র্ত্তে এবং তাঁর রাজ্য ধ্বংস ক'র্ত্তে।

ফা। আমি এ রকম কথা শুনিনি। শুনিছি এই ক্রিশ্চান সম্প্রদায় একেশ্বরবাদী; তা'রা একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান্ অনাদি অনন্ত জগদীশ্বরের উপাসনা করে! তা'রা কখনো কারও সর্ব্বনাশ কর্ব্বার চেষ্টা করে না! এমন নেরোর ন্যায় নরপিশাচ রাক্ষস,—যাকে আপনারা সম্রাট্ বলেন,—যার মুখ হ'তে দিবারাত্রি বিষময় দুর্ব্বাক্য—অশ্লীল কটুকথা নির্গত হ'চ্ছে,—ধার্ম্মিক সাধুগণকে নিহত কর্ব্বার জন্য—তাঁদের শোণিত দর্শন কর্ব্বার জন্য যে সয়তান দিবানিশি প্রস্তুত হ'য়ে রয়েছে,—যার রাজত্বে সমগ্র রোমসাম্রাজ্য একটা সুরাপায়ী লম্পটদের ক্রীড়াস্থল—নরকে পরিণত,— সেই মহাপাপী নেরোরও অমঙ্গল কামনা করে না। উৎসন্ন যাক্ সম্রাট্ নেরো—উৎসন্ন যাক্ তার রোমরাজ্য! ধর্ম্মের জয় হ'তে আর বড় বিলম্বও নেই! দেখ্‌বে, শীঘ্রই এ নরক স্বর্গে পরিণত হ'বে!

টি। (বাধা দিয়া) ভাই—

বৃদ্ধ। বৃদ্ধ! আপনার প্রাণে খুব সাহস দেখ্‌ছি। যে সব কথা বল্লেন, আমি ছাড়া যদি আর কারও কাণে প্রবেশ ক'রে থাকে, তাহ'লে আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকের প্রাণদণ্ড হবে! একটু সতর্ক হ'য়ে থাক্‌বেন!

ফা। সে যা হ'ক টাইরস্—এখন তোমার সংবাদ কি বল!

বৃদ্ধ। আমি বন্ধুভাবে আপনাকে সাবধান ক'রে দিতে এসেছি। গুপ্তচর আপনাকে লক্ষ্য ক'চ্ছে! টিজেলিনাস্ লিসিনিয়াস্ আপনাদের দুই মহাশত্রু, এদের সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকবেন; কারণ,—এরা আপনাদের এবং মার্সিয়া নাম্নী যুবতীকে হত্যা কর্ব্বার ষড়যন্ত্র ক'চ্ছে। লোকে যা বলে—যদি যথার্থই আপনি খ্রীষ্টের ভক্ত হন, সে নিরপরাধিনী যুবতীর প্রাণরক্ষার জন্য তাকে আপনি আপনার কাছ থেকে দূরে রাখুন। আমার ন্যায় আপনি বৃদ্ধ হ'য়েছেন, আপনারও দিন ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু সে হতভাগিনী যুবতী সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ ক'রেছে,—দুনিয়ার কোন সাধই তার পূর্ণ হয় নি। তার ক্ষুদ্র জীবন নিয়ে তাকে সুখে থাকতে অবসর দিন।

ফা। সুখ? "সুখ" কথাটার মানে তুমি জান? (নেপথ্যে চাহিয়া) মার্সিয়া!

[নেপথ্যে মার্সিয়া। বাবা!]

ফা। এদিকে এস।

[নেপথ্যে মার্সিয়া। যাই বাবা।]

[মার্সিয়ার প্রবেশ]

বৃদ্ধ। তোমায় অভিবাদন করি সুন্দরি!

ফা। মা! এই অপরিচিত বৃদ্ধের ইচ্ছা যে, তোমাকে আমি পরিত্যাগ করি।

মা। কেন বাবা?

ফা। যাতে তুমি পৃথিবীতে কিছু কাল বাস কর্ত্তে পার,—যে ভাবে পরমার্থজ্ঞানশূন্য লোকেরা বাস ক'চ্ছে। তুমি

কি মা সেই ভাবে জ্ঞানপথবিচ্যুত হ'য়ে পৃথিবীতে বাস ক'র্ত্তে চাও?

মা। না—বাবা—না!

ফা। এই বৃদ্ধ বলেন—তাতে সুখ আছে।

মার্সি। উনি জানেন না—তাই অমন কথা ব'লেছেন। হায় বৃদ্ধ! মদ্যপানে—মাংস আহারে স্বর্গসুখ উপভোগ হয় না! সততা, শান্তি এবং আনন্দই যথার্থ স্বর্গসুখ! (ফাভিয়াসের প্রতি) বাবা—বাবা! এই ব্যক্তিই আমার অনুসরণ ক'রেছিল! (সভয়ে অবস্থান)

টি। টাইরস! টাইবারের মাঝি! কেন তুমি এই যুবতীর অনুসরণ ক'রেছিলে?

মার্সি। কে টাইরস্? কে টাইবারের মাঝি? উনি মার্কাস সাহেব,—রোমের রাজপ্রতিনিধি!

ফা। সম্রাট্‌প্রতিনিধি মার্কাস্?

মার্সি। (বৃদ্ধের প্রতি) আপনি কি মার্কাস সাহেব নন?

বৃদ্ধ। (ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া) সুন্দরি! তোমার ঐ মনোহর নয়নযুগলের দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর বটে! সত্যই আমি মার্কাস্!

ফা। আমি ভেবেছিলুম—মার্কাস্ অর্থ দিয়ে গুপ্তচর নিযুক্ত ক'রে এই সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ ক'র্ব্বেন!

মার্ক। বৃদ্ধ! সত্যই মার্কাস্ তাই ক'র্ত্ত! কিন্তু এখানে এমন একজন আছে—যাকে সে নিজে একবার দেখ্‌তে চায়! যাকে একবার দেখবার জন্য সে অনেক কষ্ট সহ্য ক'র্ত্তে পারে। যা হোক্, টাইরসের কোনও অস্তিত্ব না থাকুক—মার্কাস কিন্তু পৃথিবীতে আছে,—তাকে পরম বন্ধু বলেই জান্‌বেন। কিন্তু দুঃখের

কথা কি ব'ল্‌ব,—তার প্রতি সম্রাট্ সিজারের কঠোর আদেশ এই যে, সমস্ত ক্রিশ্চানদের (স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বালিকা অবিচারে) সমূলে উচ্ছেদ ক'র্ত্তে হ'বে। আপাততঃ আপনাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই। যেন কোনও প্রমাণ না—ও থাকে; কারণ, যতদিন সিজার জীবিত থাক্‌বেন,—আমি তাঁর আদেশ পালন ক'র্ব্ব। সুন্দরি! তোমার জন্য আমি যথাসাধ্য ক'র্ব্ব বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার কর্ত্তব্য আমায় অবশ্যই পালন ক'র্ত্তে হবে। তাই ব'ল্‌ছি,—সময় থাক্‌তে থাক্‌তে আপনারা সতর্ক হোন।

[দ্বারে করাঘাত]

ফা। কে তুমি?

[নেপথ্যে। আপনার বন্ধু—মেলস্!] (ফাভিয়াসকর্ত্তৃক দ্বার উন্মোচন এবং মেলসের প্রবেশ)

ফা। এস—মেলস্!

মেলস। সর্ব্বনাশ! লিসিনিয়াস্ ষ্টিফেনাস্‌কে গ্রেপ্তার ক'রেছে!

মার্সি। ষ্টিফেনাস্‌কে গ্রেপ্তার ক'রেছে?

মেলস। হঁ্যা—আর—(মার্কাস্‌কে দেখিয়া) ইনি কে?

মার্ক। মার্কাস্—রোম্‌সম্রাট্ প্রতিনিধি!

মেলস। উনি এখানে কি ক'চ্ছেন?

মার্ক। সে কথা পরে হবে। ষ্টিফেনাস্ কে? (মার্সিয়ার প্রতি) সেই বালকটী,—যাকে তোমার সঙ্গে দেখেছিলুম?

মার্সি। কি ব'ল্‌ব—সেই হতভাগাই বটে!

মার্ক। কখন গ্রেপ্তার ক'রেছে?

মেল। এই মাত্র।

মার্ক। লিসিনিয়াস্ নিজে গ্রেপ্তার ক'রেছে ?

মেল। আমি—আমি—

মার্ক। শীঘ্র বল—শীঘ্র বল—

মেল। হ্যাঁ।

মার্ক। কোথায় তা'রা তাকে নিয়ে গেল ?

মেল। এই জেলারই কয়েদে। আর—

মার্ক। আর কিছু ব'ল্‌তে হবে না। শুনুন আপনারা,—সে বালক যদি আপনাদের বিরুদ্ধে কোন কথা জানে, তাহ'লে আপনারা এখুনিই এ স্থান ত্যাগ ক'রে নগরে পালিয়ে যান। কারণ, তা'রা সে বালককে ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে সমস্ত কথা বা'র ক'রে নেবে। আমি লিসিনিয়াসের কাছে চল্লুম। আমি তাকে তা'র কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাঁধা দিতে পার্ব্বনা,—তবে যাতে বালক উদ্ধার পায়—সে বিষয় প্রাণপণে চেষ্টা ক'র্ব্ব। আমার কথা অগ্রাহ্য ক'র্ব্বেন না—বিদায়! সুন্দরি! আমাকে তোমার ভৃত্য ব'লে মনে কোরো!

[মার্কাসের প্রস্থান।

মার্সি। বাবা—বাবা—ষ্টিফেনাসের কি হ'ল বাবা? আমরা তাকে কোন রকমে সাহায্য ক'র্ত্তে পারি না ?

ফা। আমরা কেউ পারি না,—কেবল সেই একজন পারেন!

মার্সি। আমি যদি তা'র কাছে থাক্‌তুম—তাহ'লে তা'র কতকটা যন্ত্রণা কম হ'ত!

ফা। তোমার অন্য কাজ আছে মা! মার্সিয়া! আমরা সংকল্প ক'রে যে পথে সকলে চলেছি,—পথিমধ্যে চল্‌তে চল্‌তে

একজন পড়েছে বলে—আমরা নিজেদের গতিরোধ ক'র্ত্তে পারি না! তুমি কি ভয় পেয়েছ মা?

মার্সি। না—বাবা—আর ভয় ক'র্ব্ব না! প্রভু আমাকে যা ক'র্ত্তে আদেশ ক'র্ব্বেন—আমি তাই ক'র্ব্ব,—সে যত কঠিন—যত দুরূহই হোক্ না কেন! কর্ম্মপথে যখন পদার্পণ ক'রেছি—আর পাছু ফিরে দেখ্‌ব না।

ফা। যদি বিভীষিকাময় মৃত্যু তোমাকে গ্রাস ক'র্ত্তে আসে?

মার্সি। আসুক বিভীষিকাময় মৃত্যু আমায় গ্রাস ক'র্ত্তে! আমি সত্য-পথ হ'তে আর ফির্‌ব না!

ফা। চল—আমরা আপাততঃ এখান থেকে যাই! আমরা ভ্রাতৃগণকে আর অপেক্ষা ক'রিয়ে রাখ্‌তে পারি না। এতক্ষণে তা'রা সকলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হ'য়েছে; এস—আমরা তাদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে প্রার্থনা করি,—অথবা, প্রভুর যদি ইচ্ছা হয়, শত্রুহস্তে নির্য্যাতন ভোগ করি। যদিও আমরা চতুর্দ্দিকে শত্রুবেষ্টিত,—দয়াময় প্রভু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বেন! এবং যদি আমরা কোনও কারণে অধঃপতিত হই—তিনিই আমাদের উদ্ধার ক'র্ব্বেন!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

জেলখানার একটী কক্ষ।

[টিজেলিনাস্—লিসিনিয়াস্ চেয়ারে উপবিষ্ট। একপার্শ্বে চৌকিদারগণ এবং সম্মুখে সারভিলাস্ দণ্ডায়মান]

টিজে। তারপর ?

সার। আমি বরাবর ওর পাছু নিয়েছিলুম। খানিকটা পথ গিয়ে মেলসের সঙ্গে ওর দেখা হ'ল। ছোঁড়া তাকে ব'ল্‌লে শুন্‌লুম, "আজ রাত্রিতে ভ্রাতৃগণ সব সমবেত হবে,"—তারপর আমাকে দেখেই একেবারে চুপ ক'ল্লে! আমি নগরপাল সাহেবকে সেই খবর দিতে এখানে চ'লে এলুম।

টিজে। (লিসিনিয়াসের) তাকে পরীক্ষা ক'রে দেখেছ ?

লি। না।

টিজে। (চৌকিদারগণকে) যাও—তাকে আমাদের সাম্‌নে নিয়ে এস।

[চৌকীদারগণের প্রস্থান।

টিজে। বালকটাকে ভয় দেখিয়ে সব কবুল করাতে হবে। এই মার্সিয়া ছুঁড়িটাকে পেলে আমাদের অনেক উপকারে লাগে।

[ষ্টিফেনাস্‌কে টানিয়া লইয়া চৌকীদারগণের এবং তাহার পশ্চাতে কোড়া হস্তে জেলরক্ষকের প্রবেশ]

টিজে। তোমার নাম কি বালক ?

ষ্টি। ষ্টিফেনাস্!

টিজে। তুমি কি ক্রিশ্চান্?

ষ্টি। আমি—আমি—আমি আমার প্রভুর সেবা করি।

টিজে। তিনি কোথায় থাকেন?

ষ্টি। পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে।

লি। সোজা জবাব দাও পাজি বদ্মায়েস্! এ সব হেঁয়ালি ঢংএর কথা রেখে দাও; নইলে কোড়ার চোটে তোমার রক্তদর্শন ক'র্ব্ব। তুমি কি ক্রিশ্চান? উত্তর দাও!

ষ্টি। আমি উত্তর দিয়েছি।

টিজে। আবার উত্তর দাও। তুমি কি সেই অদ্ভুত দেবতা অনাকোই-টাসের পূজা কর?

ষ্টি। (স্বগতঃ) আর নিস্তার নাই! এই ভীষণ মৃত্যুর কবল হ'তে আত্মরক্ষার আর তো কোন উপায় দেখ্‌ছি না!

টিজে। শুন্‌তে পাচ্ছ আমার কথা? বল তুমি কি অনাকোইটাস্ দেবতার উপাসক—ভক্ত?

ষ্টি। না। আমি জীবন্ত জগদীশ্বরের পূজা করি। আমি কোন ধাতুমূর্ত্তি পূজা করি না!

লি। তুমি কি এই ঘৃণিত নারকী ক্রিশ্চানদের অনুচর? বল—ঠিক কথা বল—সয়তান শিশু!

ষ্টি। (নীরব)

লি। ব'ল্‌বে না? (জেলরক্ষকের লিসিনিয়াসের ইঙ্গিতে ষ্টিফে-নাসকে কোড়া প্রহার ও ষ্টিফেনাসের চীৎকার করিয়া পতন)

লি। উত্তর দাও! বল,—তুমি খ্রীষ্টের পূজা কর?

আমি আমার প্রভুর দাসত্ব অস্বীকার ক'র্ব্বনা। আমি তাঁর পূজা করি।

লি। তাই বল।

টিজে। এই লোক শুনেছে, তুমি মেলস্‌কে ব'লেছ,—আজ রাত্রে ভ্রাতৃগণ সমবেত হবে! ভ্রাতৃগণ কা'রা?

ষ্টি। তা আমি ব'ল্‌ব না।

টিজে। সমবেত হবে কোথায়?

ষ্টি। আমি ব'ল্‌ব না।

টিজে। তুমি জান?

ষ্টি। জানি।

লি। তাহ'লে বল!

ষ্টি। না,—আমি ব'ল্‌ব না।

লি। আর একবার কোড়া লাগাও!

[জেলরক্ষকের কোড়া প্রহার]

লি। তোমায় ব'ল্‌তেই হবে, নইলে আমি তোমাকে খুন ক'র্ব্ব!

ষ্টি। তুমি আমার শরীর নষ্ট ক'র্ত্তে পার,—কিন্তু আমার আত্মার কিছুই ক'র্ত্তে পার্ব্বেনা।

টিজে। উত্তর দাও,—তোমাকে আর যন্ত্রণা ভোগ ক'র্ত্তে হবে না।

ষ্টি। আমার জন্য যিনি অনেক যন্ত্রণা ভোগ ক'রেছেন,—তিনিই আমার সহায় হ'য়ে আমাকে রক্ষা ক'র্ব্বেন।

টিজে। এই সমস্ত ধর্ম্মোন্মাদ প্রাণীদের ধৈর্য্য দেখে আমি অবাক্ হ'য়েছি!

লি। যাও,—একে সেই "পেষণ-যন্ত্রে" চড়িয়ে দাওগে! কিছুক্ষণ তার চাকা ঘুরিয়ে দিলে—যন্ত্রণার চোটে ধৈর্য্য কতক্ষণ থাকে দেখি!

[জেলরক্ষক ষ্টিফেনাসকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত]

টিজে। দাঁড়াও! ছোক্‌রা! আর একবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,—তুমি সেই ভ্রাতৃগণের নাম কি বল, আর কোথায় তাদের জমায়েত হবার স্থান বল। তাহ'লে আমরা তোমাকে মার্জ্জনা ক'র্ব্ব।

ষ্টি। তোমরা আমাকে মার্জ্জনা ক'র্ত্তে পার,—কিন্তু আমার বিবেককে তো মার্জ্জনা ক'র্ত্তে পার্ব্বে না!

লি। তাহ'লে তুমি ব'ল্‌বে না?

ষ্টি। না—কখনই না।

লি। যথেষ্ট হ'য়েছে। যাও,—ওকে পেষণ-যন্ত্রে ফেলে দাও।

ষ্টি। পেষণ-যন্ত্র? কি সে?

লি। কি সে—এখুনিই জান্‌তে পার্ব্বে! যখন পাকসাঁড়াসির ভেতরে পা দুটো ঢুকিয়ে—প্যাঁচ্ ক'স্‌তে আরম্ভ ক'র্ব্বে,—আর তার চাপে চাপে পা দুটো পিষে—ছোট হ'তে হ'তে ক্রমে কাদার মতন হ'য়ে যাবে,—তখন বুঝ্‌বে—কি ব্যাপার! শুধু তাই নয়; এর ওপোর আবার যখন সেই লোহার ঘূর্ণীচক্রে ফেলে ঘোরাতে থাক্‌বে,—আর ঘূরণের সময় বড় বড় লোহার কাঁটাতে লেগে—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিঁড়ে রক্তমাংস চাদ্দিকে ছড়িয়ে প'ড়্‌বে, দেখি—তখন যন্ত্রণার চোটে কবুল কর কি না! যাও,—নিয়ে যাও বদ্‌মায়েস্‌কে—

[জেলরক্ষকের ষ্টিফেনাসকে লইয়া প্রস্থান।

টিজে। উঃ—মার্কাস্‌কে একবার এইতে টেনে ফেল্‌তে পাত্তুম—

লি। সম্রাট্ যে মার্কাসের বিরুদ্ধে কোন কথা বিশ্বাস ক'র্ব্বেন না!

টিজে। সম্রাট্‌কে ভয় দেখালে—তিনি সবই বিশ্বাস ক'র্ব্বেন! দেখ্‌তে

পাওনা—ছায়া দেখ্‌লে চ'ম্‌কে ওঠেন,—গাছের পাতা প'ড়্‌লে লাফিয়ে ওঠেন! কেবল ভাব্‌ছেন,—ঐ ঝোপের পাশে হত্যাকারী লুকিয়ে আছে,—ঐ খাবারে কে বিষ মিশিয়ে দিলে! তাঁর ধারণা,—যে সব লোককে তিনি হত্যা ক'রেছেন, তাদের ভূতগুলো বাতাসে মিশে দিনরাত্তির তাঁর কাছে কাছে ফিচ্ছে! তিনি কোথাও যেতেও সাহস করেন না,—কোথাও থাক্‌তেও সাহস করেন না। একবার যদি তাঁর ভয়টা জাগিয়ে দিতে পার—

লি। কি ক'রে দিই বল!

টিজে। দেখ—আমার খুব বিশ্বাস,—মার্কাস্ এই মার্সিয়া ছুঁড়ীকে ভালবাসে। তাই যদি সত্য হয়—তাহ'লে ঐ ছুঁড়ীটাকে গ্রেপ্তার ক'র্ত্তেই হবে। মার্কাসের মেজাজ আমি জানি! তাকে কোন কাজে বাধা দিয়ে কেউ নিরস্ত ক'র্ত্তে পার্ব্বে না,—এমন কি স্বয়ং সম্রাটও পারেন না। মার্সিয়াকে যদি গ্রেপ্তার করা যায়—তাহ'লে তাকে উদ্ধার ক'র্ব্বার জন্য মার্কাস্ যথাসর্ব্বস্ব পণ ক'র্ব্বে,—সমস্ত বিপদ্ নিজের মাথা পেতে নেবে। এমন অবস্থায় তাকে সহজেই রাজদ্রোহী ব'লে অভিযুক্ত করানো যেতে পারে। ঐ যে ছোক্‌রাকে যন্ত্রে বসিয়ে দিয়েছে! কিহে ছোক্‌রা—এখনও ব'ল্‌বে?

[নেপথ্যে ষ্টি। না!]

টিজে। নাও—চালাও!

[নেপথ্যে ষ্টিফেনাসের বিকট যন্ত্রণা-সূচক চীৎকার]

[ষ্টীফেনাস্‌কে বহন করিয়া জেলরক্ষক ও চৌকি-
দারগণের প্রবেশ]

লি। কেমন ? এইবার বল্‌বে ?

ষ্টি। গেলুম—গেলুম—ক্ষমা কর—বালককে ক্ষমা কর—

টিজে। তাহ'লে—বল—

ষ্টি। আমি পার্ব্বনা,—কিছুতেই বল্‌তে পার্ব্বনা।

লি। আবার ?

[ষ্টিফেনাস মুর্চ্ছিত]

টিজে। মূর্চ্ছা গেছে ! দাও—এই খেনে শুইয়ে দাও।

লি। (ষ্টিফেনাসের বুক ও নাড়ী পরীক্ষা করিয়া) দাও—একটু মদ দাও ! (ষ্টিফেনাসকে মদ্যদান)

টিমে। জ্ঞান হয়েছে !

ষ্টি। আমায় রক্ষা কর—আমায় বাঁচাও !

লি। তাহ'লে ঠিক কথা বল ! কোথায় তা'রা জমায়েৎ হবে ?

ষ্টি। কুঞ্জবনে।

লি। সে কোথায় ?

ষ্টি। সেষ্টিয়ান্ সেতুর ধারে।

লি। কখন্ ?

ষ্টি। আজ রাত্রি দশটায়। (ষ্টিফেনাস্ অবসন্ন হইয়া পড়িল)

লি। ভাই টিজেলিনাস্ ! পাওয়া গেছে—পাওয়া গেছে ! খুব আদায় করা গেছে ! তাদের নামগুলি এইবার বল ছোক্‌রা !

ষ্টি। আমি ব'ল্‌তে পারি না!

লি। তোর ঘাড় যে সে ব'ল্‌বে!

ষ্টি। কিছুতেই ব'ল্‌ব না, আমায় মেরে ফেল—মেরে ফেল!

লি। মেরে ফেল্‌ব কেন? মরা মানুষ কি কথা কইতে পারে? আমরা তোমার কাছ থেকে জবাব চাই—জবাব নোবো। বল—এই সব ক্রিশ্চানদের নাম কি?

ষ্টি। আমি কিছুতেই ব'ল্‌ব না!

লি। ব'ল্‌বে না? আচ্ছা—ফের্ নিয়ে যাও বদ্‌মায়েস্‌কে—

[জেলরক্ষকের ষ্টিফেনাস্‌কে তুলিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম—অকস্মাৎ মার্কাসের প্রবেশ]

মার্ক। নিরস্ত হও! পেষণযন্ত্রে এই নিরীহ বালককে ফেল্‌ছ? ধিক্—ধিক্ তোমাদের! (জেলরক্ষকের প্রতি) নাবিয়ে রাখ!

লি। খবরদার! আমি যা হুকুম করিছি—তাই তামিল কর!

মার্ক। খবরদার! আমি যা হুকুম ক'চ্ছি—এখুনি তাঁই তামিল কর!

টিজে। আপনি কোন্ সাহসে এতটা জোর ক'চ্ছেন?

মার্ক। কোন্ সাহসে? বটে? (জেলরক্ষকের প্রতি) নাবাও—এখুনি বালককে নাবাও,—নইলে ওরই মতন দশা তোমার হবে!

টিজে। সম্রাট্ সিজারের বিরুদ্ধে এতো রীতিমত বিদ্রোহিতা আচরণ! মনে রাখ্‌বেন, এর জন্য সম্রাটের কাছে আপনাকে জবাবদিহি ক'র্ত্তে হবে!

মার্ক। সে জবাবদিহি আমি ক'র্ব্ব! সম্রাট্ আমাকে হুকুম দিয়েছেন, সে হুকুম আমি আমার ইচ্ছামত তামিল ক'র্ব্ব!

লি। আপনি সম্রাটের কোন হুকুমই তামিল ক'চ্ছেন না! বরং আপনি এই সমস্ত ক্রিশ্চানদের রক্ষা ক'চ্ছেন! আপনি বিশ্বাস-ঘাতক—রাজদ্রোহী!

মার্ক (তরবারি বাহির করিয়া লিসিনিয়াসের প্রতি) কথা প্রত্যাহার কর,—যা ব'ল্লে তা এই দণ্ডেই প্রত্যাহার কর। নইলে—তুমি যেই হও,—এখুনি তোমার মস্তক দ্বিখণ্ডিত ক'র্ব্ব! প্রত্যাহার কর,—তোমার কথা প্রত্যাহার কর ব'ল্ছি—

টিজে। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে—লিসিনিয়াসের মন্দ অভিপ্রায় ছিল না!

মার্ক। তুমি চুপ কর—তোমার ত্রুটীস্বীকার আমি চাই না! ওর ক্ষমাপ্রার্থনাই আমার প্রয়োজন! লিসিনিয়াস্! এখনও ব'ল্ছি—তোমার কথা প্রত্যাহার কর!

টিজে। (জানান্তিকে লিসিনিয়াসের প্রতি) গোলমালটা মিটিয়ে ফেল! যা ব'ল্ছে কর।

লি। হঠাৎ মুখ দিয়ে অন্যায় কথা বেরিয়ে গেছে—তার জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত!

টিজে। বাস্—বাস্—চুকে গেল! চল লিসিনিয়াস্—আমাদের অন্য কাজ আছে! তোমার লোকজন নিয়ে আমার সঙ্গে এস! (জেলরক্ষকের প্রতি) রক্ষি! এ ছোক্রাকে তুমি দেখ! চল—চল লিসিনিয়াস—আমাদের বিস্তর বিলম্ব হয়ে গেছে!

[লিসিনিয়াস ও টিজেলিনাসের প্রস্থান।

মার্ক। ওতে মদ আছে?

জে-র। হ্যাঁ হুজুর—আছে!

মার্ক। দাও আমাকে। হ্যাঁহে! সত্যি কি এ বালককে ওরা পেষণযন্ত্রে চড়িয়েছিল?

জে-র। হ্যাঁ হুজুর!

মার্ক। কাপুরুষ! বন্যপশু! (ষ্টিফেনাসের প্রতি) ওঠো ভাই! একটু পান কর দিকি!

উঃ—বড় যাতনা—বড় যাতনা!

মার্ক বুঝ্‌তে পাচ্ছি ভাই! বুঝতে পাচ্ছি! এইটুকু খাও,—অনেকটা যাতনার উপশম হবে।

না—আমি মর্ব্ব! ওগো আমাকে মেরে ফেল—দয়া ক'রে আমাকে মেরে ফেল! আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিছি।

মার্ক। এ্যাঁ—কি ব'ল্‌ছ?

আমার প্রাণ কিছুতেই ব'ল্‌তে চায় নি, আমার পাপমুখ পাপ জিহ্বা কথা বা'র ক'রে দিয়েছে! আমি ব'লে ফেলেছি—কোথায় আজ রাত্রে ভ্রাতৃগণ সমবেত হবে!

মার্ক। ভ্রাতৃগণ কে?

ষ্টি। আমি ব'লতে সাহস করি না,—কিন্তু যদি তুমি মার্সিয়াকে রক্ষা ক'র্ত্তে চাও—

মার্ক। এ্যাঁ—মার্সিয়া? মার্সিয়া? তা'র কি?

ষ্টি। সে আজ সেখানে থাক্‌বে!

মার্ক। কোথায়?

ষ্টি। সেষ্টিয়ান্ সেতুর ধারে কুঞ্জবনে।

মার্ক। এ কথা কি তুমি টিজেলিনাস্‌কে ব'লেছ?

ষ্টি। কারও নাম বলিনি, তবে স্থান বলেছি!

মার্ক। এঁ্যা—বল কি ? সেখানে মার্সিয়াও থাক্‌বে ?

ষ্টি। থাক্‌বে—থাক্‌বে গো! আমি সর্ব্বনাশ ক'রেছি! আমাকে মেরে ফেল! মার্সিয়াকে রক্ষা কর! মার্সিয়া স্বর্গের দেবী—তাকে রক্ষা কর—আমাকে বধ কর! তাকে বাঁচাও!

মার্ক। ভিটুরিয়াস্!

[ভিটুরিয়াস্ ও সৈন্যগণের প্রবেশ]

ভিটুরিয়াস্! তুমি এখুনি তোমার লোকজন নিয়ে সেষ্টিয়ান্ কুঞ্জ-বনে আমার সঙ্গে মিলিত হও! আজ সেখানে সমস্ত ক্রিশ্চানরা সমবেত হবে,—অভাগিনী মার্সিয়া তাদের মধ্যে থাক্‌বে! যেমন ক'রে হোক্—রাক্ষস টিজেলিনসের ভীষণ কবল হ'তে মার্সি-য়াকে রক্ষা ক'র্ত্তেই হবে! এতে স্বয়ং সম্রাট্ নেরো যদি বাদী হন—তাও স্বীকার! যাও ভিটুরিয়াস্—এখুনি যাও—আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব ক'রোনা! মার্সিয়াকে রক্ষা করা চাই—যেমন ক'রেই হোক্ রক্ষা ক'র্ত্তেই হবে।

[ভিটুরিয়াস্ ও সৈন্যগণের প্রস্থান।

মার্ক। (ষ্টিফেনাস্‌কে কোলে তুলিয়া) এস ভাই!

জে-র। হুজুর—এ ছোক্‌রা

মার্ক। চুপ্ রও। আমার কাছে থাক্‌বে! এর জন্য আমি দায়ী রইলুম!

[ষ্টিফেনাস্‌কে লইয়া মার্কাসের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

চন্দ্রালোকোদ্ভাসিত কুঞ্জকানন।

ক্রিশ্চান নরনারীগণ।

সমবেত সঙ্গীত। গীত।

তোমারি চরণ, করিয়া স্মরণ,
চলেছি তোমারি পথে।
কর তমোনাশ, হও হে প্রকাশ,
এস ব'সো হৃদিরথে॥
অকুল ভীষণ ভবপারাবারে,
জীবন-তরণী ডোবে পাপভারে,
কর হে নিস্তার, ওহে কর্ণধার,
যেন না পড়ি বিপথে॥
* তব সত্যতত্ত্বজ্ঞান-আলোকে দীপ্ত কর এ প্রাণ,
তব, জ্যোতির্ম্ময় পরশে করহে অন্ধে নয়নদান;
তুমি পিতা ভ্রাতা নাথ ভর্ত্তা,
তুমি প্রভু বিভু ত্রাণকর্ত্তা,
পরপাপতাপবহনকারণ (তব) জনমধারণ মরতে॥ *

ফাভি। (পার্শ্বে মার্সিয়ার বাতি ধরিয়া দণ্ডায়মান এবং ফাভিয়াসের উপদেশপত্র পাঠ) "ভ্রাতৃগণ! ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস রাখিবে! তোমাদের যাহারা ঘৃণা করে, তাহাদের ভালবাসিবে!

তোমাদের সহিত যাহারা ঘৃণ্য আচরণ করে, তাহাদের জন্য প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে! পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিবে। দুঃখে ধৈর্য্য হারা হইবে না! যাহারা আনন্দ করিতেছে, তাহাদের আনন্দে যোগদান করিবে। শত্রুও যদি ক্ষুধার্ত্ত হয়, তাহাকে আহার দিবে; শত্রু যদি তৃষ্ণার্ত্ত হয়, তাহার তৃষ্ণাদূর করিবে। পরের নিকট হইতে যে আচরণ প্রত্যাশা কর, পরের সহিত সেইরূপ আচরণ করিবে। আত্ম-সমান পরকে ভালবাসিবে, কারণ এই মহাশিক্ষা দিবার জন্যই পতিতপাবন ধরাধামে আসিয়াছিলেন। প্রার্থনা করি, তাঁহারই প্রদত্ত শান্তিসুধা তোমাদিগকে অমরত্ব প্রদান করুক!"

সকলে। (সুরে) "তোমারি চরণ, করিয়া স্মরণ,
চলেছি তোমারি পথে।
কর তমোনাশ, হও হে প্রকাশ,
এসে ব'সো হৃদিরথে॥

টি। ভ্রাতৃগণ! বহুদিন যাবৎ সমগ্র জাতি ঘোর অন্ধকারময় রজনীতে বিচরণ ক'চ্ছে! প্রভাত সন্নিকট! কিন্তু প্রভাতসূর্য্যের স্বর্ণরশ্মি নরশোণিতে রঞ্জিত হবে, সে শোণিত পুণ্যাত্মা সাধুগণের দেহনিঃসৃত! ভ্রাতৃগণ! দুষ্টলোকে তোমাদের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার ক'র্ব্বে, হয়তো মৃত্যুর কবলে তোমাদের নিপাতিত ক'র্ব্বে! কিন্তু মৃত্যু কিছুই নয়—স্থির জেনো! মৃত্যু অনন্ত-জীবনের প্রবেশদ্বার! ধৈর্য্যধারণ কর—সহিষ্ণু হও!

[দ্রুতপদে মেলসের প্রবেশ]

মে। পিতা! পিতা! ফাভিয়াস্! মার্সিয়া! ভ্রাতৃগণ! সর্ব্বনাশ—

মহাবিপদ! আমরা ধরা প'ড়েছি,—শত্রু আমাদের সন্ধান পেয়েছে!

স্ত্রীগণ। এঁ্যা—কি সর্ব্বনাশ! শত্রু?

মে। সৈন্যসামন্ত নিয়ে টিজেলিনাস্ আমাদের আক্রমণ ক'র্ত্তে আস্‌ছে! পালাও—পালাও সব!

[সকলে মহাব্যস্ত হইয়া পলায়নতৎপর]

মার্সি। দাঁড়াও—দাঁড়াও ভ্রাতৃগণ! এই ক্রুশের দোহাই—আমি মিনতি ক'চ্ছি—পালিও না! বীরের মতন—মনুষ্যের মতন—ক্রিশ্চানের মতন—শত্রুর সম্মুখীন হও! ভীত হোয়োনা—কাপুরুষ হোয়োনা—মনুষ্যনামের অযোগ্য হ'য়োনা!

বল ভাই— "তোমারি চরণ, করিয়া স্মরণ,
চলেছি তোমারি পথে।
কর তমোনাশ, হও হে প্রকাশ,
এসে বোসো হৃদিরথে॥"

সকলে। (জানুপাতিয়া—স্বরে) "তোমারি চরণ, করিয়া স্মরণ
চলেছি তোমারি পথে।
কর তমোনাশ হও হে প্রকাশ
এস বোসো হৃদিরথে॥"

[বেগে টিজেলিনাস, লিসিনিয়াস এবং রোমান্ সৈন্য-গণের প্রবেশ এবং ক্রিশ্চানদের হত্যাকরণ]

টিজে। }
লি। } মারো—মারো—সকলকে হত্যা কর!

লি। হত্যা কর—হত্যা কর!

টিজে। কাকেও ছেড়োনা—নারকী সয়তানদের কাকেও ছেড়োনা!

[ক্রিশ্চানদের কয়েকজন আহত]

[লিসিনিয়াস্ টিটসকে ধরিয়া হত্যা করিল। বৃদ্ধ ফাভিয়াসের প্রতি টিজেলিনাস ধাবমান—মধ্যস্থলে মার্সিয়া দণ্ডায়মান]

মার্সি। না—না—আমাকে হত্যা কর,—এই বৃদ্ধকে বাঁচাও, বৃদ্ধের প্রাণ রক্ষা কর!

লি। না—কাকেও ছেড়োনা! এ ছুঁড়ীটাকেশুদ্ধ ওদের সঙ্গে নিপাত কর! (মার্সিয়াকে টানিয়া লইল)

[টিজেলিনাস তরবারির আঘাতে ফাভিয়াসকে হত্যা করিল এবং যেমন তরবারি তুলিয়া টিজেলিনাস এবং লিসিনিয়াস মার্সিয়াকে হত্যা করিতে যাইবে—সেই মুহূর্ত্তে মার্কাস সসৈন্যে আসিয়া উন্মুক্ত তরবারির দ্বারায় উভয়ের তরবারি আটকাইল]

মার্ক। (জলদগম্ভীর স্বরে) খবরদার! সম্রাটপ্রতিনিধি আমি—সম্রাট্ সিজারের নামে আমার আদেশ—খবরদার! নিরস্ত হও!

টিজে ও লিসি। হত্যা কর—সবাইকে হত্যা কর!

মার্ক। খবরদার! অস্ত্র পরিত্যাগ কর! সম্রাটের প্রতিনিধি আমি—সম্রাটের নামে আমার আদেশ—এই মুহূর্ত্তে যে যার তরবারি কোষবদ্ধ কর! যে ব্যক্তি এই নিরীহদের প্রতি আর অঙ্গুলিমাত্র সঞ্চালন ক'র্ব্বে, আমি শপথ ক'চ্ছি—সেই মুহূর্ত্তে তার মস্তক দ্বিখণ্ডিত ক'র্ব্ব!

[টিজেলিনাস্ এবং লিসিনিয়াস ও রোমান সৈন্যগণের তরবারি কোষবদ্ধ করণ]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বেরেনিসের বাটীর সজ্জিত কক্ষ।

বেরে। গীত।

যারে দোবো এ প্রাণ—
হবে সে—প্রাণের মতন প্রাণ ;—
সদা হাসিভরা প্রাণে, হাসিবে তুষিবে, বিরহে করিবে ত্রাণ ॥
যেন কায়া-ছায়া রবে মিশে,
পুড়িবে না, পোড়াবে না, বিরহ-বিষে ;
নহে প্রেম মজে বা কিসে ?
হব আপনহারা, ধরা দেখিব কারা,
সে যদি অপরে করে আপনারে দান ॥

[বাঁদি জোনার সজ্জাপাত্র লইয়া প্রবেশ]

বেরে। কি হবে জোনা ?

জো। একটু স্থির হ'য়ে কৌচে বোসো ! ভ্রূ দুটো টেনে দিই—চোখে একটু সুরমা দিয়ে মানিয়ে দিই ! যদিও যে সৌন্দর্য্যের রাণী তুমি—তার ওপর আর কারিকুরির কোনও দরকার হয় না।

[ক্ষুদ্র আয়না লইয়া বেরেনিসের মুখ দেখন]

বেরে। দেখি জোনা—তুলিটা দেখি !

জো। স'রে এসনা বিবি—আমি—

বেরে। (জোনাকে চপেটাঘাত করিয়া) চুপ কর্—বকিস্ নি ! দ্যাখ দিকি,—তখন তুই ভ্রূ ছুটো টেনে দিইছিলি, কি রকম বেঁকে চুরে গেছে ! হ্যাঁরে জোনা ! তোর আজ কাল হ'য়েছে কি ? কোন রোগবালাই হয়েছে—না—কারও প্রেমে প'ড়েছিস্ ? বাঁদি ! চুপ ক'রে রইলি যে ? কথার উত্তর দিচ্ছিস্ না যে ?

জো। তুমিই তো চুপ ক'র্ত্তে ব'ল্লে বিবি ! তুমিই তো এই মাত্র কথা কইতে মানা ক'রেছ !

বেরে। আচ্ছা—এইবার কথা ক' ! হ্যাঁরে—আমাকে কেমন দেখাচ্ছে ?

জো। ভারি সুন্দর ! মার্কাস্ সাহেব আজ একবার ও মূর্ত্তি দেখ্‌লে —বুঝ্‌লে বিবি—প্রাণটা ওপায়ে না ধ'রে দিয়ে আর থাক্‌তে পার্ব্বে না ! মাগো ! ওকি পুরুষ মানুষ ? ওকি রক্তমাংসের তৈরি ? না পাষাণ ?

বেরে। মার্কাসের কথা কেন ব'ল্‌ছিস্ ? রোমে মার্কাস ছাড়া লক্ষ লক্ষ লোক আছে—যারা বেরেনিসের জন্যে প্রাণ দিতে পারে !

জো। হ্যাঁ—শুধু প্রাণ ? প্রাণ মন ধন জন জীবন যৌবন গোঁপ দাড়ী চুল পরণের পোষাক পর্য্যন্ত দিতে পারে ! এই এক হাতের কাছে আছে—দিক্‌ধাড়াঙ্গা মিতেলাস্ সাহেব !

বেরে। জাহান্নমে যাক্ মিতেলাস্ ! আমার ছুটী চক্ষের বালাই ! আহাম্মক মিন্‌সে—

জো। তাহ'লে কি হয় ? টাকা তো থলে ভরা আছে ! আহাম্মক

ভাতার না হ'লে মেয়েমানুষের সুখ হয়? সেয়ানা ভাতার কি কথায় কথায় মাগকে ঘাড়ে চ'ড়তে দেবে? বুকে বসে সুখে দাড়ী ছিঁড়্‌তে যদি চাও বিবি—বোকা ভাতারই ঠিক! আচ্ছা, মিতেলাসকে যদি পছন্দ না হয়,—টিজেলিনাস্ সাহেব আছে!

বেরে। সেটাতো একটা আস্ত জানোয়ার লো!

জো। জানোয়ারই তো পোষ মানে গো বিবি! ভাতার জানোয়ার, চমৎকার ব্যাপার! বিশেষ যদি ঘোঁড়া হয়! পিটে চ'ড়ে—ঝুঁটি ধ'রে—লাগাম কসে—টগাবক্—টগাবক্—

জোনা। গীত।

নাগর হবে পোষা জানোয়ার।
পাছু পাছু ফির্‌বে সখি——
আঁখি মিলে দেখ্‌বেনা লো—নালা কি পগার॥
সোহাগভরে—ডাক্‌লে পরে— ব'লে "তু—তু—আয়"—
নেড়ে লাঙ্গুল—ক'র্‌বেনা ভুল ছুট্‌তে লো পায় পায়;—
কত সুখ তায়—কি জানাব কা'য়;—
(হ'ক সে) কুকুর—বেরাল—ছাগল—ম্যাড়া,—
(তবে) ঘোড়া হ'লেই মজাদার॥

বেরে। এ সব পুরুষ—পুরুষই নয়! এদের দেখে পুরুষমানুষে আমার ঘেন্না ধ'রেছে! এদের মতন শত পুরুষ এক দিকে আর মার্কাস্ একদিকে!

জো। সে কথা আর একবার করে ব'ল্‌তে বিবি! শুধু শত পুরুষ? শত সহস্র অযুত লক্ষ নিযুত কোটী পুরুষ—একা মার্কাস্ সাহেবের এক ধাক্কায় কাৎ! মার্কাস্ সাহেব মেয়েমানুষের

প্রাণের মাপে সৃষ্টি হ'য়ে এসেছেন! আহা বিবি—আজ তোমার মনমজানো মুখখানির এমন জলুস্ বেরুচ্ছে,—এ সময় একবার মার্কাস্ সাহেব যদি আসে—

[কাতিয়া বাঁদির প্রবেশ]

বেরে। কি কাতিয়া—খবর কি?

কা। মার্কাস্ সাহেব এখন ধর্ম্মাধিকরণে আছেন! তিনি আপনাকে খবর পাঠিয়েছেন, বিচারকার্য্য শেষ হ'লেই তিনি এখানে উপস্থিত হবেন!

বেরে। আচ্ছা—তুমি যাও।

[কাতিয়ার প্রস্থান।

(স্বগত) বিচারকার্য্য শেষ ক'রে আস্বেন? তাহ'লে তো অন্ততঃ ঘণ্টাখানেকের মাম্লা! বুঝেছি,—না আসবার মতলব! না—না—তিনি আমায় ভালবাসেন—তিনি নিশ্চয়ই আস্বেন! (নেপথ্যে পদশব্দ) ঐ মার্কাস্ আস্ছে! জোনা—জোনা! এ সব জিনিষপত্র সরিয়ে রাখ্—শীগ্গির—শীগ্গির।

জো। তা আর ব'ল্তে বিবি—তা আর ব'ল্তে? কোথায় বা সরাই? তোমাকেও তো সরাতে হবে!

বেরে। আচ্ছা থাক্ থাক্—তুই বীণাটা নে—একটা গান গা—গান গা—

[কোচের উপর শুইয়া পড়িল]

জো। নাচ্ব কি—নাচব কি? শুধু গানে তেমন শরীর গরম হবে না! গাই—গাই—(সুর ভাঁজন) হুঁ—উঁ—এ—এ

[কাতিয়ার সহিত ডাসিয়া বিবির প্রবেশ]

কাতি। ডাসিয়া বিবি!

[কাতিয়ার প্রস্থান।

বেরে। ডাসিয়া? ওমা—তাই বল! আমি মনে ক'রেছিলুম, মার্কাস সাহেব এ'ল।

জো। (পূর্ব্ববৎ স্বর ভাজন)

বেরে। থাম্ থাম্ জোনা! ডাসিয়া বিবির জন্য আর গান গাইতে হ'বে না!

জো। (স্বরে) তবে আর গাহিতে হ'বে না—তবে এই থামলুম্।

[জোনার প্রস্থান।

বেরে। (ডাসিয়ার প্রতি) ব'স—দাঁড়িয়ে র'ইলে কেন ডাসিয়া?

ডাসি। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) বড়ই মুস্কিল বেরেনিস!

বেরে। কি ভাই ডাসিয়া? হঠাৎ এখানে কি মনে ক'রে?

ডাসি। হুতাশে এসে পড়েছি বোন্!

বেরে। কেন? জুয়া খেলায় কি বড্ড হেরে গেছ নাকি?

ডাসি। ভয়ানক হেরে গেছি ভাই! লোকসানের জন্য বড় গ্রাহ্য ক'র্‌তুম না,—হতভাগা ফিলোডিমাস্ বল্লে কি না—আর টাকা দিতে পার্ব্বে না!

বেরে। তোমার স্বামিকে ব'লনা?

ডাসি। তা কি আর না ব'লেছিলুম বোন্? তা মুখপোড়া মিন্সে বল্লে কি,—যদি ফিলোডিমাস তোমার দেনা না দিতে পারে, তাহ'লে আর একটা নাগর খুঁজে নাও! সত্যি কথা ব'ল্‌তে কি বোন্—স্বামীকে গুপ্তনাগরের কথা জান্‌তে দেওয়া ভারি জ্বালা!

তা'তে নানা অসুবিধা ভোগ কর্ত্তে হয়! আমার বিবাহিত সোয়ামী মুখপোড়ারও পয়সার তেমন ক্ষমতা নেই—চারিদিকে দেনায় অস্থির হ'য়ে পড়েছে,—এসব ত তুমি জান! তা'র ব্যাপার তো সব শুনেছ! সেই নাকেশ্বর ভিনিয়াস্ সাহেবের স্ত্রী তা'র সর্ব্বনাশ ক'চ্ছে, তাকে একেবারে অধঃপাতে দিয়েছে! মাগী যেন শকুনি! লোকে যে তার কি দেখে মজে যায়—তাতো বুঝতে পারিনা! ভিনিয়াস্ তার চতুর্থপক্ষের স্বামী—তা জান? দু'বছরের ভেতর মাগী চারবার বিয়ে কল্লে!

বেরে। শুনেছি তৃতীয় পক্ষের স্বামী—ভিনিয়াস!

ডাসি। তৃতীয় পক্ষের? আমি ভেবেছিলুম চতুর্থ পক্ষের!

বেরে। আমি বেশ জানি—তৃতীয় পক্ষের!

ডাসি। একটা দুটোয় কিছু এসে যায় না! একটা স্ত্রীলোক যদি ক্রমাগত স্বামী বদল করে—দুটো একটা হিসাবে গোলমাল হয় বইকি বোন্!

[ডাসিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে—একটী ফলের থালা মেঝের উপর ফেলিয়া দিল]

বেরে। শুধু ভিনিয়াসের স্ত্রীর কথা ব'লছ কেন? এর চেয়েও ঢের বেশী নষ্ট দুষ্ট স্ত্রীলোক এ দেশে আছে!

ডাসি। (একটা ফুলের "ভাস" মাটীতে ফেলিয়া) ওর চেয়ে নষ্ট স্ত্রীলোক? ঐ যাঃ—হায়—হায়—দামী জিনিষটা ভেঙ্গে গেল? মাপ কর বেরেনিস্! পুষ্পপাত্রটা ভেঙ্গে ফেলেছি!

বেরে। হ্যাঁ—ভাল কথা,—তোমার বন্ধু আম্বাস্কাসের খবর কি?

ডাসি। তার কথা আর বোলোনা বোন্!

বেরে। কেন ? আমি জানতুম—সে তোমাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে !

ডাসি। (একটা বহুমূল্য হীরামুক্তাখচিত গেলাস ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম ;—তাড়াতাড়ি বেরেনিস্ উঠিয়া সেটা কাড়িয়া লইল) তা বাসে বটে—কিন্তু সেটা অতি ছোটলোক ! সে বলে—"কোন বিবাহিতা স্ত্রীলোককে ভালবাসা বড় ঘৃণার কথা !" তা'র মতন লোক বাঁদিদেরই যোগ্য ! হ্যাঁ দেখ—তার কথায় মার্কাসের কথা মনে পোড়্লো !

বেরে। (তাড়াতাড়ী উঠিয়া বসিয়া) মার্কাস ! মার্কাস ! কি হ'য়েছে তা'র ?

ডাসি। কেন ? তুমি কিছু শোননি ?

বেরে। কি শুন্‌ব ?

ডাসি। সেই ক্রিশ্চান ছুঁড়ীটার প্রেমে সে যে হাবুডুবু খাচ্ছে ! বাঃ— রাজ্যি শুদ্ধু লোক শুনেছে আর তুমি শোননি ?

বেরে। কি বল্‌ছ ?

ডাসি। আশ্চর্য্য ! কেবল তুমিই এ কথা শোননি !

বেরে। মার্কাস ? ক্রিশ্চান ছুঁড়ী ? এ সব কি ব'ল্‌ছ ?

ডাসি। আচ্ছা —টিজেলিনাসের কাছ থেকে শুনো।

বেরে। টিজেলিনাসের সঙ্গে আমার আজ দুদিন দেখা হয় নি ! কি ব্যাপার কি ?

ডাসি। গুরুতর ব্যাপার ! টিজেলিনাস সেদিন এই কালসাপ ক্রিশ্চানদের আড্ডায় গিয়ে তাদের সমূলে উচ্ছেদ ক'চ্ছিল,—এমন সময় মার্কাস সাহেব সেখানে উপস্থিত হ'য়ে—তারি ভেতর থেকে বেছে বেছে এক বেটী সয়তানীকে রক্ষা করে বুকে করে এনে নিজের অট্টালিকায় রেখে দিয়েছে !

বেরে। কি ?

ডাসি। আর কি! টিজেলিনাস নাকি সম্রাট্ নেরোকে এই খবর দিতে গেছে! সম্রাটের ব্যাপার তো জান! একথা শুন্‌লে একেবারে হুলুস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়ে দেবেন! তার ওপর—সম্রাজ্ঞী পপিয়া ঠাকরুণ,—তিনিই হলেন সম্রাট্ নেরোর শাসনকর্ত্রী! রোম রাজ্যের তিনিই হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা! মার্কাসের প্রেমে তিনিও অনেক দিন থেকে মরে আছেন! তিনি একথা শুন্‌লে—

বেরে। ক্রিশ্চান ছুঁড়ীটার নাম কি ?

ডাসি। বোধ হয়—মার্সিয়া!

বেরে। ঠিক্—ঠিক্—মার্সিয়াই বটে!

ডাসি। তুমি জান নাকি ?

বেরে। আমি তার কথা পূর্ব্বে শুনেছিলুম! ছুঁড়ীকে দেখ্‌তে কেমন ?

ডাসি। লোকে মনে করে ভারি সুন্দরী,—কিন্তু ফিলোডিমাস আমাকে ব'ল্লে,—মার্কাস একটা অতি আহাম্মক—তাই ঐ ছুঁড়ীর প্রেমে পড়েছে! ছুঁড়ীটা শুনিছি খুব সতীপনা ঢং করে! মার্কাসকে মোটেই আমল দেয়না—কাছে ঘেঁস্‌তে দেয় না!

বেরে। ধিক্—ধিক্—পুরুষ জাতিকে!

ডাসি। যা ব'ল্লে বোন্!

[কাতিয়ার প্রবেশ]

কাতি। টিজেলিনাস—লিসিনিয়াস সাহেব এসেছেন ?

বেরে। ভিতরে আস্‌তে বল!

[কাতিয়ার প্রস্থান।

(স্বঃ) এদের দুজনের কাছ থেকে মার্কাসের সঠিক খবর নিতে হ'বে!

[টিজেলিনাস ও লিসিনিয়াসের প্রবেশ]

বেরে। (পূর্ব্ববৎ কৌচে হেলান দিয়া বসিয়া—হস্ত বিস্তার করিয়া) হেইল্ সাহেব!

উভয়ে। হেইল্ বিবি!

বেরে। এই মাত্র তোমাদের নাম ক'চ্ছিলুম!

টি। আমাদের নামের সৌভাগ্য যে ঐ সুধার অধরে স্থান পেয়েছে! (বেরোনিসের হস্ত চুম্বন করিয়া) যে অধরে দীনহীনের নাম স্থান পেয়েছিল,—যদি সেখানে আমার অধরেরও একটু স্থান হ'ত, তাহ'লে জীবনটা সার্থক হ'ত বিবি!

বেরে। গুরুতর রাজকার্য্য ফেলে রেখে স্ত্রীলোকের অধর নিয়ে সরস বক্তৃতা ক'র্ত্তে এলে নাকি?

টি। আজকের মতন রাজকার্য্য শেষ ক'রে এসেছি! এখন আমার ছুটী!

বেরে। ধর্ম্মাধিকরণের কার্য্য শেষ হ'য়ে গেছে? প্রতিনিধি মার্কাস্ সাহেব—আদালত থেকে চলে গেছেন?

টি। হ্যাঁ—আমাদের সঙ্গেই তিনি কার্য্য শেষ ক'রে বেরুলেন।

বেরে। কতক্ষণ?

টি। আধ ঘণ্টা হবে!

বেরে। বটে ? আমি ভেবেছিলুম তিনি—

টি। কি ভেবেছিলে বিবি ?

বেরে। ভেবেছিলুম যে,—যাক্‌গে সে কথা ! আজকাল রাজ্যের খবর কি সাহেব ?

টি। মার্কাস একটা নতুন খেলানার জিনিষ পেয়েছে !

বেরে। তাই নাকি ? জিনিষটা কি—শুনি !

টি। তুমি শোননি ? এই যে ডাসিয়া বিবি রয়েছেন ? আশ্চর্য্য —উনি তোমাকে কিছু বলেন নি ?

বেরে। উনি তো আমায় অনেক কথা বলেছেন ! ওঁর কোন্ কথাটা তুমি ব'লছ—বল !

টি। না বিবি—আমি কুসংবাদ দিতে ইচ্ছা করি না। যদি তুমি এখনও না জেনে থাক তাহ'লে কেন—

বেরে। কি জান্‌ব ? সত্যি বল্‌ছি সাহেব—আমার বড় ভয় হচ্ছে ! তাহ'লে নিশ্চয়ই আমার কোন ভয়ানক মন্দ সংবাদ আছে, যা বল্‌তে তুমি এত কুণ্ঠিত হ'চ্ছ ! আমার কি কোন বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে—কিম্বা কোন বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে,—যে জন্য আমায় কাঁদতে হবে, দুঃখ কর্ত্তে হবে ?

টি। তোমায় কাঁদ্‌তে হবে—দুঃখ কর্ত্তে হবে—তোমার অবিশ্বাসী প্রণয়ীর জন্য !

বেরে। অবিশ্বাসী প্রণয়ী ? মার্কাস তো কখনো—

টি। আমি কি মার্কাসের কথা বলেছি ?

বেরে। তবে আমরা আর কা'র কথা কইছিলুম ?

টি। হ্যাঁ—তা বটে ! মার্কাসের কথা কওয়া আমারি মূর্খের মত কার্য্য করা হয়েছে ! যাক্ সে কথা, অন্য কথা কিছু পাড়ি এস !

মার্কাস আর তার ক্রিশ্চান্ ছুঁড়ীর কথায় তোমারই বা মাথাব্যথা কি ?

বেরে। প্রণয়কাহিনীতে স্ত্রীলোকের চিরদিনই মাথাব্যথা থাকে !

লি। বিশেষতঃ—এটা একটা নতুন রকমের প্রণয়কাহিণী ! জনশ্রুতি এইরূপ যে, রোমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত ধনবান্ ব্যক্তি মার্কাস্ সাহেব, একটা ক্রিশ্চান্ বালিকার জন্য ভয়ানক উন্মত্ত হ'য়ে তা'কে বিবাহ কর্ব্বার জন্য বৃথা চেষ্টা ক'চ্ছেন,—আর সেই মার্কাসের জন্য বেরেনিস্ বিবি অনর্থক ভেবে ভেবে দেহপাত ক'চ্ছেন।

বেরে। (সক্রোধে) লোকের এত বড় স্পর্দ্ধা যে আমার সম্বন্ধে এই রকম কথা বল্‌তে সাহস করে ?

ডাসি। হ্যাঁ—বেরেনিস্—সত্যিই এই রকম বলে ! শুধু তাই নয়, মার্কাসের ওপোর তোমার এই প্রাণপোরা ভালবাসার উল্লেখ ক'রে তোমাকে সকলে বিদ্রূপও করে—তোমার জন্যে দুঃখও করে !

বেরে। সাহেব ! এই কথা বলবার জন্যেই কি তুমি আমার বাড়ীতে এসেছ ?

টি। না বিবি—তোমার উপকার ক'র্ত্তে এসেছি !

বেরে। আমার তুমি কি উপকার কর্ত্তে পার ?

টি। তোমার প্রতিহিংসাসাধনে তোমাকে সাহায্য ক'র্ত্তে এসেছি !

বেরে। কা'র ওপোর প্রতিহিংসাসাধন ক'র্ব্ব ? সেই ক্রিশ্চান ছুঁড়ীটার ওপোর ?

টি। সেই সঙ্গে মার্কাস্ সাহেবের ওপোর !

বেরে। কি ক'রে ?

টি। তুমি তো জান—এই সকল ক্রিশ্চানদের অপরাধের বিচার কর্ব্বার এবং তাদের শাস্তি দেবার ভার সম্পূর্ণরূপে মার্কাস্ সাহেবেরই ওপোর সম্রাট অর্পণ করেছেন! মার্কাস্ বেছে বেছে এই ছুঁড়ীটাকেই বাঁচাবার চেষ্টা ক'চ্ছেন এবং সেই জন্যেই তাকে নিজের বাটীতে বন্দী করে রেখেছেন?

বেরে। এ সকল কথা সম্রাট্ নেরোর কাছে বলগে, আমার কাছে নয়!

টি। বল কি বিবি?

বেরে। ঠিকই বল্‌ছি। কেন ব'ল্‌বে না?

টি। তাহ'লে সাম্রাজ্ঞী পপ্পিয়া কি ব'ল্‌বেন? তিনি যদি শুন্‌তে প্যান বা জান্‌তে পারেন যে, আমি মার্কাসের ক্ষতি কর্ব্বার চেষ্টা কচ্ছি—তাহ'লে আমার কি আর রক্ষা আছে? একেবারে সমূলে উচ্ছেদ!

বেরে। তুমি তাহ'লে কি ক'র্ত্তে বল?

টি। আমি বলি—তুমি সাম্রাজ্ঞী পপিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। তাঁকে মার্কাসের এই প্রেমের কথা বল এবং তিনি যা'তে সম্রাট্‌কে ব'লে ক'য়ে সেই ক্রিশ্চান ছুঁড়ীটাকে সিংহীর মুখে ফেলে দিতে রাজী করাতে পারেন, তার ব্যবস্থা কর।

বেরে। এ রকম একটা জঘন্য কার্য্যের ভার আমি কিছুতেই নিতে পার্ব্বনা!

[কৌচ ত্যাগ করিয়া বেরেনিসের গৃহমধ্যে পদচারণ]

টি। তাহ'লে মার্সিয়া বেঁচে থাকুক, সমস্ত রোমের লোক বেরেনিস বিবির জন্যে দুঃখ ক'রুক!

ডাসি। বেরেনিস্! ছিঃ বোন্—তোমার একটু মনের বল নেই!

আমি হ'তুম তো একবার সে লোকটাকে দেখে নিতুম—যে একটা তুচ্ছ ক্রিশ্চান ছুঁড়ীর জন্মে আমাকে পায়ে ঠেলে ফেলে দেয়!

বেরে। তা—আমি কি ক'র্ত্তে পারি?

টিজে। প্রতিশোধ! এ অপমানের প্রতিশোধ নাও! এই মার্কাস—

(অকস্মাৎ মার্কাসের প্রবেশ)

মার্ক। কিছু ব্যাঘাত ক'ল্লুম কি বেরেনিস্?

টিজে। আপনি কি এতক্ষণ অন্তরালে ছিলেন—মার্কাস সাহেব?

মার্ক। না—কেন? তোমরা কি এতক্ষণ আমার চরিত্র সমালোচনা ক'চ্ছিলে? বেরেনিস্ বিবি! টিজেলিনাস্ আর লিসিনিয়াস কি তোমার কাছে এতক্ষণ আমার গুণকীর্ত্তন ক'রে তোমাকে বিরক্ত ক'চ্ছিলেন? আমি জানি কিনা—ওঁরা আমাকে যথেষ্ট ভালবাসেন। কি লিসিনিয়াস্! মুখে কথা নেই যে? সেষ্টিয়ান্ কুঞ্জবনের সে বিষম ধাক্কা কি এখনও সাম্‌লাতে পার নি নাকি?

লি। খুব সাম্‌লেছি প্রতিনিধি সাহেব! নইলে এ রকম ভাবে দাঁড়িয়ে র'ইছি!

মার্ক। তা থাকৃবে বইকি! সেই দুর্ব্বল বালক—আর অবলা বালিকার মতন তো আর বিষম ধাক্কা তোমাকে সহ্য ক'র্ত্তে হয়নি!

লি। সে বালকবালিকা দুজনেই রাজদ্রোহী! আমি আমার কর্ত্তব্য-পালন ক'রেছিলুম!

মার্ক। কর্ত্তব্য? পাশবিক অমানুষিক ভীষণ অত্যাচারের নাম কর্ত্তব্য পালন? এ কর্ত্তব্যপালন কেবল এই রোমরাজ্যেই শোভা

পায় বটে! (বেরেনিসের প্রতি) বেরেনিস্ সুন্দরি! আমি কি তোমার কোন কার্য্যের ব্যাঘাত ক'চ্ছি?

বেরে। না—না—মার্কাস্—কিছু না। আমার মিনতি,—তুমি একটু থাক,—তোমাকে আমার গোটাকতক কথা বলবার আছে!

[ডাসিয়া হস্তস্থিত পাখাটী ভূতলে ফেলিয়া]

ডাসি। আমি চলে যাচ্ছিলুম—আর তুমি এসে পড়্লে মার্কাস! তাহ'লে চল্লুম—বেরেনিস্! (টিজেলিনাস ও লিসিনিয়াসের প্রতি) কি গো সাহেবরা—আমার সঙ্গে যাবে? আমার মতে—তোমাদের যাওয়াই ভাল; কারণ, দুজনে যে রকম ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করেছ, তোমাদের কাছে মার্কাস-সাহেবকে একা রেখে যেতে আমার ভয় হ'চ্ছে!

মার্ক। দোহাই সুন্দরী—আমার জন্য তোমাকে ভয় পেতে হবে না! ওঁরা আমার যা ক্ষতি ক'র্ব্বেন,—তা আমি পেছন ফিরলে—কিম্বা আমার অনুপস্থিতিতেই ক'র্ব্বেন। টিজেলিনাস—লিসিনিয়াসের কাছে যোদ্ধার তরবারিতে মার্কাসের ভয় নেই! ভয় কেবল গুপ্তঘাতকের শাণিত ছুরিকা যদি ব্যবহার করেন!

টিজে। (তরবারি অকস্মাৎ অর্দ্ধনিষ্কোষিত করিয়া—সক্রোধে) অসহ্য—অসহ্য—অপমান!

বেরে। (টিজেলিনাসকে বাধা দিয়া) তুমি ভুলে যাচ্ছ—এটা আমার বাড়ী! এখানে বাদবিসম্বাদ চ'ল্বে না! দয়া ক'রে—এখান থেকে চ'লে যাও!

টিজে। আচ্ছা—তবে চ'ল্লুম বিবি!

মার্ক। উঃ—দেখেছ—কি আজ্ঞাবাহী! (ঈষৎ হাস্য)

ডাসি। (টিজেলিনাসের প্রতি) এস—চ'লে এস—সাহেব! আমার জরুরি কাজ আছে! তোমরা যাবে কি না স্পষ্ট বল!

টিজে। চল!

ডাসি। চ'ল্লুম বেরেনিস্! প্রতিনিধি সাহেব! সেই ক্রিশ্চান সুন্দরীকে খুব যত্নে রেখো; কিন্তু দেখো,—তার জন্যে যেন তুমি সম্রাটের কোপানলে পোড়োনা! দু'চার ঘণ্টা একটা ফুট্‌ফুটে ছুঁড়ী নিয়ে আমোদ আহ্লাদ ফূর্ত্তি ক'রে,—শেষে না মান প্রাণ দুই-ই যায়। একটু হুঁসিয়ার হও মার্কাস—একটু হুঁসিয়ার হও!

মার্ক। খুব হুঁসিয়ার হব বিবি—সে জন্য ভেবোনা!

[ডাসিয়া, টিজেলিনাস ও লিসিনিয়াসের প্রস্থান।

মার্ক। তুমি আমাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছিলে?

বেরে। হ্যাঁ—পাঠিয়েছিলুম। তা বুঝিছি—খুব অনিচ্ছাসত্বে এসেছ!

মার্ক। অনিচ্ছাসত্বে? এই কি বেরেনিস্ বিবির যোগ্য কথা?

বেরে। থাক্—আর তোমার ও রকম মনরাখা কথায় কাজ নেই!

মার্ক। তাহ'লে কি চাও বল?

বেরে। কি চাই? কেন—টাকার বস্তা খুলে দেবে নাকি?

মার্ক। না—বেরেনিস্ বিবি আমার টাকা চায় না—তা জানি।

বেরে। যদি চাই?

মার্ক। যদি চাও? বল কি চাও? কত চাও? এই দণ্ডে যথাসর্ব্বস্ব এনে ধ'রে দিতে পারি! কারণ—এটা স্থির জানি যে, সে সমস্তই আবার আমায় ফেরৎ দেবে।

বেরে। আমিও সেই কথা প্রাণে প্রাণে বলি মার্কস্, আমার যথা-সর্ব্বস্ব আমি তোমায় ধ'রে দিতে পারি, কিন্তু আমি জান্‌তুম্ না যে তুমি আমায় সমস্ত ফেরৎ দিতে পার।

মার্ক। কি ব'ল্‌ছ বেরেনিস্? আমি তোমার কথা কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা।

বেরে। তুমি বুঝ্‌তে পার্ব্বেও না।

মার্ক। তাহ'লে বোধ হয়—না বুঝ্‌তে পারাই ভাল।

বেরে। মার্কাস্! মার্কাস্! আমি কি সত্য সত্যই এত ঘৃণ্য—এত উপেক্ষার সামগ্রী? কই—অন্যে তো তা বলে না!

মার্ক। এমন অন্যায় কে ব'ল্‌বে বেরেনিস্? সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে—তোমার সমকক্ষ স্ত্রীলোক সমগ্র রোমরাজ্যে নেই!

বেরে। কেবল্ মার্কাস্ সাহেবের বিবেচনায়—একজনের চেয়ে আমি নীচু। (মার্কাস্ নীরব) মার্কাস্! তোমার আমার দু'জনেরই যথেষ্ট ধনসম্পত্তি আছে; এত বেশী যে, একত্র ক'ল্লে একটা রাজ্য কেনা যায়!

মার্ক। কি ব'ল্‌ছ বেরেনিস্? তোমার এ সমস্ত অসংলগ্ন কথার অর্থ কি? তুমি স্থির হ'য়ে বোসো—

বেরে। মার্কাস্—মার্কাস্! আমার প্রাণে কি হ'চ্ছে তুমি কি বুঝ্‌তে পা'চ্ছনা? তুকি কি জাননা যে, আমার ভালবাসা অনন্ত—অসীম,—শেষ নিঃশ্বাস প'ড়্‌বার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকবে? আমার ভালবাসা—হীনবুদ্ধি বালিকার চপলতা নয়! মার্কাস্! এতদিন এ কোমল বুকখানার ভেতর প্রেমের মহাসমুদ্র বালির বাঁধ দিয়ে আটক ক'রে রেখেছিলুম! তোমারই জন্যে আজ অকস্মাৎ এতকাল পরে সে মহাসমুদ্রের উত্তাল-তরঙ্গ-আঘাতে আমার ক্ষুদ্র বাঁধ ভেঙ্গে গেছে! আমার কায় মন প্রাণ সমস্ত তৃণখণ্ডের মতন সে ভীষণ জলপ্লাবনে কোথায়

অকূলে ভেসে চ'লেছে! মার্কাস্—মার্কাস্! তুমি আমায় দয়া কর,—তুমি আমায় রক্ষা কর! যদি চরণে কোন অপরাধ ক'রে থাকি—আমায় মার্জ্জনা কর! (হস্তে মুখ ঢাকিয়া রোদন)

মার্ক। বেরেনিস্—তোমার কথায় আজ আমার প্রাণে বড় আঘাত লাগ্‌ল! আজ আমি বড়ই লজ্জিত হ'লুম! এমন প্রেমময়ী তুমি—আর আমি হতভাগ্য—

বেরে। মার্কাস্!

মার্ক। আমায় বিশ্বাস কর বেরেনিস! এই অযাচিত অপ্রত্যাশিত প্রেমদানে তুমি আমায় যথেষ্ট গৌরবান্বিত—সম্মানিত ক'ল্লে! আমি চিরদিন তোমার নিকট কৃতজ্ঞ রইলুম! রমণীকে যতটা সম্মান পুরুষের দেওয়া কর্ত্তব্য,—যতটা ভক্তি—যতটা বন্ধুত্বের প্রীতি—

বেরে। বন্ধুত্বের প্রীতি? আমি তোমার ভালবাসার ভিখারিণী—তুমি আমাকে বন্ধুত্বের প্রীতি দিতে চাও?

মার্ক। আমার যা আছে তোমাকে সবই দিতে চাই—সুন্দরি!

বেরে। তোমার যা আছে সব আমাকে দিতে চাও—না—সেই আর এক জনকে,—সেই ক্রিশ্চান সুন্দরীকে? আমাকে সর্ব্বস্ব দিয়েও তা'কে দেবার আরও কিছু তোমার আছে নাকি?

মার্ক। এই জন্যেই কি তুমি আমায় ডাক্‌তে পাঠিয়েছিলে?

বেরে। না—না মার্কাস্! আমি এ ক্রিশ্চান সুন্দরীর কথা শোন্‌বার আগে তোমাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছিলুম্! কিন্তু একি সত্য? সত্য? তুমি এই মার্সিয়াকে ভালবাস! বাস? বাস? তাহ'লে সত্যই মার্কাস্ ফাঁদে প'ড়েছে! একটা হতভাগিনী ক্রিশ্চান বালিকার কচি মুখ দেখে সত্যিই ফাঁদে প'ড়ছ! হা—হা—

হা—হা! একটা রাস্তার ভিখারিণী—আজ বাদে কাল যা'কে রাজদণ্ডে প্রাণ দিতে হ'বে,—সেই জঘন্য ঘৃণ্য ক্রিশ্চানের মেয়ে,—দস্যুতস্করের সহচরী,—দেশের কলঙ্কিনী,—জাতি-ভ্রষ্টা,—ধর্ম্মহীনা,—কুমন্ত্রণাকারিণী,—সেই ক্রিশ্চান রমণীকে মার্কাস্ ভালবাসে! হা—হা—হা—হা!

মার্ক। চুপ্ কর বেরেনিস্! আমি তোমার ওসব কথা শুন্‌তে চাইনা।

বেরে। হ্যাঁ—তোমায় শুন্‌তেই হবে!

মার্ক। না—কখনই শুন্‌বনা। তাহ'লে আমি বিদায় হ'লুম—

(প্রস্থানোদ্যত)

বেরে। (মার্কাসের হস্ত ধরিয়া) না,—সব কথা না শুনে তুমি যেতে পাবেনা। মার্কাস্—মার্কাস্! প্রেম খুব সুখের আকর বটে,—কিন্তু সেই প্রেমই লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দুঃখ-অপমান ঘৃণা-লজ্জা-ভয়ের আধার! সাবধান—সাবধান মার্কাস্! বেরেনিস্ [illegible] হ'তে পার্ব্বেনা,—বেরেনিস্ অপমান ঘৃণা উপেক্ষা কিছুতেই সহ্য ক'র্ত্তে পার্ব্বেনা!

মার্ক। বেরেনিসের এত অহঙ্কারবৃদ্ধি হ'য়েছে যে মার্কাসের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মার্কাস্‌কে ভয় দেখায়?

বেরে। অহঙ্কারবৃদ্ধি? আমার? হা ঈশ্বর! এর চেয়ে অধঃপতন আমার আর কি হ'তে পারে?

মার্ক। না সুন্দরি—যথার্থ ভালবাসায় অধঃপতন হয় না,—বিশ্বাস-ঘাতকতায় লোকে পশুরও অধম হয়!

বেরে। জাহান্নমে যাক্ সে সব, আমি কিছুই গ্রাহ্য করি না। আমি ভালবাস্‌তে চাই,—নয় ঘৃণা ক'র্ত্তে চাই! মার্কাস্! তুমি

কি অন্ধ হ'য়েছ? তুমি কি বুঝ্‌তে পাচ্ছনা যে, সমস্ত রোমবাসীরা জেনেছে—তোমারি বাড়ীতে সেই ক্রিশ্চান ছুঁড়ীটা আছে?

মার্ক। জানুক,—তাতে আমার কি ক্ষতি?

বেরে। তবে—একথা সত্য?

মার্ক। হ্যাঁ সত্য! তবে শোন বেরেনিস্—আমারই মুখ থেকে শোন, আমি মার্সিয়াকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসি! কিন্তু সে ভালবাসার কোনও প্রতিদান পাইনি! অনর্থক আমি তার সাধ্যসাধনা ক'চ্ছি!

বেরে। কি! একটা জঘন্য ক্রিশ্চান রমণীকে মার্কাস অনর্থক সাধ্য-সাধনা ক'চ্ছে?

মার্ক। হ্যাঁ। যথার্থই সাধ্যসাধনা ক'চ্ছি—তবু তার মন পাচ্ছিনা! বেরেনিস্! দেশের লোকে আমাকে যা ইচ্ছে তাই বলুক্—তাতে আমার তিলমাত্র দুঃখ নেই! কিন্তু তুমি কিম্বা আমার অন্য কোন বন্ধু যদি এই অভাগিনী বালিকার নিন্দাবাদ করে, তাতে সত্যই আমার প্রাণে ব্যথা লাগে! সে বড় অভাগিনী—বড় দুঃখিনী! সে কুমন্ত্রণাকারিণী নয়,—সে কলঙ্কিনী—পতিতা নয়! তার মতন পবিত্রা সচ্চরিত্রা মধুরভাষিণী স্ত্রীলোক সমগ্র রোমে আজ কাল দেখ্‌তে পাওয়া যায়না! এই ক্রিশ্চান ধর্ম্ম কি—তা আমি জানিনা! কিন্তু এইটুকু জানি, এইমাত্র ব'ল্‌তে পারি,—যদি এই ক্রিশ্চান ধর্ম্মে মার্সিয়ার মতন রমণীচরিত্র সুগঠিত সমুন্নত সুপবিত্র হয়, তাহ'লে শুধু রোম-রাজ্য কেন,—একদিন সমগ্র পৃথিবী এই ধর্ম্মের সেবা করে পরম পবিত্রতা লাভ ক'র্ব্বে!

বেরে। মার্কাস্! তুমি আমার সাম্‌নে এই রকম কথা ক'ইতে সাহস কর?

মার্ক। কেন সাহস ক'র্ব্বনা বিবি?

বেরে। তোমার এ সব কথা যদি লোকের কাছে আমি প্রকাশ ক'রে দিই?

মার্ক। ইচ্ছা হয়—ক'র্ত্তে পার!

বেরে। যদি সম্রাট্ নেরোকে ব'লে দিই?

মার্ক। সম্রাট নেরোকে?

বেরে। হ্যাঁ—তাঁ'কে! তাহ'লে কি হয়?

মার্ক। তাহ'লে কি হয়—সে কথা বলা বড় কঠিন। তবে এইটুকু আমি আশা ক'র্ত্তে পারি যে, বেরেনিস্ কখনো মার্কাসের শত্রুতাচরণ ক'র্ত্তে পার্ব্বেনা!

বেরে। তুমি সেই বালিকাকে ত্যাগ ক'র্‌বে কি না?

মার্ক। না সুন্দরি—তা পার্ব্বো না!

বেরে। তোমায় পার্ত্তেই হবে। আমি তোমায় জোর ক'রে ত্যাগ করাব! সাবধান! এখনও ব'ল্‌ছি সাবধান হও মার্কাস্! তোমার প্রতিজ্ঞার সঙ্গে আমার প্রতিজ্ঞার তুলনা ক'রে দেখ; দুজনেই যদি নিজের নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করি—তা'তে কা'র কত ক্ষতি হয়,—বেশ ক'রে হিসেব ক'রে দেখ! সেই ক্রিশ্চান বালিকার প্রতি আমার ঘৃণা, সেই সঙ্গে তোমার সর্ব্বনাশসাধনে সম্রাট্ নেরোর ক্ষমতা, এ দুয়ে একত্র হ'লে কি ভীষণ কাণ্ড হ'বে,—এখনও বুঝে দেখ মার্কাস্!

মার্ক। মার্কাস্‌কে তুমি কি ভয় দেখাচ্ছ বেরেনিস্? তুমি—তোমার প্রচণ্ড ক্রোধানল—তোমার ঘৃণা—কিম্বা সম্রাট্ নেরো—তাঁর

সমস্ত সৈন্যসামন্ত একত্র হ'লেও কিছুতেই মার্সিয়াকে আমার কাছ থেকে তফাৎ ক'র্ত্তে পার্ব্বেনা। আমার সমস্ত দেহ প্রাণ মন এখন মার্সিয়াময়! আমার অহর্নিশি ধ্যান জ্ঞান চিন্তা এখন মার্সিয়া! আমি মুক্তকণ্ঠে তোমার কাছে সত্য কথা ব্যক্ত ক'রে চল্লুম! তোমার যা ক্ষমতা হয় কোরো! অনর্থক তোমার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক ক'রে কোনও লাভ নেই! বিদায়—বেরেনিস্! (গমনোদ্যোগ)

বেরে। না—না মার্কাস! যেওনা—যেওনা—(মার্কাসের হস্তধারণ)

মার্ক। না—আর আমি তিলমাত্র এখানে থাক্‌তে চাইনা। অনেকক্ষণ আছি—আর নয়! স্ত্রীলোকের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ করাও পুরুষের কর্ত্তব্য নয়! বেরেনিস্! আমায় ছেড়ে দাও।

[মার্কাসের প্রস্থান।

[বেরেনিসের কৌচে পড়িয়া ক্রন্দন]

বেরে। (কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া—চক্ষু মুছিয়া—সক্রোধে) কি? আমায় ত্যাগ ক'ল্লে? একটা নারকী কুক্কুরী ক্রিশ্চান রমণীর জন্য আমাকে পদদলিত ক'রে চলে গেল! তা'র জন্যে আমাকে অপমান? মার্সিয়ার জন্যে বেরেনিস্‌কে উপেক্ষা—ঘৃণা—অনাদর? আচ্ছা দেখি—তোমার দর্প চূর্ণ কর্ব্বার শক্তি আমার আছে কি না!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সম্রাট্ নেরোর অট্টালিকার অলিন্দ।

টিজেলিনাস্, লিসিনিয়াস্, ফিলোডিমাস্ ও
রাজকর্ম্মচারীগণ।

১ম-রা-ক। সম্রাটের সঙ্গে এইখানেই দেখা হ'বে! আমাদের বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা ক'র্ত্তে হবে না! তিনি প্রত্যহই এই সময়ে এই-খানে ভ্রমণ ক'র্ত্তে আসেন!

টি। যদি কোন রকমে একবার সম্রাট্‌কে হাত ক'র্ত্তে পারি,—তাহ'লে মার্কাসের সৌভাগ্যসূর্য্য জন্মের মত অস্তমিত হবে!

লিসি। ওর অদৃষ্টাকাশে সৌভাগ্যসূর্য্যের একেবারে উদয় না হ'লেই ভাল ছিল! অত অহঙ্কার কি সহ্য করা যায়?

[নেপথ্যে—জয় সম্রাট্ সিজারের জয়]

১ম। সম্রাট্ আস্‌ছেন—সম্রাট্ আস্‌ছেন!

২য়। প্রবল প্রতাপশালী মহাত্মা নেরো আস্‌ছেন!

৩য়। আমাদের দেবতা সম্রাট্—

[অনুচরবর্গের সহিত পক্ষাঘাত-রোগগ্রস্ত
নেরোর কম্পিত হস্তপদ-
মস্তকে প্রবেশ]

নেরো। এঁ্যা—এঁ্যা—এঁ্যা—টিজেলিনাস্—লিসিনিয়াস্—এঁ্যা—এঁ্যা—তোমরা চুপি চুপি কি কথা কইছ? এঁ্যা—এঁ্যা—এ কি? বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র ক'চ্ছ—এঁ্যা—এঁ্যা—

টি। বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র? না সম্রাট্—তা নয়! আমি এইমাত্র ব'ল্‌ছিলেম যে, আপনার প্রতাপান্বিতা জননীর জন্য আপনি এই বিশাল রোমরাজ্যের সম্রাট্ হন্ নি! আপনার ঐ বীণা-বিনিন্দিত মধুর কণ্ঠস্বরের জন্যই আপনি সসাগরা ধরণীর আধিপত্য লাভ করেছেন!

নেরো। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমি খুব ভাল গান গাইতে পারি! পারি—পারি! এ কথা আমার পরম শত্রুও স্বীকার করে—হ্যাঁ—হ্যাঁ! একজন—একজন গুণী—সঙ্গীতে পণ্ডিত আমি! কি বল—কি বল?

টি। নিশ্চয়ই। সঙ্গীত-দেবতা স্বয়ং আপোলোও আপনার গান শুনে লজ্জায় বীণাযন্ত্র ত্যাগ করেন!

নেরো। আপোলো? হ্যাঁ—হ্যাঁ—আপোলোর মতন আমারও একটা সোণার প্রতিমূর্ত্তি তৈরি করাতে হবে! হ্যাঁ—হ্যাঁ—শীগ্‌গির তৈরি করাবো। টিজেলিনাস্—এটা তুমি দেখো—এটাতে তুমি মনোযোগ ক'রো! হ্যাঁ—হ্যাঁ—টিজেলিনাস্! তোমাকে ব'ল্‌তে ভুলে গেছি! হ্যাঁ—হ্যাঁ—সেই গারামান্তেসের স্ত্রী আমার প্রিয়তমা সম্রাজ্ঞী পপিয়া সুন্দরীকে বড় অপমান ক'রেছে—বুঝ্‌লে?

টি। বলেন কি সম্রাট্? তা'র এত বড় স্পর্দ্ধা?

নেরো। সে পাজী মাগী আমাদের সেই ভোজের রাত্রে উপস্থিত হয় নি! ব'লেছে,—আমাদের সেটা মদের উৎসব—মাতালের কাণ্ড! ব'লে পাঠিয়েছে,—শরীর অসুস্থ তাই আস্‌তে পারেনি। হ্যাঁ—হ্যাঁ—শরীর অসুস্থ! আমরা ভাল ওষুধ দোবো। গারামান্তেস্‌কে ব'লে পাঠিও যে, তা'র স্ত্রী আমাদের মহারাণী পপিয়ার

ভোজে উপস্থিত থাকৃতে পারেনি ব'লে সে আর এ পৃথিবীতে উপস্থিত থাকৃতে পাবেনা! তা'কে ব'লে পাঠাও, আজ রাত্রেই যেন সে আত্মহত্যা করে! কাল সকালে সূর্য্য ওঠবার সময় যদি সে বেঁচে থাকে দেখি—তাহ'লে সূর্য্য অস্ত যাবার পূর্ব্বেই তাকে সবংশে ম'র্ত্তে হবে! টিজেলিনাস! এটা দেখো,—এটাতে তুমি মনোযোগ ক'রো! হ্যাঁ—

টি। আমি নিশ্চয়ই এ বিষয়ে মনোযোগ ক'র্ব্বো সম্রাট্! এতো খুব সুবিচার করা হ'ল! মাগীর এত স্পর্দ্ধা হ'ল যে সে সর্ব্ব-শক্তিমান সম্রাট্ এবং আমাদের পূজনীয়া সম্রাজ্ঞীর অপমান ক'ল্লে?

নেরো। পাগ্‌লামো—পাগলামো ভিন্ন আর কিছুই নয়। হ্যাঁ—হ্যাঁ—টিজেলিনাস্! কিন্তু তার স্ত্রীকে বিধবা ক'র্ত্তেই হবে! হ্যাঁ—হ্যাঁ—তা'র পর সে বিধবা হ'লে—তা'র কাছ থেকে তা'র স্বামীর সমস্ত বিষয়সম্পত্তির হিসেব নিতে হবে! হিসেব হ'লে বিষয়ের অর্দ্ধেক আমায় দিতে হবে! আর স্বেচ্ছায় না যদি দেয়, তা হ'লে তা'র সমস্ত বিষয় নষ্ট হবে—ছেলে পুলেও নষ্ট হবে! হ্যাঁ—হ্যাঁ টিজেলিনাস—এটা তুমি দেখো, তুমি এটাতে মনোযোগ ক'রো!

টি। অবশ্য ক'র্ব্ব সম্রাট্!

নেরো। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমার সে কবিতাটা তোমার কেমন লাগলো? এ্যাঁ—এ্যাঁ—কেমন? খুব ভাল—না? খুব তেজের—

টি। খুব তেজস্বিতাপূর্ণ—খুব রোমাঞ্চকারী,—সম্রাট্! যথার্থ কথা ব'লতে কি সম্রাট্—আপনার সকলই চমৎকার! যথার্থই আপ-নার সমস্ত কার্য্যকলাপ অলৌকিক—অদ্ভুত! আপনি একাধারে

যোদ্ধা—কবি—নট - গায়ক - কুস্তিগীর—তা'র উপর আবার রোমের সম্রাট্—দেবতার দেবতা!

সকল কর্ম্মচারী। দেবতার দেবতা! জয় সম্রাট্ সিজারের জয়!!!

নেরো। এ্যাঁ—এ্যাঁ বেড়ে ব'লেছ! বেড়ে ব'লেছ! বেশ বেশ! আমার বংশধরেরা ভবিষ্যতে আমার খুব নাম ক'র্ব্বে! কিন্তু আমার সমসাময়িক যা'রা আছে—তা'রা—তা'রা —এ-এ-এ-এ আমার বড় হিংসে করে! এ্যাঁ! সেই—সেই—সেই কবিতাটা কি? হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—গোড়াটা—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

"দেবরাজের সে ভীষণ অশনি
গর্জ্জি ভয়ঙ্কর অনন্ত আকাশে;
গম্ভীর নিনাদে যেন স্বর্গ হ'তে
দেবতার ক্রোধ মানবে প্রকাশে।"

সকলে। চমৎকার—চমৎকার! অতি সুন্দর! জয় সম্রাট্ সিজারের জয়।

নেরো। হ্যাঁ—হ্যাঁ—বেশ হ'য়েছে—সুন্দর হ'য়েছে! খুব আনন্দ হয় বটে! কে—কে—আমার পেছনে কা'রা? (জনকয়েক কর্ম্মচারিগণের প্রতি) তোমরা আমার পেছনে দাঁড়াও কেন? আমি দেখ্‌তে পাইনা যে? সাম্‌নে থাক—আমার চখের সাম্‌নে থাক! হ্যাঁ—হ্যাঁ—দেখি সব হাত দেখি—হাতে অস্ত্র শস্ত্র তৈরি নেই তো? দেখি—দেখি! সব চখের সাম্‌নে থাক! নইলে পেছন থেকে যদি আমাকে হত্যা কর—হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমি বুঝ্‌তে পার্ব্বনা!

[সকল কর্ম্মচারীগণের নেরোর সম্মুখে অবস্থান]

নেরো। হ্যাঁ—হ্যাঁ—এই বেশ! আজকের নূতন একটা আমোদ চাই!

আজ রঙ্গস্থলে কিছু নূতন আমোদ ক'র্ত্তে হবে! মল্লদের অসিযুদ্ধ—লড়াই রোজ রোজ আমার ভাল লাগেনা! একটা নূতন কিছু মতলব ক'র্ত্তে হবে! এ্যাঁ—এ্যাঁ—কি করা যায়?

ফিলো। সম্রাট্ কি আজ দৌড়ের বাজি খেল্বেন?

নেরো। দৌড়ের বাজি? এ্যাঁ—এ্যাঁ—আমি ঠিক ঠাউরে দেখিনি! আমি নিজেও যদি আজ বাজি না খেলি—কিম্বা নাচ গান বক্তৃতা না করি, একটা কিছু খুব নূতন আমোদ খেলা রঙ্গ ক'র্ব্ব—যা কখনো কেউ দেখেনি—কেউ শোনেনি! এটা আমি প্রতিজ্ঞা ক'চ্ছি! হ্যাঁ—হ্যাঁ—মনে প'ড়েছে—হ্যাঁ—হ্যাঁ—সে ক্রিশ্চানদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপার কি হ'ল? এ্যাঁ—এ্যাঁ-

টি। কি আর বল্ব সম্রাট্—সেই সব কৃমিকীটের দল—এখনও আপনার পবিত্র জীবন নষ্ট কর্ব্বার জন্য ষড়যন্ত্র ক'চ্ছে!

নেরো। এ্যাঁ—এ্যাঁ—কি—কি—কি ব'ল্ছ? এ্যাঁ—এ্যাঁ—তুমি এ জেনেও সে সব কালসাপকে বাঁচিয়ে রেখেছ? ষড়যন্ত্র কর্ব্বার জন্যে? এ্যাঁ—এ্যাঁ—এর মানে কি? সিজারের জীবনের কি মূল্য নেই? এমন একজন সম্রাট্—এমন একজন শিল্পপণ্ডিত—গুণী লোক—বিনষ্ট হ'বে? প্রাণে ম'র্ব্বে? এ্যাঁ—এ্যাঁ—

টি। সম্রাট্! আপনার অনুগত ভৃত্য—এই অধীন আর লিসিনিয়াস্ দুজনে যথাসাধ্য আপনার আজ্ঞাপালন ক'রেছে—কিন্তু—

নেরো। কিন্তু কি? এ্যাঁ—এ্যাঁ—কিন্তু কি? আমার এই পবিত্র জীবন বিপন্ন.—আর আমার আদেশপালন হ'চ্ছে না! কা'র এত স্পর্দ্ধা যে সিজারের আজ্ঞাপালন ক'র্ত্তে ইতস্ততঃ করে? কা'র দোষ? কা'র দোষ? কে অপরাধী?

টি। আপনার অনুগত ভৃত্য টিজোলিনাস অপরাধী নয়—সম্রাট্‌

নেরো। তবে কা'র? এ্যাঁ—এ্যাঁ—কা'র? নগরপালেরা সব কি ক'চ্ছে? গুপ্তচরেরা সব কোথায়? এ্যাঁ—এ্যাঁ—

টি। সম্রাট্‌! এতে নগরপাল কিম্বা তাঁদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দে কোনও অপরাধ নেই! সম্রাটের আদেশপালন ক'র্ত্তে গি কার্য্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় যদি তাঁ'রা বাধা পান,—তাঁদের ক্ষমত কেড়ে নেওয়া হয়,—তাহ'লে তাঁ'রা কি ক'র্ত্তে পারেন হুজুর!

নেরো। এ্যাঁ—এ্যাঁ—কি ব'ল্‌ছ তুমি? এমন কাজ কে করেছে?

টি। ক্ষমা করুন সম্রাট্‌—আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্ব্বেন না! আ কা'রও নাম ক'র্ত্তে পা'র্ব্বনা—

নেরো। এ্যাঁ—এ্যাঁ—তাহ'লে সিজারের জীবন বিপন্ন থাকুক? তু সেই কাপুরুষ দুষ্ট লোকের নাম ক'র্ত্তে পার্ব্বেনা ব'লে—আ প্রাণ দিই—কি বল? এ্যাঁ—এ্যাঁ—তুমি এমনি বিশ্বা ঘাতক? বল—কে সে? আমি আদেশ ক'চ্ছি—বল সে কে?

টি। যখন সম্রাট্‌ আদেশ ক'চ্ছেন—তখন এ অনুগত ভৃত্য অবশ্য সে আদেশপালন ক'র্ব্বে! সম্রাট্‌! সে ব্যক্তি অপর কে নয়,—সম্রাটের প্রতিনিধি মার্কাস্‌ সাহেব—

নেরো। মার্কাস্‌? না—না—মার্কাস্‌ নয়! খবরদার! মার্কাসে মতন সৎ লোকের নামে যদি মিথ্যা অপবাদ দাও—

টি। সম্রাট্‌! আমার কথা সত্য কি না—এই লিসিনিয়াস্‌কে জিজ্ঞা করুন! যখন আপনার পবিত্র জীবন বিপদমুক্ত কর্ব্বার জ এই ক্রিশ্চানদের একটা বালককে আমি শাস্তি দিচ্ছিলেম, তা' কাছ থেকে এই সকল ষড়যন্ত্রকারী ক্রিশ্চানদের সমাগমস্থানে নাম জানবার জন্য তা'র প্রতি বলপ্রয়োগ ক'চ্ছিলুম,—তখ

এই মার্কাস্ সাহেবই সেইখানে উপস্থিত হ'য়ে,—আমাদের কার্য্যে বাধা প্রদান করেন! এই মার্কাস্ সাহেবই আমাদের হাত থেকে একটী বন্দিনী ক্রিশ্চান বালিকাকে জোর ক'রে উদ্ধার ক'রে—মুক্তিদান ক'রেছেন! সেই বালিকার কাছ থেকে—আমরা ক্রিশ্চানদের সমস্ত সংবাদ অনায়াসে অবগত হ'তে পার্ত্তুম! সেই বালিকাকে আমরা আবার বন্দী ক'রে-ছিলুম,—কিন্তু ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে সম্রাটের প্রতিনিধি,—যাঁ'র প্রতি সম্রাট্ এই সমস্ত ক্রিশ্চান বন্দীদের ভার অর্পণ ক'রেছেন,—সেই মার্কাস সাহেব—আবার সেই বালিকাকে মুক্ত ক'রে দিয়েছেন! এই মার্কাস্ সাহেবই—সম্রাটের বিপন্ন জীবনের প্রতি লক্ষ্য না ক'রে—

[পপিয়া এবং বেরেনিসের প্রবেশ]

নেরো। এঁ্যা—এঁ্যা—এই যে আমার প্রিয়তমা পপিয়া—ঠিক সময়ে এসেছ—ঠিক সময়ে এসেছ! শুন্‌ছ—শুন্‌ছ—তোমার আমার পবিত্র জীবন নষ্ট কর্ব্বার জন্য কি রকম ভয়ানক ষড়যন্ত্র হ'চ্ছে—শুন্‌ছ?

ষড়যন্ত্র? কে একথা ব'ল্লে?

নেরো। এঁ্যা—এঁ্যা—এই টিজেলিনাস ব'ল্‌ছেন। উনি মার্কাসের দোষ দিচ্ছেন—

।। কিসের দোষ দিচ্ছেন? এই ষড়যন্ত্রের?

।। ষড়যন্ত্র! না—সম্রাট্—ঠিক ষড়যন্ত্র নয়—কিন্তু—

নেরো। কিন্তু—কি? এঁ্যা—এঁ্যা—এটা সিজারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

নয়তো কি? যা'রা সিজারের প্রাণ নেবার ষড়যন্ত্র ক'চ্ছে—তাদের রক্ষা করা—ষড়যন্ত্র—রাজবিদ্রোহিতা নয় তো কি?

প। সংবাদটা অতিরঞ্জিত হ'য়ে তোমার কাছে এসেছে—দেখ্‌ছি! শোন সিজার! আমি এর সমস্ত কাহিনী জেনেছি। এই বেরেনিস্ আমাকে সমস্ত কথা ব'লেছে; আমি তোমাকে তাই এতক্ষণ খুঁজছিলুম—তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এর একটা সুমীমাংসা কর্ব্বার জন্য! তোমার জীবন নিরাপদ কর্ব্বার জন্য কিঞ্চিৎ অধিকমাত্রায় ব্যাকুল হ'য়ে—তোমার এই সব বিশ্বাসী ভৃত্যেরা—মার্কাসের দোষটা কিছু বাড়িয়ে ব'লেছে!

নেরো। এ্যাঁ—এ্যাঁ—তা'হলে আসল ব্যাপারটা কি? এ্যাঁ—এ্যাঁ—সে কি ক'রেছে?

প। সম্রাট্! মার্কাস্ তোমার মতন উন্নতহৃদয়—জিতেন্দ্রিয় এখনও হ'তে পারেনি! সামান্য দুর্ব্বল মানব সে,—একখানি সুন্দর মুখ দেখে—সহজেই প্রেমের ফাঁদে জড়িত হ'য়ে প'ড়েছে! এই সমস্ত ক্রিশ্চানদের মধ্যে কেবল একটী প্রাণীকে সে রক্ষা ক'রেছে,—সে ক্ষুদ্র প্রাণী অপর কেউ নয়—একটী বালিকা মাত্র! সেই বালিকারই রূপমোহে মার্কাস্ ক্ষণিকের জন্য বিচলিত হ'য়েছে।

নেরো। ব্যাপার এই? এ্যাঁ—এ্যাঁ—আর কিছু নয়? কেবল একটী বালিকা? এ্যাঁ—এ্যাঁ—

প। আমার বিশ্বাস—সেই বালিকা ছাড়া আর কারও নাম এঁরা কে'উ বল্‌তে পারেন না! কি বল—টিজেলিনাস্?

টি। না সম্রাট্—আর কেউ নয়!

নেরো। হা—হা—হা—হা! কেবল একটা বালিকা! তা'তে আর কি

বিশেষ এসে যাবে? একটা বালিকা? এ—এ—এ—একটা বালিকা! তবু—বালিকাতেও অনেক বিপদের আশঙ্কা করা যেতে পারে! তা'হলে—প্রিয়তমে—তোমার উচিৎ—টিজে-লিনাস্‌কে দিয়ে সেই বালিকাটীকে মার্কাসের কাছ থেকে আনিয়ে তোমার নিজের কাছে রাখা! হ্যাঁ—হ্যাঁ—নিশ্চয়ই তোমাকে তাই কর্ত্তেই হবে। সেই বালিকাকে তুমি নিজের কাছে আনিয়ে রাখ। তুমি তা'কে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই ক'রো! এই সমস্ত হত্যা-কারী ক্রিশ্চানসম্প্রদায় জাহান্নমে যাক্! ক্রিশ্চানদের সর্ব্বনাশ হোক্! আমাদের পবিত্র জীবন তা'রা নাশ ক'র্ত্তে চায়? আমি তাদের সদলবলে সিংহের মুখে নিক্ষেপ ক'র্ব্ব! তাদের গায়ে নেকড়ে বাঘের চাম্‌ড়া পরিয়ে—ডালকুত্তা ছেড়ে দোবো! হ্যাঁ—হ্যাঁ—সে একটা ভারি মজার আমোদ হবে! তাদের সকলকে তেলে আর চর্ব্বিতে চুবিয়ে—আগুণ ধরিয়ে মশাল জ্বাল্‌ব! এ রকম আগে অনেক ক'রেছি! আবার ক'র্ব্ব। রাজ্যে অন্য আলো জ্বাল্‌তে দোবোনা—এই সব ক্রিশ্চান-মশাল তৈরি ক'রে আলোর ব্যবস্থা ক'র্ব্ব! যাও—সবাই তোমরা চলে যাও! টিজেলিনাস্! তুমি থাক—(টিজেলিনাস ব্যতীত অন্যান্য কর্ম্ম-চারিগণের প্রস্থান) এস টিজেলিনাস—তুমি আমার সঙ্গে এস। এই বালিকাকে বন্দী কর্ব্বার হুকুমনামা আমি তোমাকে এখুনি দিচ্ছি। সিজারের জীবন নেবার ষড়যন্ত্র? হ্যাঁ—হ্যাঁ—বটে! দেখ—শুধু এই ক্রিশ্চানদল নয়,—যে কেউ ওদের সঙ্গে ব্যবসা—বাণিজ্য ক'র্ব্বে, এক সঙ্গে বসবাস ক'র্ব্বে—কিম্বা বাস ক'র্ত্তে স্থান দেবে—কিম্বা এদের কোন রকম সাহায্য ক'র্ব্বে—অথবা এদের সঙ্গে বাক্যালাপ ক'র্ব্বে,—তাদের শুদ্ধ সাজা দোবো!

টিজেলিনাস! প্রাসাদের চাদ্দিকে দ্বিগুণ—চারগুণ প্রহরী বাড়িয়ে দাও! যে বাড়ী সন্দেহ হবে, সেই বাড়ীই খানাতল্লাসী ক'র্ব্বে! কাকেও দয়া ক'র্ব্বে না! রুফস্‌কে বল—একদল খুব ভাল অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াক্; ক্রিশ্চান-দলভুক্ত ব'লে যাকে সন্দেহ ক'র্ব্বে—তাকেই গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে আসুক। রুফস্‌ই উপযুক্ত বিশ্বাসী লোক; সে দয়া মায়া কাকে বলে জানেনা। বদমায়েস্‌রা সব জানেনা যে সম্রাট্ নেরো পৃথিবীতে অমর! জানেনা,—যে তাঁর পবিত্র জীবন নষ্ট ক'র্ব্বার চেষ্টা ক'র্ব্বে,—দেবতারা স্বয়ং উপস্থিত হ'য়ে তা'র প্রাণনাশের ব্যবস্থা ক'র্ব্বেন? এস টিজেলিনাস!—আমার ক্ষমতার কথা এখনও এই সব দুষ্ট লোকেরা ভাল ক'রে জানেনি! আমি—আমি—আমি—আ—আ—আ—

[নেরো ও টিজেলিনাসের প্রস্থান।

প। বেরেনিস! কেমন? আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রেছি! তোমারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে? এই ক্রিশ্চান বালিকা আর তোমায় মনোকষ্ট দিতে পার্ব্বেনা!

বেরে। সম্রাজ্ঞী! আমি আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ দিচ্ছি,—কিন্তু—কিন্তু—

প। কি আবার? আবার কিন্তু কি? তোমার কি দুঃখ হ'চ্ছে?

বেরে। এই হতভাগিনী ক্রিশ্চানবালিকার জন্য নয়, তবে মার্কাসের জন্য বটে! আমার দোষে—তাঁ'র যদি কোন বিপদ্ হয় মা—কিম্বা—

প। কিম্বা সিজারের ক্রোধে? কেমন—এইতো? না বেরেনিস—সে ভয় কোরোনা! সিজারের দ্বারায় মার্কাসের কোনও অনিষ্ট

হবে না। আমি তাকে নেরোর ক্রোধানল থেকে রক্ষা ক'র্ব্ব! কিন্তু বেরেনিস্,—আমি তো দিনরাত্রি মার্কাসের সঙ্গে সঙ্গে ফিরে অপরের হাত থেকে তাকে রক্ষা ক'র্ত্তে পার্ব্বনা! ঐ টিজেলিনাসটা বড় ধূর্ত্ত,—মার্কাসের ওপোর ওর চিরবিদ্বেষ! মার্কাসের সর্ব্বনাশ ক'র্ত্তে টিজেলিনাস যথাসর্ব্বস্ব পণ ক'রে বসেছে! যতটা আমি জান্তে পার্ব্ব—মার্কাস্‌কে আমি ততটাই রক্ষা ক'র্ত্তে পার্ব্ব! সেইজন্য তোমায় বলি,—তুমি মার্কাসের সমস্ত খবর এনে আমাকে দেবে! আর মার্কাসেরও সাবধান হওয়া দরকার! (বেরেনিসের ক্রন্দন) বুঝেছি অভাগিনি! প্রতিহিংসা সাধন ক'র্ত্তে গিয়ে,—দুঃখে ক্ষোভে প্রাণ আপনিই কেঁদে উঠ্‌ছে! এখন আর কাঁদ্‌লে কি হবে? এখন একটু সাহসে বুক বাঁধ্‌তে হবে! আমি ব'ল্‌ছি—মার্কাসের কোনও অনিষ্ট হবে না! সেই বালিকাকে তার কাছ থেকে কেড়ে আন্‌লেই সকল দিক্ রক্ষা হবে! চোখের অন্তরালে গেলে, মার্কাস্ নিশ্চয়ই তাকে ভুলে যাবে! তোমারও অতৃপ্ত কামনা-পূর্ণ হবে। মার্কাস সিজারের আদেশ লঙ্ঘন ক'র্ত্তে কখনই সাহস ক'র্ব্বেনা! সিজারই মার্কাসকে আদেশ ক'র্ব্বেন—তোমাকে বিবাহ ক'র্ত্তে!

বেরে। আপনার আশ্বাসবাণীতে আমার হতাশহৃদয়ে লক্ষ আশার সঞ্চার হ'চ্ছে! সম্রাজ্ঞি! আমি কেমন ক'রে আপনাকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাব? কি ব'লে আপনাকে ধন্যবাদ দোবো?

প। আমাকে ধন্যবাদ দিতে হবে না! যতদিন না মার্কাস্‌কে তুমি স্বামীরূপে লাভ কর,—ততদিন তোমার কিছুই ক'র্‌তে হবে না!

এখন চুপ ক'রে কেবল সেই শুভ সময়ের অপেক্ষায় থাক। বেরেনিস্! এখন মনে ক'চ্ছ—মার্কাস্‌কে তোমার আপনার ক'রে দিয়ে আমি তোমার বড় মঙ্গলসাধন ক'চ্ছি! কিন্তু পরে বুঝ্‌বে—আমি তোমার কত অনিষ্ট করিছি! এখন মনে হ'চ্ছে—মার্কাস্‌ই তোমার সর্ব্বস্ব! ভাল—ভাল—একটু অপেক্ষা কর বেরেনিস্—একটু অপেক্ষা কর! আমরা স্ত্রীজাতি—বড় মূর্খ—বড় হীনবুদ্ধি—বড় দুর্ব্বল! বিবাহ না হ'লে আমরা পুরুষ-জাতি কেমন—কিছুতেই বুঝতে পারি না! বিবাহের পূর্ব্বে প্রণয়ীকে বড় মধুর মনে হয়; কিন্তু সেই প্রণয়ী যখন স্বামীপদে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন পুরুষজাতির স্বরূপমূর্ত্তি তা'তে প্রকাশিত হয়!

[পপিয়ার প্রস্থান।

বেরে। হোক্—তবু মার্কাস্‌কে আমি না ভালবেসে থাকৃতে পার্ব্ব না। এত লাঞ্ছনা—এত গঞ্জনা—এত অপমান—এত অনাদর,—তবু তো তাঁকে ভুল্‌তে পাচ্ছি না! তবু তো তাঁকে না ভাল-বেসে থাকৃতে পাচ্ছি না! হা রে নারীর হৃদয়!

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

[মার্কাসের অট্টালিকার সজ্জিত বিলাসকক্ষ]

নর্ত্তকীগণ।

গীত।

(আমরা) বিলিয়ে দোবো আপনারে,—কে নেবে এস।
এ সুযোগ আর হবে না, এ মেজাজ আর রবে না,—
যে চাবে—অম্নি পাবে,—(যদি) হেসে পাশে বোসো,
(খালি) হেসে পাশে বোসো॥
উথ্‌লে প'ড়ে যায় মধু, খুজ্‌ছি তাই ভোম্‌রা-বঁধু;
মেতেছি সুধাপানে,—কে জানে কি ভাব প্রাণে,—
প্রেমের টানে ভাসিয়ে দোবো—(শুধু) একটু ভালবেসো॥

[মার্কাসের প্রবেশ]

উৎসবে আনন্দে সকলেই মত্ত! কেবল নিরানন্দ আমি! কেবল চিন্তা—তা'র চিন্তা—সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানির চিন্তা! নিমন্ত্রিত লোকেদের সঙ্গে আনন্দে যোগদান ক'র্ব্ব মনে ক'রে এতটা সুরাপান ক'ল্লুম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না! সুরার বিপুলশক্তি আমার প্রণয়বিষে জর্জ্জরিত দেহের উপর কিছুতেই আধিপত্য ক'র্ত্তে সক্ষম হ'ল না! মার্সিয়ার কথা নিয়ে সকলেই উপহাস ক'চ্ছে—সকলেই কৌতুক ক'চ্ছে! ছি—ছি—লজ্জা রাখবার স্থান কোথাও নাই! লোকের মুখে তীব্র বিদ্রূপের হাসি, মর্ম্মঘাতী উপহাসবাণী আর সহ্য হয় না!

সবাই আনন্দ ক'চ্ছে করুক্—আমি নির্জ্জনে ব'সে মার্সিয়ার ধ্যান করি!

[মত্তাবস্থায় গ্লাবরিওর প্রবেশ]

গ্লা। এই কি তোমার ধর্ম্ম—মার্কাস্ সাহেব? আমরাও কি বাবা তোমার পিরীতের মেয়েমানুষ যে, আমাদের পায়ে ঠেলে চ'লে এলে?

মার্ক। এ কি! তুমি খেতে খেতে চলে এলে কেন?

গ্লা। বড় গরম বোধ হ'চ্ছে বুঝলে বাবা? তুমিই তো আগে পথ দেখিয়েছ! আমাদের সব খাওয়াতে বসিয়ে তুমি ফুড়ুৎ ক'রে পাশ কাটিয়ে চলে এলে—তোমাকে ছেড়ে আমরা কি ক'রে পোড়ারমুখে খাবার দিই? এস বাবা—চলে এস! একা তোমা বিহনে সব মাটী হ'তে বসেছে! ফূর্ত্তি যেন জমেও জম্‌ছে না! মদে সাঁতার দিচ্ছি—উল্‌টে পাল্‌টে চিৎ হয়ে ডুব দিয়ে, তবু শালার নেশা যেন দেশ ছেড়ে পালিয়েছে! গান যেন গাধার ডাক শোনাচ্ছে, রসিকতায় দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে! আর আন্‌কেরিয়া সুন্দরী তোমার বিরহে মাঝে মাঝে এমন দীর্ঘনিঃশ্বাস ঝাড়্‌ছে—যেন "হাপরযন্ত্র" হাওয়া দিচ্ছে—"ভোঁস্—ভোঁস্!" এস—তার কাছে একবার এস—তাকে একটু ঠাণ্ডা ক'রে দাও!

মার্ক। আন্‌কেরিয়া?

গ্লা। হ্যাঁ—সেই টক্‌টকে—ঝক্‌ঝকে মেয়েমানুষটী! আহা—কি চেহারাই ক'রেছে বাবা! যেন চিলেপর্ণ কবুতর! ঠিক বল,—তাতে তোমার মন ওঠেনা? সে চেহারা দেখে তোমার সুখ হয় না? হক্ কথা বল!

মার্ক। আমার সুখ? সুখ কা'র আছে? প্রকৃত সুখের অধিকারী কে? গ্লাব্রিও! দেবতা ভিন্ন মর্ত্ত্যের মানব কি কখন প্রকৃত সুখ উপভোগ ক'র্ত্তে পারে? লোকে বৃথা সুখের অন্বেষণে ব্যাকুল হ'য়ে বেড়ায়!

গ্লা। সুখ যদি ব'ল্লে মার্কাস্ সাহেব—সে কেবল এক মদের পিপের ভেতর আঁটা আছে! আর হাল্‌ফিল্ আমি যা দেখ্‌ছি—ঐ আন্‌কেরিয়া ছুঁড়ীটা, আহা—টুক্‌টুকে গোলাপ ফুলের মতন মুখ-খানা, ওতে একটু আধটু সুখ খুঁজ্‌লে বোধ হয় মিল্‌তে পারে!

মার্ক। হ্যাঁ—ঠিক ব'লেছ গ্লাবরিও! স্ত্রীলোকের রূপ-সৌন্দর্য্য গোলাপ ফুলের মতনই বটে! টাট্‌কা তুলে বুকে রেখে সুখ হয় বটে, কিন্তু এক দিনেই শুকিয়ে যায়! আর তা'তে কোন সুখ নেই!

গ্লাব্। আরে না—না—আন্‌কেরিয়া সে গোলাপ ফুল নয়! এ স্বর্গের গোলাপ—এতে স্বর্গের মালমস্‌লা আছে? এ এমন ফুল নয়! একে শুধু বুকে ধরে কি,—মাটীতে ফেলে দাও—আছ্‌ড়াও—থেঁতো কর—পাপ্‌ড়ি ছেঁড়ো—যেমন তাজা তেম্‌নি তাজাই থাক্‌বে! আন্‌কেরিয়া চিরকালই আন্‌কোরা থেকে যাবে! একবার তা'র কাছে চলনা ছাই!

মার্ক। কা'র কাছে যাব? আন্‌কেরিয়া? আমি আন্‌কেরিয়াকে চাইনা—আমি কা'কেও চাইনা! আমি তাদের ঘৃণা করি। তুমি যাও, তাদের বলগে—আমি অন্য কার্য্যে ব্যস্ত! সত্য মিথ্যা যাহোক্ তাদের বলগে! যাও—আমার কাছ থেকে স'রে যাও!

গ্লা। বুঝিছি বাবা বুঝিছি—এতটা ন্যাকা নই—বুঝিছি! সেই ক্রিশ্চান ছুঁড়ীটাই দফা রফা ক'রে দিয়েছে,—কাম্‌ড়ে ঘা ক'রে

দিয়েছে! হায় হায় মার্কাস্! সত্যিই কি শেষে ক্রিশ্চান হ'য়ে গেলে?

মার্ক। কি—কি—কি ব'ল্লে? আমি—আমি ক্রিশ্চান? যাও—চলে যাও—গ্লাবরিও—যাও বল্‌ছি—

গ্লাব। যাচ্ছি বাবা! তুমি এখন যে রকম খেঁকি হ'য়েছ, এখুনি আমার গালে কাম্‌ড়ে দেড় পোয়া মাংস তুলে নেবে! শেষে কি মর্ব্বার সময় কেঁউ কেঁউ ক'রে কুকুর ডাক ডেকে, কুকুরছানা বিইয়ে ম'র্ব্বে? মোদ্দাৎ—বড় বাঁকা রাস্তায় গিয়ে পড়েছ—বুঝ্‌লে সাহেব? তোমার সবই কেমন গোলমেলে রকম দেখ্‌ছি! আচ্ছা গোলমালটা হ'য়েছে কোথায়? বুকে না পেটে? যদি পেটে হ'য়ে থাকে, ডাক্তার ডেকে—হজ্‌মিগুলির ব্যবস্থা কর! আর যদি বুকে হয়ে থাকে, তোমার সেই মেয়েমানুষটীকে আনাও! ডাক্তার আর মেয়েমানুষ দুইই সমান—বাবা! দুজনেই প্রাণ বাঁচায়—দুজনেই প্রাণে সত্য সত্য মারে!

[ভূতলে উপবেশন]

মার্ক। কা'কে আনাব গ্লাবরিও? মার্সিয়াকে? তাকে আনিয়ে লাভ কি? সে তো সাধারণ স্ত্রীলোকের মত নয়! এমনটী যে আমি কখনো দেখিনি! তা'র পবিত্রতায়—তা'র সরলতায়—তা'র তেজস্বিতায়—তা'র কাছে যথার্থই আমি পরাজিত! আমি তা'কে আমার ক'র্ত্তেও পাচ্ছি না—ভুল্‌তেও পাচ্ছি না। আমি সে দেবীপ্রতিমার মুখের দিকে নির্ভয়ে চাইতে পারি না! মার্সিয়ার পবিত্রতা আর আমার প্রেমোন্মত্ততার মধ্যস্থলে একটা যেন পর্ব্বতের ব্যবধান প'ড়ে গেছে! সে পর্ব্বতের গায়ে আঘাত ক'রে ক'রে আমার বুকখানা ভেঙ্গে চৌচির হ'য়ে যাচ্ছে, তবু

ব্যবধান তিলমাত্র স'র্‌ছে না! কিন্তু গ্লাব্‌রিও—যেমন ক'রেই হোক্, পর্ব্বত সরাতেই হবে,—নইলে আমি যথার্থই উন্মাদ হ'য়ে যাব!

গ্লা। আরে হ্যাঁ—হ্যাঁ—ও সমস্ত পিরীতের কাণ্ডকারখানা আমার বিস্তর করাও আছে—জানাও আছে! মদ মেয়েমানুষের চাষ ক'রে—আমার জীবনলাঙ্গলটা খ'য়ে গেল! এখন আর দুটো চলেনা; একা মানুষ—মদ আর মেয়েমানুষ দুটো পারিনা ব'লে—একটা ছেড়ে একটাতেই মজে রয়েছি! মেয়েমানুষ ছেড়ে—প্রাণমন সবটাই মদে অর্পণ ক'রেছি! এক কাজ কর, মার্সিয়াকে আন্‌তে পাঠাও! একদিন বিফল হ'য়েছ ব'লে,—এক দিন বাগাতে পারনি ব'লে, সব আশা ভরসা ছেড়ে দেবে? বুঝ্‌লে না—ছুঁড়ীটা তোমার একটু খিদে বাড়াচ্ছে! তুমি আজ একবার তা'কে জানিয়ে দাও দিকি যে, তুমি আর তা'কে চাওনা—তুমি তা'কে ত্যাগ ক'র্ব্বে! যেই সে বুঝ্‌বে যে তোমায় সে হারাতে ব'সেছে,—অম্‌নি "পিসেমশাই" ব'লে তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে পোড়্‌বে!

মার্ক হা গ্লাব্‌রিও! তুমি মার্সিয়াকে জাননা, তাই এমন কথা ব'ল্‌ছ!

গ্লাব্‌ আমি মার্সিয়াকে না জানি, মার্সিয়ার মাসীদের তো জানি—মেয়েমানুষ জাতকে তো জানি বাবা!

মার্ক। মার্সিয়া ধর্ম্মপরায়ণা—সুচরিত্রা!

গ্লা। ও সব ঢের দেখেছি বাবা—চুপ করনা! ধর্ম্ম সুচরিত্র—ও সব নগদ টাকায় আজ কাল মেছোহাটায় কিন্‌তে পাওয়া যাচ্ছে! ধর্ম্ম বল—চরিত্র বল—মেয়েমানুষ বল,—টাকা ফেল্লেই

সব পাওয়া যায়! তবে—হ্যাঁ—ঠিক যা'র যেমন দর তা দিতে হবে বই কি! তুমি তোমার একটা দর দিলে—তা'র উপযুক্ত হ'লনা, কাজেই তুমি পেলেনা; ক্রমে দর চড়াতে থাক, আরও চড়াও—আরও চড়াও—ফের্ চড়াও,—একটা না একটা জায়গায় গিয়ে ঘ্যাচ্ ক'রে লেগে যাবেই যাবে! তুমি বড় লোক—অগাধ পয়সা, একটা সওদার ওপোর ঝোঁক হ'য়েছে, বেশ,—খুসি হ'য়ে টাকা ছাড় চক্ষু বুঁজে টাকা ছেড়ে যাও—সওদা আপনি এসে তোমার ঘরে মজুৎ হবে! তবে একটা কথা ব'ল্‌ছি বাবা মার্কাস্ সাহেব! মেয়েমানুষের জন্যে ধন দৌলত টাকা জহরৎ যথাসর্ব্বস্ব বিলিয়ে দাও,—কিন্তু দোহাই বাবা—সেই সঙ্গে যেন নিজেকে তলিয়ে দিও না! লক্ষ লক্ষ মার্সিয়ার চেয়ে—একা মার্কাসের দাম ঢের—ঢের বেশী—বুঝ্‌লে বাবা?

মার্ক ঠিক বলেছ গ্লাবরিও! তোমার বাক্য যুক্তিপূর্ণ ব'লে বোধ হ'চ্ছে! আমি মার্সিয়াকে আন্‌তে পাঠাচ্ছি! কে আছ ওখানে?

[জনৈক রক্ষকের প্রবেশ]

সেই ক্রিশ্চান বালিকাকে নিয়ে এস!

[রক্ষকের প্রস্থান।

নেপথ্যে—ক্রিশ্চানবন্দিগণের গীত।

"তোমারি চরণ করিয়া স্মরণ চলেছি তোমারি পথে।
কর তমোনাশ হওহে প্রকাশ এস বসো হৃদিরথে॥"

মার্ক। শুনছ—গ্লাব্রিও! এই নীরব নিশিথে, সমবেতকণ্ঠে বন্দী ক্রিশ্চাননরনারীগণ বন্ধনাবস্থায় কি মর্ম্মভেদীস্বরে প্রার্থনা-গীতি গান ক'চ্ছে! গ্লাব্রিও! এ সঙ্গীত শুন্‌লে—আমার প্রাণে যেন কি একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার উদয় হয়!

গ্লাব্। হবারই তো কথা! ব্যাটারা বন্দী হ'য়ে হাতে পায়ে শেকল প'রেছে—তবু প্রাণে ফূর্ত্তির কম নেই! আচ্ছা—এ ব্যাটারা কি দিনরাত্রিই উপাসনা ক'রে? মরণের ভয় কি ব্যাটাদের মোটেই নেই?

মার্ক গ্লাব্রিও! তুমি তোমার বন্ধুদের কাছে ফিরে যাও!

গ্লাব্ ছুঁড়ীটার চেহারাখানা একবার দেখ্‌বনা? দোহাই বাবা—আমি একবার তা'কে বাহুপাশে বেষ্টন ক'রে আমার শুক্‌নো জীবনকাষ্ঠে কিঞ্চিৎ রসের সঞ্চার করিয়ে নোবো!

মার্ক। গ্লাব্রিও—শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ কর। নচেৎ—

গ্লাব্ বুঝিছি বাবা বুঝিছি! আমি তোমার পিরীতের খনিতে কোদাল পাড়তে চাইনা বাবা—আমি চল্লুম! হ্যা—হ্যা—হ্যা—হ্যা!

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

মার্ক। আঃ—বাঁচা গেল! জঞ্জাল বিদায় হ'ল! ঐ মার্সিয়া এসে পড়েছে!

[রক্ষকের সহিত বন্ধনাবস্থায় মার্সিয়ার প্রবেশ]

মার্ক। একি? কে এমন কাজ ক'র্ত্তে সাহস ক'ল্লে?

রক্ষ। কারারক্ষকেরা এ কাজ ক'রেছে—পাছে ইনি আবার পালিয়ে যান!

মার্ক। এই মুহূর্ত্তে শৃঙ্খল খুলে নাও।

[রক্ষককর্ত্তৃক মার্সিয়ার শৃঙ্খল উন্মোচন]

আর সেই কারারক্ষককে আমার সৈন্যাধ্যক্ষ ভিটুরিয়াসের কাছে পাঠিয়ে দাও। তা'র এ দুষ্কৃতের জন্য তা'কে অনুতাপ ক'র্ত্তে হবে।

[রক্ষকের প্রস্থান।

মার্ক। সুন্দরি! তোমার এই অপমানের জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। সত্য ব'ল্‌ছি—আমি এ বিষয় জান্‌তুম না! আমার আদেশ অনুসারে এ কার্য্য হয়নি!

মার্সি। আপনার নিকট আমি কোনও অনুগ্রহের প্রত্যাশিনী নই। আমার সঙ্গীদের যা দশা—আমারও সেই দশা হোক্!

মার্ক। তা হয় না—তাদের সঙ্গে তোমার তুলনা হয় না!

মার্সি। কেন হবে না? তাদের মধ্যে এমন অনেক আছে—যা'রা শৃঙ্খলবন্ধনযন্ত্রণা সহ্য ক'র্ত্তে আমার চেয়েও শক্তিহীন!

মার্ক। সুন্দরি! ঐ লাবণ্যময় সুন্দর দেহ,—ঐ কোমল হস্ত অন্য শৃঙ্খলের জন্য সৃষ্টি হ'য়েছে! সে প্রেমের শৃঙ্খল!

মার্সি। আপনি আমায় কেন এখানে আন্‌লেন?

মার্ক। তোমার ঐ রূপসুধা পান কর্ব্বার জন্য; তোমার বীণা-বিনিন্দিত মধুর কণ্ঠধ্বনি শোন্‌বার জন্য; তোমার ঐ উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় নয়নযুগলের মনোহর শোভা দেখ্‌বার জন্য; তোমার ঐ সুন্দর সুষমাধার মুখপদ্মের সৌরভ আঘ্রাণ কর্ব্বার জন্য!

মার্সি। আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমার একটী উপকার ক'র্ব্বেন?

মার্ক। উপকার? কি বল,—আদেশ কর,—আনন্দের সহিত তোমার আদেশ পালন ক'র্ব্ব।

মার্সি। আমার বন্দী সহচরগণের কাছে আমাকে পাঠিয়ে দিন।

মার্ক। কেবল ঐটী পার্ব্বনা। তা ছাড়া আর আমায় যা বল্‌বে আমি অবনতমস্তকে তাই পালন ক'র্ব্ব।

মার্সি। না—আমি আর কিছু চাই না। তাদের সঙ্গে একত্রে বাস এবং তাদের কারামুক্তি—এই দুটী আমার প্রার্থনা।

মার্ক। এ দুটীর একটীও আমি পূর্ণ ক'র্ত্তে পার্ব্ব না!

মার্সি। কেন? আপনার তো সকল ক্ষমতাই আছে!

মার্ক। আমি তাদের মুক্তি দিতে পারি না—কারণ আইনের ওপোর আমার কোন ক্ষমতাই নাই। আমি আইন মান্য ক'র্ত্তে বাধ্য। আমি তোমাকে তোমার সঙ্গীদের কাছে যেতে দিতে পারি না,—কারণ, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করার ইচ্ছাশক্তি অপেক্ষা—তোমার প্রতি আমার ভালবাসার শক্তিই অধিক।

মার্সি। প্রভু! আইনের চক্ষে আমি অপরাধিনী—আমি আপনাদের কাছে বন্দিনী। আমি আইনের বিধি লঙ্ঘন ক'রেছি—আমাকে শাস্তি দিন। আমি নিঃসঙ্কোচে, নির্ব্বিবাদে সকল যন্ত্রণা সহ্য ক'র্ত্তে শিক্ষা করিয়াছি।

মার্ক। তোমাকে শাস্তি দোবো? তুমি যন্ত্রণা ভোগ ক'র্ব্বে? আমি থাক্‌তে তোমার পায়ে কুশাঙ্কুরও বিদ্ধ হবে না! সুন্দরি! আমার সঙ্গে মিত্রতা কর!

মার্সি। সজ্জনের সঙ্গে মিত্রতা—শ্রদ্ধাসম্মান ব্যতীত হয় না!

মার্ক। আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধাসম্মান নাই?

মার্সি। যার আত্মসম্মান নাই—যার নিজের উপর কোনও শ্রদ্ধা নাই, আমি তা'কে কেমন করে শ্রদ্ধাসম্মান ক'র্ত্তে পারি ?

মার্ক। আমার আত্মসম্মানজ্ঞান নেই ?

মার্সি। যে স্ত্রীলোককে সম্মান ক'র্ত্তে জানে না,—আত্মসম্মানজ্ঞান তা'র কেমন ক'রে থাকতে পারে ? গুরুদেব বলেছেন,—পুরুষে যা কিছু সৎ ও সুন্দর আছে—স্ত্রীলোকই তা'র একমাত্র পবিত্র আধার

মার্ক। এমন স্ত্রীলোক তো দেখিনি—সুন্দরি !

মার্সি। সচরাচর পুরুষের ইচ্ছানুরূপই স্ত্রীচরিত্র গঠিত হয়। আত্মজন ব্যতীত কোন্ পুরুষ পরস্ত্রীর পবিত্রতা কামনা করে ?

মার্ক। পবিত্রতা ? হা—হা—হা—হা ! সেই পবিত্রতা ? ন্যায় অন্যায়—পাপ—পুণ্য—ধর্ম্ম—অধর্ম্ম—এ সব কি ? কিছুই না। অভ্যাস এবং অবস্থার বিপর্য্যয়ে এ সকলের উৎপত্তি ! এ সমস্ত মানুষের ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নয় ! মানুষ কিসের জন্য লালায়িত—জান সুন্দরি ? কি পাবার জন্য—মানুষ এই সমস্ত পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম ন্যায়-অন্যায়ের ভেতর অন্ধ হ'য়ে ঘুরে মরে—জান ? সুখ ! সেই দুষ্প্রাপ্য জিনিস সুখ—যা সহস্র চেষ্টা ক'ল্লেও—মাথা খুঁড়লেও খুঁজে পাওয়া যায় না ! সেই সুখ যদি অযাচিতভাবে আমার কাছে এসে পড়ে, আমি কি তা'কে পরিত্যাগ ক'র্ব্ব ?

মার্সি। সত্য কথা—সুখ সহজে কেউ পায় না,—তা'র কারণ,—লোকে আমোদপ্রমোদের ভেতর সুখের অন্বেষণ করে ! আমোদ-প্রমোদ আর সুখ—এক জিনিষ নয় ! আমোদপ্রমোদ এই পৃথিবীর তুচ্ছ মানুষের সৃষ্টি,—আর সুখ—স্বর্গের সেই ঈশ্বরের সৃষ্টি !

মার্ক। কোন্ ঈশ্বরের কথা ব'লছ ?

মার্সি। সেই এক ঈশ্বর,—যিনি জগতের ঈশ্বর,—অনাদি—অনন্ত—অসীম—অক্ষয়—অব্যয় !

মার্ক। আমরা সকল ঈশ্বরকে তাই মনে করি। সকলেই কি অনন্ত ?

মার্সি। ঈশ্বর এক ভিন্ন দুই নাই !

মার্ক। তোমার এই একেশ্বরবাদিত্বেই তুমি স্বীকার ক'চ্ছ—তুমি ক্রিশ্চান ?

মার্সি। (নীরব)

মার্ক। তুমি ক্রিশ্চান ? তা হোক্—তাতে ভয় কোরো না। আমি প্রতিজ্ঞা ক'চ্ছি—তুমি আমার কাছে এ কথা স্বীকার ক'ল্লে তোমার কোন অনিষ্ট হবে না। কিন্তু একি সত্য ? বল ! সত্য কি তুমি ক্রিশ্চান ?

মার্সি। আমি অস্বীকার ক'র্ব্ব না।

মার্ক। কেন তুমি ক্রিশ্চান হ'লে ?

মার্সি। কেন সূর্য্য কিরণ দেয়—কেন ফুল ফোটে—কেন পাখী গান গায় ? কারণ, এ সমস্ত তাঁরই ইচ্ছা !

মার্ক। থাক্ সুন্দরি—এ সমস্ত ধর্ম্মের তত্ত্বকথা পরিত্যাগ ক'রে—আমাদের বয়সের উপযোগী কার্য্য করি এস। এ সমস্ত ধর্ম্মের মীমাংসা ধর্ম্মযাজক বৃদ্ধদের মুখেই শোভা পায় ! আমাদের দুজনেরই উত্তপ্ত যৌবনরক্ত শিরায় শিরায় প্রবাহিত,—আমরা সংসারের প্রবেশপথে পদার্পণ ক'রেছি মাত্র। এস সুন্দরি—এই অসার ধর্ম্মতর্ক পরিত্যাগ ক'রে—প্রেমভালবাসার বিনিময় করি !

[মার্সিয়ার হস্তধারণ]

মার্সি। (সভয়ে) আপনাকে মিনতি কচ্ছি—আমাকে এখান থেকে যেতে দিন। আপনাকে আমার ভয় ক'চ্ছে!

মার্ক। আমাকে ভয়? প্রেমে প্রাণ কোমল—নম্র—দয়ার্দ্র হয় তা কি জাননা? আমি প্রেমিক,—আমাকে ভয় কি সুন্দরি?

মার্সি। দোহাই আপনার—আমাকে যেতে দিন, না হয় আমায় মৃত্যুর কবলে নিক্ষেপ করুন।

মার্ক। মৃত্যুর কবলে? ভাল—কাল দুজনেই না হয় মৃত্যুর কবলে আশ্রয় গ্রহণ ক'র্ব্ব! এস—আজ উভয়ে জীবনের যৌবনের পরমসুখের আস্বাদন করি! (মদ্য ঢালিয়া) সত্য ব'ল্‌ছি! এতক্ষণ তোমাকে নির্জ্জনে রেখে—তোমার এই অতুল সৌন্দর্য্যরাশি এতক্ষণ উপভোগ না ক'রে, আমার দেহের সমস্ত রক্ত যেন জল হয়ে এসেছিল! (মদ্যপান) আঃ—গ্লাব্‌রিও ঠিক বলেছে—এতক্ষণে যেন দেহের জড়ত্ব দূর হ'ল—

[আন্‌কেরিয়ার প্রবেশ]

আন্‌। পালিয়ে এসে লুকিয়ে রয়েছ? কেমন ধরেছি? আচ্ছা, কেন আমাদের ছেড়ে এলে? গ্লাব্‌রিও তোমাকে ডাকৃতে এল,—তোমাকে সঙ্গে না নিয়েই ফিরে গেল! কেন—তা আমাদের বল্লে না! এস—তোমার বন্ধুদের কাছে ফিরে এস! তুমি বিহনে সকল আমোদই নষ্ট হ'চ্ছে। (মার্কাস্‌কে বাহুপাশে বেষ্টন ও মার্কাসের তাহা হইতে আপনাকে সজোরে মুক্ত করণ।)

আন্। এ কি? আজ হঠাৎ এ ভাব কেন? এতটা পরিবর্ত্তন কিসে হ'ল মার্কাস্? আর কি তুমি আমায় ভালবাসনা?

মার্ক। আঃ—তোমরা আমোদ করগে যাও। কেন আমাকে বিরক্ত ক'চ্ছ? যাও—আমাকে একলা থাকতে দাও!

আন্। (মার্সিয়াকে দেখিয়া) ও—বুঝিছি—তাই বটে? এই জন্য আমাদের ছেড়েছুড়ে এসে নিরিবিলীতে বসেছ? এ মেয়েমানুষটী কে?

মার্ক। আমারই নিমন্ত্রিতা!

আন্। তাহ'লে উনিও আমাদের সঙ্গে ফূর্ত্তিতে যোগ দিন!

মার্ক। তোমার হুকুমে তো উনি এখানে আসেন নি!

আন্। কিন্তু আমি তো তোমার ইচ্ছায় এখানে এসেছি!

মার্ক। তাহ'লে আমার ইচ্ছায় তুমি এখান থেকে চ'লে যাও!

আন্। বটে? চলে যাব বৈকি? তোমারই ফূর্ত্তির জন্য আমি এসেছি বটে,—কিন্তু আমারি ফূর্ত্তির জন্য রয়েছি!

মার্সি। (মার্কাসের প্রতি) আমি মিনতি ক'চ্ছি আমায় কারাগারে যেতে দিন!

আন্। কারাগারে? কারাগারে? ওহো হো—এতক্ষণে বুঝিছি—এই ইনিই সেই ক্রিশ্চান সুন্দরী—যাঁকে নিয়ে সহর তোলপাড়! এই ডাইনী তোমাকে মজিয়েছে—বটে? (চীৎকার করিয়া) ও গ্লাবরিও—ও ডায়োনেস! ওলো ও থিয়া—ও ডারডানাস্! সব এখানে আয়, আয়—ছুটে আয়—ছুটে আয়! মজা দেখে যা! মার্কাস সাহেব সুন্দরীদের ছেড়ে কেন এখানে পালিয়ে লুকিয়ে বসে রয়েছে—দেখে যা—বুঝে যা—জেনে যা সব! ওরে—ওলো বাঁদীরা! আলো নিয়ে আয়—ঐ চাঁদ মুখখানা ভাল ক'রে দেখি!

মদ নিয়ে আয়—সুন্দরীর কল্যাণ করি! আয়—আয়—আয়—
সব চলে আয়—কে কোথায় আছিস্! (বিকট হাস্য)।

[গ্লাব্‌রিও, জুলিয়া, সিরিণি, ফিলোডিমাস্, ডায়োনেস
ইত্যাদি নিমন্ত্রিত নরনারীগণের
মত্তাবস্থায় প্রবেশ]

গ্লাব্। কি—কি—আনকেরিয়া বিবি! এত ত্যাওড়াচ্ছ কেন চাঁদ? বাঘে কামড়ে ধরেছে নাকি?

আন্। আরে এস এস—মজা দেখ্‌সে গ্লাব্‌রিও!

গ্লাব্। মজা? কি মজারে পাগ্‌লি? তুই কি মজা দেখাবি—কাল্‌কের ছুক্‌রি তুই! মজা দেখ্‌বি তো আয়—আমার কাছে আয়—আমার এই পিস্‌তুঁতো পুষ্যিপুত্তুর ফিলোডিমাসের কাছে আয়—

ফি। আমি মজা টজা দেখাতে পার্ব্বনা বাবা—আমাকে ও সব বোলোনা—আমি ছেলেমানুষ—হ্যঁা!

গ্লা। ওঃ—শালা ছেলেমানুষ! কথার ছাঁদুনি দেখ্‌ছ—(মার্সিয়াকে দেখিয়া) এঁ্যা—ওরে বাবারে! এ যে একেবারে সাক্ষাৎ আগ্নেয় পর্ব্বত রে? হ্যাঁ হ্যাঁ আন্‌কেরিয়া বিবি—এইবার মজা দেখ্‌ছি বটে!

সিরিণি। কি মজা দেখেছ?

গ্লা। তুই দেখ্‌বি? ঐ—ঐ দেখ্‌ লি লি ক'চ্ছে!

সিরি। এ কে ভাই গ্লাবরিও? ও কি মজা দেখাবে? ও কি সং? না রংএর নাচ নাচবে?

ডায়োনেস্। নাচিয়ে মেয়েমানুষ? বটে? কে বল দিকি? ঠিক ঠাওর ক'র্ত্তে পাচ্ছিনা? ও চেহারায় যদি ও একবার নেত্য করে—

আর ওকে থামতে দিচ্ছি না! জীবনভোর আমি ওকে নেত্যই করাব!

জুলিয়া। মেয়েমানুষটি কে?

আন্। কে জাননা? সেই ক্রিশ্চান ছুঁড়ীটা লো!

সকলে। ক্রিশ্চান ছুঁড়ী? দেখি—ভাল করে দেখি!

আন্। (স্ত্রীলোকদের প্রতি) হ্যাঁ—ভাল করে দেখ্! দেখে বোঝ্—কেন তোকে আমাকে ছেড়ে মার্কাস সাহেব পালিয়ে এসেছে! এই ডাইনীর মন্ত্রেই মার্কাস সাহেব মজে রয়েছে! ওলো সখীরা—আয়—সবাই মিলে ওর ডাইনীমন্ত্র ছাড়িয়ে দিই! নইলে আমাদের প্রাণের নাগর হাতছাড়া হয় লো!

ফিলো। নাগর? নাগরের ভাবনা কি আন্কেরিয়া বিবি? আমি এমন সোণারচাঁদ রসের সাগর তোমার প্রেমের নাগর রয়েছি—আমি তো কখনো হাতছাড়া হবনা! এস—এস (বলিয়া জুলিয়াকে আকর্ষণ)

জু। ওমা—আমায় টানে কেন? আমি জুলিয়া—আমি আন্-কেরিয়া নই।

আন্। হ্যাঁলা—বলি তোরা চুপ্ করে রইলি কেন? একটা ছুঁড়ীর কাছে আমরা হার মান্ব?

ডায়ো। আমরা হার মান্বো কিসে? ও আমাদের কিসে হারাবে লা? ওকি ভাল গাইতে পারে? ওকি নাচ্তে জানে? ওকি সং দিতে পারে—আমাদের মতন?

গ্লাব্। বাপ্রে? তোমার মতন ও কিছুই ক'র্ত্তে পারে না বিবি! শুধু ও কেন—তোমার মতন মেয়েমানুষ যে হ'তে পারে—ও তাই জানেনা। তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখুনি ২০। ২৫ টা

ডিগ্‌বাজি খেয়ে ফেল্‌বে,—পড়াং করে এক লাফে ঐ গাছের মট্‌কায় চ'ড়ে ব'স্‌বে! তোমার সঙ্গে পুরুষই পাল্লা দিতে পারে না—তা ওতো একটা তুচ্ছ ছুঁড়ী! তবে একটা ধর্ম্ম কথা বল বাবা—হ্যাঁ—হ্যাঁ—ওর চেহারাখানা বড়ই "মরে যাই—মরে যাই" গোছের কিনা! চটক দেখ্‌ছ একবার?

ডায়ো। ছাই চটক! ওরকম চটক আমার চোখেই লাগে না!

থিয়ো। আমারও না ভাই! ছুঁড়ী বড্ড ঢ্যাঙ্গা!

জুলি। বড্ড যেন ভিত্‌ভিতে!

সিরি। দাঁড়িয়েছে যেন কাটের পুতুল! না আছে একটু বাহার—না আছে একটু ঢং!

ডায়ো। তা'হলে মার্কাস্ সাহেবকে কিসে মজালে ভাই—বল্ দিকি!

জুলি। মুখখানা একটু কচি কচি—না?

আন্। মার্কাস্ সাহেবকে গুণ ক'রেছে—যাদু ক'রেছে! ওটা ডাইনী লো—কুহকিনী! লোকে বলে—ক্রিশ্চানরা অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা ক'র্ত্তে জানে! অনেক রকম ভোজবাজি জানে! (মার্সিয়ার প্রতি) একটা বাজি দেখাও না—আমাদের—শুনছ?

ডায়ো। মার্কাস সাহেব যদি ওর প্রেমে পড়ে থাকে—তা'হলে ঐ খানেইতো মস্ত ভোজবাজি দেখিয়েছে!

আন্। মার্কাস্ ওর প্রেমে পড়েছে? হ'তে পারে—চোখের নেশায় পড়ে থাকৃতে পারে—ঘণ্টা খানেক,—ঘণ্টা দুয়ের জন্যে,—পূরো দিনটা কিন্তু ও নেশা থাকৃবে না—কেটে যাবে! তারপর, আমি তো জানি,—মার্কাস্ সাহেব দু' বছর আগেকার নিজের ছেঁড়া জুতোটার কথা হয়তো একদিন মনে ক'র্ব্বে,—তবু এ মেয়েমানুষের প্রেম কাল তা'র মনে থাকৃবে না! মার্কাস্

ওকে ভালবাসে? হ্যাঁ—বাসে বই কি! কতক্ষণ বাস্‌বে জানিস্? দিন দুপুরে সূর্য্যের তাপে বরফের কুঁচি যতক্ষণ জমে থাকে! [সকলের বিকট হাস্য]

মার্ক। চুপ্! (আন্‌কারিয়ার হস্ত ধারণ)

আন্। তোমার কথায় চুপ্ ক'রে থাক্‌ব নাকি? (সজোরে হস্ত ছিনাইয়া) এই জন্যে আমাদের এখানে এনেছ নাকি? ওলো শুনেছিস্ লা—মার্কাস্ আমাদের এনে মুখে চাবি দিয়ে রাখ্‌তে চায়! তা হ'চ্চে না সাহেব—তা হ'চ্ছে না। আজ আমাদের বড় ফূর্ত্তি—বড় মজা! ও ছুঁড়ীটাও এসে এ ফূর্ত্তিতে যোগ দিক্‌না! ছুঁড়ীটা বুঝি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোঁড়ার মতন ঘুমোলো! ওলো—ওকে জাগিয়ে দেনা! হয় এসে আমাদের সঙ্গে আমোদে যোগ দিক্—না হয়—বিদায় হোক্! ছুঁড়ীর জন্যে আমাদের খানাদানা সব মাটী হ'য়েছে—ফূর্ত্তিটাও মাটী হ'তে ব'সেছে! কি বলিস্ লা তোরা? একখানা আমি এবার পীরিতের গান গাইব?

সকলে। গাও—গাও ভাই—

আন্। গাইব বইকি! গান গেয়ে ছুঁড়ীটাকে এখনি মাতিয়ে দিচ্ছি! আচ্ছা এক পাত্র মদ দে দিকি—

[মদ্যপান]

আন্‌কেরিয়া। গীত।

ডুবু ডুবু প্রেমের তরি (আর) রাখ্‌তে বুঝি নারি সখি।
(পাকা) দাঁড়ী মাঝি নেইকো আমার—ভরাডুবি হয়লো দেখি॥
প্রেমিক নাবিক ভেবে যারে, ভেসে এলাম প্রেমসাগরে,
অকূলে ফেলে সে মোরে কোথা গেল দিয়ে ফাঁকি॥

ঝড়তুফানে দিশেহারা, পাবনা সই কুলকিনারা,
মাঝদরিয়ায় হ'লেম সারা—(খালি) ঝিঁকি মেরে কত রাখি ॥

[আন্‌কেরিয়ার সঙ্গীত সমাপ্তির পরে]

[নেপথ্যে ক্রিশ্চানগণ। তোমারি চরণ করিয়া স্মরণ
চলেছি তোমারি পথে।
কর তমোনাশ— হওহে প্রকাশ—
এস বোসো হৃদিরথে ॥]

ডায়ো। ওমা—ও আবার কা'রা গায় লো ?

গ্লাব্। ক্রিশ্চানরা জেলের ভিতর থেকে তোমাদের উতোর গাইছে বাবা—বুঝলে না ? পীরিতটা কি তোমাদেরই একচেটে ? হ'লই বা জেলখানা ! শ্যালের ডাক শুনে রাজ্যের যে যেখানে শ্যাল আছে অম্নি "কা—কা—হুয়া কা—কা হুয়া" ঝাড়্‌তে সুরু ক'রেছে !

আন্। এ্যাঁ—এই ছুঁড়ীটার দলবল ওরা ? ওদের থাম্‌তে বল—থাম্‌তে বল—ঐ আবার গায় যে—

সকলে। থাম্‌তে বল—থাম্‌তে বল !

[নেপথ্যে—পুনরায় বন্দীদের গীত—তোমারি চরণ ইত্যাদি]

আন্। উঃ—উঃ—অসহ্য—অসহ্য ! আমার রক্ত জল হ'য়ে গেল—জমাট বেঁধে গেল ! মার্কাস্—মার্কাস্—ওদের বলে পাঠাও—আর যেন ওরা গান না করে।

মার্ক। আমি পার্ব্বনা—কখনই তা পার্ব্বনা ! এ একটা মহাসমর চলেছে ! দেবতায় দেবতায় ভীষণ যুদ্ধ ! যমের সঙ্গে খ্রীষ্টের যুদ্ধ ! চলুক্—চলুক্—এ বড় মজার যুদ্ধ !

সকলে। বারণ কর—ওদের বারণ কর! গান ক'র্ত্তে বারণ কর!

আন্। ঐ সব সয়তানরা কি শেষে আমাকে পাগল ক'র্ব্বে—আমাকে প্রাণে মার্ব্বে?

[আন্কেরিয়ার পূর্ব্বোক্ত সঙ্গীত "ডুবু ডুবু প্রেমের তরি ইত্যাদির" তুই লাইন মাত্র গাহিয়া]

না—না—আমি গাইতে পাচ্ছি না!

জুলি। ওমা—সত্যি লো! আমারও যেন রক্তটা শুকিয়ে যাচ্ছে ব'লে মনে হ'চ্ছে!

থিয়া। ও ভাই—আমার যেন কান্না পাচ্ছে!

আন্। এই—এই ডাইনি ছুঁড়ী মন্ত্র পড়ে আমাদের যাদু ক'রেছে! ডাইনি—ডাইনি—ছুঁড়ীকে মেরে গুঁড়ো ক'রে ফেল—মেরে ফেল—

ডায়ো। আচ্ছা থাক্—থাক্—ওকে একটু মদ থাইয়ে দাও—

গ্লাব। বেড়ে পাক্কা কথা ব'লেছ ডায়োনা বিবি—কথাটা বড় লাগ্‌সই হয়ে গেল! (মদ্য লইয়া মার্সিয়ার প্রতি) এস—বিবি—ঢুক্ করে একটু খেয়ে ফেল! পান কর—প্রাণ তর্ হয়ে যাবে! মদ খাও—আনন্দ কর বিবি—হেঁসে খেলে নাও! কে কবে আছে—কে কবে নেই! কালই হয়তো তুমি সিঙ্গে ফুঁকৃতে পারো!

মার্সি। বন্ধুগণ আমার কথা শোন! এ সমস্ত নারকীয় কুৎসিৎ অভিনয়-রঙ্গ ত্যাগ কর! বিকট অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাপাপের আশ্রয় থেকে পালিয়ে এস! মনের ময়লা ধৌত কর! চাও—একবার যুক্তকরে ঊর্দ্ধপানে চেয়ে দেখ! ভাল ক'রে চেয়ে দেখ!

দেখ্‌তে পাবে—জ্ঞানের দিব্যালোক প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে—তোমা-দের মুক্তির পথ কি সুন্দর আলোকিত ক'রে রেখেছে!

আন্। ডাইনীর মুখ চেপে ধর! ওকে মদ খাইয়ে দাও!

সকলে। মদ খাইয়ে দাও!

মার্সি। কেন তোমরা অমন কচ্ছ? আমি তো ব'লেছি, কিছুতেই আমি ও পাপ দ্রব্য স্পর্শ ক'র্ব্বনা!

গ্লাব্। খাও চাঁদ—এই টুকু খাও—আর ব'ল্‌বো না—(মার্কাস্ গ্লাব্‌রিওকে ধরিয়া টানিয়া একদিকে ফেলিয়া দিল—এবং তাহার হস্ত হইতে মদের পাত্র কাড়িয়া অন্যদিকে নিক্ষেপ করিল।)

মার্ক। খবর্‌দার্! কেউ এ বালিকার অঙ্গ স্পর্শ ক'রোনা!

আন্। বাঃ—মার্কাস—বাঃ—খুব নিমন্ত্রণ ক'রেছিলে বটে! খুব ভদ্রতা তোমার! একটা কাঠের পুতুলের জন্যে—একটা ডাকিনী রাক্ষসীর জন্যে আমাদের অপমান ক'চ্ছো? নিশ্চয়ই তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে!

মার্ক। নিশ্চয়—নিশ্চয়! আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হ'য়ে গেছে! আমার শিরায় শিরায় যেন আগুন ছুট্‌ছে! আমি উন্মাদ হব—আমি উন্মাদ হব। যাও—তোমরা সকলে এখান থেকে চলে যাও! এ স্বর্গের দেবকন্যার সঙ্গে একত্রে অবস্থান কর্ব্বার যোগ্য তোমরা নও! তোমাদের পাপদেহস্পর্শে কক্ষের বায়ু কলুষিত—সংক্রামিত! তোমাদের পৈশাচিক আনন্দোৎসবে যেন অধঃপতনের প্রতিমূর্ত্তি প্রকটিত! যাও—দূর হও—দূর হও—আমার হুকুম—সব বিদায় হও—

সকলে। ছি—ছি—ধিক্ তোমাকে মার্কাস্— [সকলের প্রস্থান।

মার্ক। মার্সিয়া—দেখ—তোমার শত্রুদের আমি দূর ক'রে দিয়েছি! বল—তুমি খুসী হ'য়েছ?

মার্সি। এইবার আমাকে যেতে দিন!

মার্ক। এঁ্যা—যাবে? তুমি চলে যাবে? বটে? এই বুঝি আমার প্রাণপাত ভালবাসার প্রতিদান? তোমার জন্য আমি উন্মাদ হ'য়েছি,—এই বুঝি সে উন্মত্ততার ঔষধ? তোমায় যেতে দোবো—আমি? না—না! তুমি, সত্যই ডাকিনী—তুমি নিশ্চয়ই যাদু জান! তোমার জন্য আমি সকলের বিরাগভাজন হ'য়েছি—আজ তোমায় এখানে থাক্‌তেই হবে! তোমার পবিত্রতার ছলনায় আমার হৃদয় ভস্মীভূত হ'য়ে যাচ্ছে! তোমাকে দেখবার আগে—তোমাকে চেনবার আগে—আমার প্রাণে কখনো কোন সাধের উদয় হয়নি! মার্সিয়া—যদি তোমার অঙ্গ স্পর্শমাত্রেই আমার সমস্ত দেহে তীব্র বিষের সঞ্চার হয়, যদি আমার মৃত্যু হয়—তা'ও সহ্য ক'র্ত্তে আমি প্রস্তুত। আমি তোমায় চাই। এস—এস মার্সিয়া (সবলে মার্সিয়াকে আকর্ষণ পূর্ব্বক) এস—আমার বক্ষে এস!

মার্সি। ছি—ছি—কাপুরুষ! তুমি মানুষ—না—পশু?

মার্ক। আমি দুই-ই মার্সিয়া! তোমার তাচ্ছল্যে—তোমার ঘৃণায়—তোমার উপেক্ষায় যথার্থই আমার দেহে পশুত্ব এসেছে। তোমার ঐ রূপানলে আমার মনুষ্যত্ব দগ্ধ হ'য়ে গেছে মার্সিয়া!

মার্সি। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও আমাকে—নারকী!

[হস্ত ছাড়াইয়া পলায়ন তৎপরা]

মার্ক। রক্ষি—রক্ষি—কে আছ ওখানে? শীঘ্র চতুর্দ্দিকের দ্বার রুদ্ধ কর—অর্গলবদ্ধ কর—

(রক্ষিগণের প্রবেশ ও দ্বাররুদ্ধকরণ)

আলো নিবিয়ে দাও! (প্রদীপ নির্ব্বাণ) খবরদার—কেউ যেন এ ঘরে না প্রবেশ করে—হুঁসিয়ার!

মার্সি (রক্ষিগণের প্রতি) ওগো—ওগো—তোমরা আমাকে ফেলে যেও না! ওগো—তোমাদেরও মাতা—ভগ্নী—স্ত্রী—কন্যা আছেন, তাঁদের যদি আজ এই অবস্থা হোতো—

মার্ক যাও—তোমরা চলে যাও!

[রক্ষিগণের প্রস্থান।

মার্ক। এইবার! কোথায় পালাবে সুন্দরি? এখানে তো আর কেউ নেই যে বাধা দেবে! এখন তোমায় যে আমার হতেই হবে! তোমার কায় মন প্রাণ এখন সবই যে আমার আয়ত্তে!

মার্সি। না পিশাচ—কিছুতেই তা হ'তে পারে না। তুমি কিছুতেই আমার পবিত্রতা নষ্ট ক'র্ত্তে পার্ব্বে না! কিছুতেই আমার আত্মাকে কলুষিত ক'র্ত্তে পার্ব্বে না। যাঁর চরণে আমি কায় মন প্রাণ—আমার আত্মাকে পর্য্যন্ত অর্পণ ক'রেছি—যিনি আমার কায় মন প্রাণ আত্মাকে সৃজন ক'রেছেন,—তিনিই আমার সকলই রক্ষা ক'র্ব্বেন! তিনিই আমার পবিত্রতা—ধর্ম্ম—সম্ভ্রম—নিষ্কলঙ্ক রাখ্‌বেন! তাঁ'রই চরণে আমি আত্মনির্ভর ['য়েছি াপিষ্ঠ—সয়তান! তুমি পার?

মার্ক। না—না—মার্সিয়া! আমি তোমার লাবণ্যময় দেহযষ্টি অধি-

কারের প্রত্যাশী নই! আমি তোমার প্রাণ মন হৃদয়—তোমার ভালবাসার প্রয়াসী! আমায় ভালবাস— ভালবাস—মার্সিয়া! তোমায় আমি দেবীর মতন পূজা ক'র্ব্ব! মার্সিয়া—মার্সিয়া! এই তোমার পায়ে ধ'চ্ছি—আমায় ভালবাস—কেবল ভালবাস—এইটুকু আমার আকাঙ্ক্ষা! আমি তোমায় রাজ্যেশ্বরী ক'রে রাখ্‌ব—তোমার সোণার অঙ্গ আপাদ-মস্তক মণিমুক্তায় আবৃত ক'রে সাজিয়ে রাখ্‌ব,—কেবল আমায় ভালবাস—ভালবাস মার্সিয়া! আমি তোমায় রাজার ঐশ্বর্য্য দোবো—সম্রাটের ক্ষমতা দোবো,—সাম্রাজ্য দোবো,—কেবল আমায় ভালবাস—ভালবাস মার্সিয়া!

[নেপথ্যে ভীষণ মেঘগর্জ্জন]

মার্সি। রক্ষা কর—রক্ষা কর—আমায় দয়া কর!

মার্ক। তুমি আমায় দয়া কর—মার্সিয়া! আমি তোমায় প্রাণের চেয়েও ভালবাসি! সে ভালবাসার প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি কর মার্সিয়া!

মার্সি। তুমি কি মানুষ—না পিশাচ?

মার্ক। মানুষ হই—পিশাচ হই—আমায় ভালবাস্‌তেই হবে মার্সিয়া!

[জোর করিয়া মার্সিয়াকে আকর্ষণ]

মার্সিয়া। (ক্রশচিহ্ন বাহির করিয়া) দয়াময়! এই যে তোমায় দেখ্‌তে পাচ্ছি—এই যে তুমি আমার সম্মুখে—এই যে তোমার কথা শুন্‌তে পাচ্ছি—

[অকস্মাৎ বাহিরে ভীষণ বজ্রাঘাতের শব্দ, বিদ্যুতের
আলোকে ঝলসিতনয়নে সভয়ে মার্সিয়াকে
ত্যাগ করিয়া মার্কাসের
ভূতলে পতন]

মার্সি। ঐ—ঐ—ঐ আমার ইষ্টদেব! মার্কাস্! আর তুমি আমার কিছুই ক'র্ত্তে পার্ব্বে না।

[মার্সিয়ার হস্তে "সাইন্ অফ্ দি ক্রশ" অর্থাৎ
"ক্রশচিহ্ন" দেখিয়া মার্কাস্ মন্ত্রমুগ্ধবৎ
তাহার পানে চাহিয়া রহিল]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজসভা।

[সিংহাসনে সম্রাট্ নেরো—দক্ষিণপার্শ্বে পপিয়া ; পদতলে বেরেনিস উপবিষ্টা। রাজকর্ম্মচারিগণ উপস্থিত। কাফ্রিরক্ষকগণ তরবারিহস্তে সিংহাসনের তিন পার্শ্বে দণ্ডায়মান]

নেরো। পপিয়া—পপিয়া! হ্যাঁ—হ্যাঁ—কি ব'ল্‌ছিলুম্—এই—এই—আজ রঙ্গস্থলে এমন সুন্দর আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা ক'রেছি—যা রোমরাজ্যে এর পূর্ব্বে কখনও কেউ দেখেনি! কত রকমের আমোদ! এই—এই—রথের বাজি—মানুষের দৌড়ের বাজি—মল্লদের তরবারিখেলা—বহুরূপী সাজসজ্জা, তা'রপর সব শেষে এই—এই—ক্রিশ্চানদের বাঘসিংহীর মুখে ফেলে দেওয়া হবে! (মিতেলাসের প্রতি) এই—এই—এই—কেমন হে মিতেলাস্, জন্তুগুলোকে সব উপবাস করিয়ে রাখা হ'য়েছে তো?

মিতে। হ্যাঁ—সম্রাট্!

নেরো। জানোয়ারগুলো খুব তেজী—খুব ক্ষমতাবান্ তো?

মিতে। সম্রাট্! রোমে এরূপ ভীষণ হিংস্র জন্তু কেউ কখনো দেখেনি!

নেরো। বেশ—বেশ! সন্ধ্যা হ'লেই রঙ্গস্থলে চারিধারে দশ হাত অন্তর জ্যান্ত আলোর মশাল জেলে দোবো! হ্যাঁ—হ্যাঁ—এই—এই ক্রিশ্চানদের সব বেশ ক'রে বেঁধে আল্‌কাত্‌রা তেলে খুব চুবিয়ে তৈরি ক'রে রাখ; আমি ইসারা ক'ল্লেই অম্‌নি আগুন লাগিয়ে দেবে! হ্যাঁ—হ্যাঁ—দেখ—দেখ, তাদের দাড়ীর ঠিক নীচে খোঁটা পুতে দেবে, তাহ'লে শিগ্‌গীর দম্ আট্‌কে ম'র্‌বে না। আর তা হ'লে তা'রা যখন পুড়ে ঝল্‌সাতে থাক্‌বে, আমি ভাল ক'রে তখন তাদের দেখতে পাব। এঁ্যা—এঁ্যা—কি বল?

[টিজেলিনাসের প্রবেশ]

টিজে। (অভিবাদন পূর্ব্বক) সম্রাট্! আপনার আদেশমত—আমি সৈন্যসামন্ত নিয়ে স্বয়ং মার্কাস সাহেবের গৃহ হ'তে সেই বালিকাকে বন্দী ক'রে এনেছি!

নেরো। বেশ! বেশ! সে পাজী ছুঁড়ীটাকেও নিয়ে একটা মশাল তৈরি কর, আর তা'কে মার্কাসের সাম্‌নে দাঁড় ক'রিয়ে আগুন—আগুন লাগিয়ে দাও। হাঁ—হাঁ—শুন্‌ছি নাকি—সে ছুঁড়ী মার্কাস্‌কে মোটে আমল দেয় না! দাও—আজ রাত্রে ছুঁড়ীকে জ্বালিয়ে দাও! হা—হা—হা! মার্কাস্ কি ব'ল্লে? ছুঁড়ীকে নিয়ে আস্‌তে মার্কাস্ কি ব'ল্লে? এঁ্যা—এঁ্যা!

টিজে। কি আর ব'ল্‌বে সম্রাট্? মার্সিয়াকে আমার সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে

রোমরাজ্যের উপর—সম্রাটের উপর—অধীনের উপর—ভয়ঙ্কর রাগ প্রকাশ ক'র্‌তে লাগ্‌ল !

নেরো। এঁ্যা—এঁ্যা—বল কি ? এত স্পর্দ্ধা ? এতদূর তা'র সাহস হোলো ?

টিজে। সম্রাট্ ! এ সামান্য অপরাধের জন্য তা'কে মার্জ্জনা করুন। তা'র মুখের গ্রাস—এই ক্রিশ্চান সুন্দরীকে আমরা জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি ! এর জন্য কিছুক্ষণ সে রাগ ক'র্ত্তে পারে বৈকি ! কিন্তু সে কখনো সম্রাটের বিদ্রোহাচরণ ক'র্ব্বে না !

নেরো ক'র্ব্বে না—ক'র্ব্বে না ? এ—এ—এ কথা তুমি ঠিক জান ? এঁ্যা—এঁ্যা—ঠিক জান কি ?

পপি। এ কথা আমি জানি সম্রাট্ !

নেরো ভাল—ভাল—তাহ'লেই আমি খুব খুসী ! আমরা মার্কাস্‌কে ত্যাগ ক'র্ত্তে পার্ব্ব না—মার্কাসকে ত্যাগ ক'র্ত্তে পার্ব্ব না ! হঁ্যা —হঁ্যা—সে ছুঁড়ীটা—সে ছুঁড়ীটা কি ক'র্ত্তে লাগ্‌ল ? খুব চীৎকার ক'রে কাঁদ্‌লে না ? মূর্চ্ছা গেল না ? ক্ষমা চাইলে না ? এঁ্যা—এঁ্যা—

টিজে। না সম্রাট্ ! স্থির—ধীর—গম্ভীর মূর্ত্তিতে কেবল ব'ল্লে— "চল—আমি প্রস্তুত !"

নেরো। খুব আশ্চর্য্য—খুব আশ্চর্য্য ! এমন আশ্চর্য্য ধর্ম্মবিশ্বাস— এমন মূর্খের মত গোঁ—এমন পাগ্‌লামি কখনো দেখিনি— কখনো শুনিনি ! ঐ রকম শান্তভাবে মরে ব'লেই তো ওদের মেরে আমার তেমন আমোদ হয় না ! কিন্তু আজ বোধ হয় কতকগুলো বৃদ্ধ ক্রিশ্চান প্রাণের ভয়ে একটু চীৎকার—লাফা-লাফি ক'র্ত্তে পারে ! কি বল—হা হা—কি বল !

[বান্দার প্রবেশ]

বান্দা। (অভিবাদনপূর্ব্বক) প্রতিনিধি মার্কাস্ সাহেব—সম্রাটের দর্শনপ্রার্থী!

নেরো। এঁ্যা—এঁ্যা—মার্কাস্? দর্শনপ্রার্থী? আমার? কেন? কেন? হয়েছে কি? এঁ্যা—পপিয়া! কি বল? এখন তা'র সঙ্গে দেখা ক'রে কাজ নেই! কি বল? আজ নয়—কি বল?

পপি। না সম্রাট্! এখুনি সাক্ষাৎ ক'রুন, নইলে মার্কাস্ মনে ভাব্‌বে, আপনি তা'কে ভয় করেন!

নেরো। তা'কে ভয় করি? ভয় করি? সম্রাট্ নেরো মার্কাস্‌কে ভয় করে? মিথ্যা কথা! অসম্ভব! দেবতা মানুষকে দেখে ভয়ে কাঁপে? যাও যাও—তা'কে নিয়ে এস!

[বান্দার প্রস্থান।

নেরো। এই—এই—মদ দে! তুই আগে খা—দেখি—তা'র পর খাব (শরীররক্ষককে মদ্যপান করাইয়া পরে মদ্যপান) এই—এই—ঘাম মুছিয়ে দে! ঘাম মুছিয়ে দে! (ক্রীতদাসকর্ত্তৃক ঘাম মুছাইয়া দেওন)।

[মার্কাসের প্রবেশ]

মার্ক। সম্রাটের জয় হোক্!

নেরো এঁ্যা—এঁ্যা—কি চাও বন্ধু মার্কাস্? কি চাও?

মার্ক। সম্রাট্—আমি মার্জ্জনা চাই।

নেরো। কা'র জন্যে—এঁ্যা? এমন কে লোক—যার জন্য মার্কাস্ মার্জ্জনা চায়? তোমার নিজের জন্য নয়,—এটা নিশ্চয়! কেন?

আমি জানি—আমার পরম বিশ্বাসী মার্কাস্ কোন অন্যায় কর্ম্ম করেনি—তা'র কর্ত্তব্যপালনে কোন অবহেলা করেনি—যা'র জন্য তা'কে মার্জ্জনা চাইতে হবে! বিশ্বাসী রাজভক্ত মার্কাস্ তবে কি জন্য মার্জ্জনা চাইবে? এ্যাঁ—এ্যাঁ কি জন্য?

মার্ক। না সম্রাট্—আমি আমার নিজের জন্য মার্জ্জনাপ্রার্থী নই; আমি একটী নিরপরাধিনী বালিকার জন্য সম্রাটের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করি।

নেরো। তুমি কি সেই ক্রিশ্চানবালিকা মার্সিয়ার কথা ব'ল্‌ছ?

মার্ক। হ্যাঁ সম্রাট্!

নেরো। হ্যাঁ—হ্যাঁ—সে কি নিরপরাধিনী নয়?

মার্ক। তা'র কি অপরাধ—সম্রাট্?

নেরো। তা'র কি অপরাধ—তুমি তো ভালই জান। তা'র অপরাধ—সে ক্রিশ্চান! এ অপরাধের চেয়ে আর কি অপরাধ হ'তে পারে?

মার্ক। কে এ কথা ব'ল্লে সম্রাট্ যে সে ক্রিশ্চান?

নেরো। ব'ল্লে? ব'ল্লে—এই—এই—এই—টিজেলিনাস আর—আর—আর অনেকে—

মার্ক। অনেকের মধ্যে—এই বেরেনিস্—আর—আর—যাক্ সে কথা! সম্রাট্! ঈর্ষ্যাপরায়ণা রমণীর কথা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নয়!

টিজে। আরও যথেষ্ট প্রমাণ আছে! মার্কাস সাহেব! মনে পড়ে কি—ঐ মার্সিয়া এক দিন ক্রিশ্চানদের দলের ভিতর থেকে ধরা প'ড়েছিল—যখন তা'রা সকলে একত্র জমায়েৎ হ'য়ে—

মার্ক। কি ক'চ্ছিল তা'রা—টিজেলিনাস? তা'রা উপাসনা ক'চ্ছিল,—পূজা ক'চ্ছিল—তাদের দেবতার স্তুতি ক'চ্ছিল! এই তো তাদের অপরাধ? এতে কা'র কি ক্ষতি? আমার স্থির বিশ্বাস,

সম্রাট্ সিজারের সমগ্র সাম্রাজ্যের ভিতর—এই সকল ক্রিশ্চানদের মত ধর্ম্মপ্রাণ—ধার্ম্মিক আর নাই!

পপি। এই বিশ্বাসেই কি তুমি একজন ক্রিশ্চানরমণীর প্রেমে প'ড়েছ মার্কাস্? (ঈষৎ ঘৃণাব্যঞ্জক হাস্য)

নেরো। তা—তা—তাই যদি হয়, তাহ'লে ক্রিশ্চানধর্ম্মের মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে আমি এই সকল ক্রিশ্চানদের মার্জ্জনা ক'র্ত্তে পারিনা! এই ক্রিশ্চানধর্ম্মের জন্য পৃথিবীর অর্দ্ধেক আনন্দ—সুখ—সম্ভোগ নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে!

মার্ক। আর ঘোরতর পাপের জন্য পৃথিবীর আর অর্দ্ধেক পবিত্র আনন্দ—সুখ—সম্ভোগ বহুদিন পূর্ব্বেই নষ্ট হ'য়ে গেছে সম্রাট!

নেরো। এঁ্যা—এঁ্যা— কি ব'লছ তুমি? জাননা—এই ক্রিশ্চানরা এক অদ্ভুত প্রাণী। সদাই নিরানন্দ—সদাই বিষণ্ণ—ভয়ানক ধর্ম্মোন্মাদ—মূর্খ—পাগল। এরা কা'র উপাসনা করে জান? একটা হতভাগা ইহুদির—যাকে পন্টিয়াস্ পাইলেট্ দু'জন চোরের মাঝখানে ক্রুশে বিঁধে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ক'রেছিল!

মার্ক। প্রাণদণ্ড ক'রে প্রমাণ ক'রেছিল যে, সে মহাপুরুষে পাপের কোনও চিহ্ন নাই!

নেরো। ওটা পন্টিয়াস্ ভুল ক'রেছিল! যাক্—যাক্—ও সব কথায় কোনও আবশ্যক নাই। আমি সিজার! এঁ্যা—এঁ্যা—লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা! সকলের জীবনমরণের উপর আমার যথেষ্ট ক্ষমতা! আমি বিচারে স্থির ক'রেছি—আজই সমস্ত ক্রিশ্চানদের সঙ্গে এই মার্সিয়ারও প্রাণদণ্ড হবে!

মার্ক। শুনুন সম্রাট্! আপনি জানেন—আমি চিরদিনই আপনার

পরম বিশ্বাসী—আমি চিরদিনই রাজভক্ত! আপনার চাটুকার বিস্তর আছে—কিন্তু সুহৃদের সংখ্যা খুব অল্প—

নেরো। এ্যাঁ—এ্যাঁ—কেন? কিসে? কেমন ক'রে? কে ব'ল্লে? এ্যাঁ—এ্যাঁ— (সভয়ে চারিপার্শ্বে দর্শন)

মার্ক। সম্রাট্! আমি কখনো আপনার সম্মুখে সত্য কথা বল্‌তে পশ্চাৎপদ হই না! যে সত্য কথা উচ্চারণ ক'র্ত্তে অন্যের জিহ্বা কম্পিত হয়, আমি নির্ভীক অন্তরে সে কথা ব'ল্‌তে সাহস করি! আপনার সিংহাসনের চারিধারে এমন অনেক লোক আছে,—যাদের মধ্যে কেউ শুধু স্বার্থসিদ্ধির জন্য—কেউ বা আপনার মনস্তুষ্টির জন্য—কেউ বা আপনাকে ভয় করে ব'লে —আপনার সেবা করে! কিন্তু এমন একজনও নাই যে যথার্থ আপনাকে ভালবেসে—আপনাকে প্রাণে প্রাণে ভক্তি-শ্রদ্ধা ক'রে—আপনার দাসত্ব করে! অত্যধিক কর-ভারে প্রজাবর্গ বিপর্য্যস্ত, সৈন্যদল অসন্তুষ্ট—অশান্ত, আর যে সকল হতভাগ্য প্রজা রাজদণ্ডে অকারণ দণ্ডিত,—তা'রা অহর্নিশি সম্রাটের নিন্দাবাদ ক'চ্ছে! তাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস সমগ্র রোম-রাজ্যের উপর বজ্রাগ্নি বর্ষণ ক'চ্ছে!

নেরো। মার্কাস্—এ—এ—এ—দেখ্‌ছি—তুমি অত্যন্ত বাড়াবাড়ী ক'চ্ছ! একটু সাবধান হ'য়ে কথা কও—

মার্ক। কিসের জন্য সম্রাট্? আপনার ক্রোধে—আপনার বিরাগের ভয়ে? সম্রাট্! আপনার সহিত বিদ্রোহিতা বিশ্বাসঘাতকতা না ক'ল্লে কি আপনার অসন্তোষের পাত্র হ'তে হয়? যে বিশ্বাসী হয়—যে আপনার বন্ধু হয়—তা'রই প্রতি কি আপনার হিংসা—দ্বেষ—ক্রোধ?

নেরো। যে আমার এই রকম অপমান করে—

মার্ক। সম্রাজ্ঞি! আপনাকে নিবেদন করি,—আপনি বলুন,—আপ-নার কি বিশ্বাস! আমি সম্রাটের প্রতি কখনও অবিশ্বাসী হ'তে পারি? আমি কখনও সম্রাটের প্রতিকূলাচরণ ক'রেছি কিংবা কখনও ক'র্ত্তে পারি?

পপি। না,—আমি যতদূর জানি,—তুমি অবিশ্বাসী নও—মার্কাস্!

মার্ক। সম্রাট্! একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন ক'রে চেয়ে দেখুন,—কাল অন্ধকার ধীরে ধীরে আপনাকে—আপনার রোম রাজ্যকে গ্রাস কর্ব্বার জন্য অগ্রসর হ'চ্ছে! সে ভীষণ অন্ধকারে একজন বিশ্বাসী লোক চাই—যে আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চ'ল্‌বে, যে আপনাকে মৃত্যুর কবল হ'তে রক্ষা ক'রবে! সম্রাট্! এমন হৃদয়বান্ সুহৃদ্ আপনার আছে,—এমন আত্মত্যাগী—এমন হিতাকাঙ্ক্ষী—এমন চিরানুগত ভৃত্য যথার্থই আপনি লাভ ক'র্ব্বেন,—বিনিময়ে কেবল এই অভাগিনী ক্রিশ্চান বালিকার জীবনভিক্ষা দিন। একটা ক্ষুদ্র বালিকার জীবন রক্ষা হ'লে কা'রও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই সম্রাট্,—কা'রও কিছু যাবে আস্‌বে না! তবে কেন তা'কে রক্ষা ক'র্ব্বেন না প্রভু? সিজার! সম্রাট! কখনো আমি কোনও ভিক্ষা চাইনি! এই সামান্য ভিক্ষা—এই ক্ষুদ্র বালিকার জীবনভিক্ষা,—এই ভিক্ষা টুকু কি আমি পাবনা সম্রাট্?

নেরো। কি—কি—কি বল পপিয়া! তাহ'লে আমরা ঐ মেয়েটাকে ছেড়ে দিই? ওর আর প্রাণদণ্ড ক'রে কাজ নেই—কি বল?

পপি। না—তা হবে না।

নেরো। না—না—তা হ'তে পারে না মার্কাস্! এই দুষ্ট ক্রিশ্চানের দল

শুধু আমার শত্রু নয়—দেশের শত্রু ! এ ছুঁড়ীটা যখন ক্রিশ্চান, তখন একে ম'র্ত্তেই হবে !

মার্ক। সম্রাট্! খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন কি অপরাধ ?

পপি। মার্কাসের ভয়ানক মাথাব্যথা দেখ্তে পাচ্ছি! তবে কি মার্কাস্ও ক্রিশ্চান হবে নাকি ?

মার্ক। সম্রাজ্ঞি ! এই দেবকন্যা যে পথের পথিক—সেই মহাপথের পথিক হ'তে—এক এক সময় আমারও বাসনা হয় সত্য !

পপি। হায় মার্কাস্ ! তুমি দেখ্ছি সত্যই তা'র প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে উন্মাদ হ'য়েছ !

মার্ক। সত্য সম্রাজ্ঞি ! আমি আত্মহারা হ'য়েছি !

পপি। এই ক্রিশ্চানরা নিশ্চয়ই যাদুকর,—নইলে তোমাকে মুগ্ধ ক'রেছে মার্কাস্ ?

মার্ক। সকলের চেয়ে মার্সিয়ার মোহিনীশক্তি বড় ভয়ানক ! সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত ইন্দ্রজাল—যত মোহিনী—যত মায়ামন্ত্র সৃষ্টি হ'য়েছে—সে সকলের চেয়ে মার্সিয়ার মোহিনী মায়ামন্ত্র অধিক শক্তিশালী ! সে মোহিনীমন্ত্র কি জানেন সম্রাজ্ঞি ? সে মার্সিয়ার সরলতা—পবিত্রতা—ধর্ম্মপরায়ণতা !

নেরো। এ্যাঁ—এ্যাঁ—যাই হোক—যাই হোক,—তবু সে ক্রিশ্চান !

মার্ক। হোক্ সে ক্রিশ্চান,—সম্রাট্—তবু তা'কে মার্জ্জনা ক'র্ত্তে হবে,—তবু তা'র প্রাণভিক্ষা দিতেই হবে ! সম্রাট্ ! আপনার পক্ষে অতি সামান্য দান ! সামান্য একটী মুখের কথা ! আপনার সেই একটী মুখের কথায় আমি সমস্ত পৃথিবীলাভ ক'র্ব্ব ! আমি চিরজীবন আপনার কৃতদাস হ'য়ে থাক্‌ব—ভৃত্যের অধম হ'য়ে আপনার সেবা ক'র্ব্ব। দিন সম্রাট্

—বালিকার জীবনভিক্ষা দিন! দোহাই—দোহাই আপনার, —আমাকে তা'র জীবনভিক্ষা দিন!

নেরো। (পপিয়ার প্রতি) এঁ্যা—এঁ্যা—তা—তা—প্রিয়তমে তুমি—তুমি—

পপি। না!

নে। এঁ্যা—এঁ্যা—তবে না—আমি পা'র্ব্বনা মার্কাস্!

মার্ক। আপনি পারেন সম্রাট্! নিশ্চয়ই পারেন। মনে ক'ল্লেই পারেন! ভেবে দেখুন প্রভু,—এই মার্কাস্ আপনার কার্য্যে যথাসর্ব্বস্ব—এমন কি তা'র প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ ক'র্ত্তে কখনো ইতস্ততঃ ক'রেছে কি? সম্রাটের ইচ্ছা আমি চিরদিন আইনের মত জ্ঞান করি! সম্রাটের সেই ইচ্ছা পূর্ণ ক'র্ত্তে—সম্রাটের আইনের সম্মান রক্ষা ক'র্ত্তে—আমার আদেশে অসংখ্য হতভাগ্য ক্রিশ্চান মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ ক'রেছে; পতির নিকট হ'তে পত্নী বিচ্ছিন্ন হ'য়েছে—পিতার নিকট হ'তে পুত্র বিচ্যুত হ'য়েছে,—রঙ্গস্থল তা'দের শোণিতে সিক্ত হ'য়ে ভীষণ হত্যারঙ্গভূমিতে পরিণত হ'য়েছে! এতদিন পর্য্যন্ত সম্রাটের সে কার্য্য যত নিষ্ঠুরই হোক্—যত ভীষণই হোক্—আমার কাছে অন্যায়—অনাবশ্যক মনে হয়নি! কিন্তু এই সরলা বালিকা আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত ক'রে দিয়েছে! সম্রাট্! এই ক্রিশ্চানদলের নাম নিয়ে যদি কখনো বিদ্রোহাচরণ হ'য়ে থাকে,—আমি স্থির জানি,—সে কখনই ক্রিশ্চানদের কার্য্য নয়! কারণ, খ্রীষ্টধর্ম্ম হত্যা—বিলাসিতা—রাজদ্রোহিতা—কিম্বা কোনরূপ পাপাচরণ জানে না; ক্রিশ্চানধর্ম্মের অর্থ—প্রেম—শান্তি—স্বার্থত্যাগ এবং বদান্যতা! সম্রাট্! আমার মুখ

চেয়ে—রোম রাজ্যের মুখ চেয়ে—আপনার নিজের মঙ্গলের দিকে চেয়ে—এই বালিকার জীবনভিক্ষা দিন! কেবল তা'র জীবনভিক্ষা,—আর আমি কিছু চাইনা সম্রাট্!

পপি। মার্কাস! সকলের অপেক্ষা তুমিই ভাল জান যে, এই ক্রিশ্চান-সম্প্রদায় রাজদণ্ডে দণ্ডিত। একজনের প্রাণরক্ষা ক'রে অপরের প্রাণদণ্ড—এর নাম সুবিচার নয়! কোনও স্ত্রীলোক বা পুরুষ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হ'লে, তা'র নিস্তার নাই। সম্রাট সিজারের এই অলঙ্ঘনীয় আদেশ!

মার্ক। তবে কি তা'কে ম'র্ত্তেই হবে? মার্সিয়াকে কি তবে সত্যই প্রাণ দিতে হবে?

পপি। কেন হবে? তা'কে এই অন্ধবিশ্বাস ত্যাগ ক'র্ত্তে বল—তাহ'লে সে বাঁচ্তে পারে!

নেরো। হ্যাঁ——হ্যাঁ——তাহ'লে সে বাঁচতে পারে! তা হ'লে সে বাঁচ্তে পারে!

মার্ক। কিন্তু সে যদি তা'র ধর্ম্ম বিশ্বাস ত্যাগ না করে!

নেরো। তাহ'লে সে আজই মরুক্—এই সিজারের শেষ আদেশ! এস—এস—তোমরা সবাই এস! এ্যাঁ—এ্যাঁ—রঙ্গস্থলে যেতে হবে! আমাদের জন্য আমোদ উৎসব অপেক্ষা ক'চ্ছে! চল—আমরা যাই! আজ খুব আনন্দ হবে! এমন আনন্দ আর কখনো হয়নি! হা—হা—হা—চল—চল—

[বেরেনিস এবং মার্কাস্ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মার্ক। মার্সিয়া ধর্ম্মত্যাগ ক'র্ব্বে? মার্সিয়া ধর্ম্মে বিশ্বাসহারা হবে? কখনই না! তাহ'লে তা'কে ম'র্ত্তে হবে! মার্সিয়া ম'র্ব্বে—আজই ম'র্ব্বে? না—কখনই না—তা কিছুতেই হ'তে পারে

না! কিন্তু কেমন ক'রে তাকে রক্ষা করি? সেই তেজস্বিনী—ধর্ম্মপরায়ণা বালিকা, হাস্‌তে হাস্‌তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'র্ব্বে,—তবু তা'র ধর্ম্মপথ হ'তে এক পদ'ও বিচলিত হবে না! উঃ—মার্সিয়ার মৃত্যু? অসহ্য——অসহ্য! একথা আমি কল্পনাও ক'র্‌তে পারি না! বুঝেছি—কোন্ পাপিষ্ঠা-দের চক্রান্তে—

বেরে। মার্কাস্!

মার্ক। এঁ্যা—একি? বেরেনিস্? তুমি এখানে? কেমন? সন্তুষ্ট হ'য়েছ?

বেরে। কিসে?

মার্ক। পরের সর্ব্বনাশ ক'রে! মার্সিয়া ম'র্ব্বে—আজই তা'র মৃত্যু হ'বে!

বেরে। সে তো ভালই!

মার্ক। ভাল? কা'র ভাল?

বেরে। অন্ততঃ তোমার ভাল। সে ম'লে তোমার চৈতন্য ফিরে আস্‌বে!

মার্ক। সে ম'লে? মার্সিয়া ম'লে? হা অদৃষ্ট! মার্সিয়া ম'লে—মার্কাস্‌ও যে ম'র্ব্বে বেরেনিস্!

বেরে। কি?

মার্ক। মার্সিয়ার মৃত্যু হ'লে পৃথিবী যে অনন্ত আঁধারে ডুবে যাবে! আর কি পৃথিবীতে আলো থাক্‌বে? আর কি কুসুম প্রস্ফুটিত হবে? আর কি পাখীরা গান গাইবে? মার্সিয়ার শোকে আকাশের তারা—পূর্ণিমার চাঁদ জন্মের মতন নিভে যাবে! আর সুন্দর উষার আলোকে পৃথিবী হাস্‌বে না। মার্সিয়ার

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে—জগৎ-জীবন সূর্য্য পর্য্যন্ত চিরদিনের মতন অস্তমিত হবে!

বেরে। কিন্তু মার্সিয়ার মৃত্যু হ'লেও অন্যে বেঁচে থাক্‌বে!

মার্ক। অন্যে বেঁচে থাক্‌বে? মার্সিয়ার মৃত্যু হ'লে অন্যে বেঁচে থাক্‌বে? শোন বেরেনিস্! মার্সিয়া ম'লে—মার্সিয়ার মৃত্যুর ষড়যন্ত্রকারী এক প্রাণীও এ পৃথিবীতে জীবিত থাক্‌বে না। তুমি না—টিজে-লিনাস্ লিসিনিয়াস—পপিয়া—এমন কি স্বয়ং সম্রাট নেরো পর্য্যন্ত জীবিত থাক্‌বে না—মার্সিয়ার মৃত্যুর পর! শুন্‌ছ? শুন্‌তে পাচ্ছ?

বেরে। মার্কাস্! তুমি উন্মাদ হ'য়েছ! সে রমণী কি তোমার যোগ্য?

মার্ক। সে আমারই যোগ্য! সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তেই এইরূপ বিধান ক'রে দিয়েছেন! সে রমণী আমারই যোগ্যা! শুধু যোগ্যা নয়,—সে রমণী আমার শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞানদাত্রী! তা'রই জন্য আমার মনের মলা বিধৌত হ'য়েছে—আমার কলুষিত আত্মা উন্নত পবিত্র হ'য়েছে—আমি পাপকে ঘৃণা ক'র্ত্তে শিখেছি—আমি পুণ্যধর্ম্মের প্রয়াসী হ'য়েছি! আমি সত্যপথ—জ্ঞানের আলোক দেখ্‌তে পেয়েছি! শোন বেরেনিস্! মার্সিয়াই আমার সর্ব্বস্ব—মার্সিয়াই আমার প্রাণের প্রাণ! যে মুহূর্ত্তে সে প্রাণত্যাগ ক'র্ব্বে—সেই মুহূর্ত্তে আমারও দেহ হ'তে প্রাণ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাবে!

বেরে। তবে মার্সিয়াও মরুক্—তুমিও মর! আমি বরং তোমার মরণ দেখ্‌ব, তবু মার্সিয়াকে নিয়ে তুমি জীবিত থাক্‌বে,—তা দেখ্‌তে পার্ব্ব না!

মার্ক। মার্সিয়া ম'র্ব্বেনা—কখনই ম'র্ব্বেনা! তা'কে আমি ম'র্ত্তে দোবোনা! আমি তা'কে সেই অন্ধকূপ থেকে নিজে উদ্ধার ক'র্ব্ব! এমন কোন প্রহরী নাই—বাধা নাই—বিঘ্ন নাই—আইন নাই—ক্ষমতা নাই,—যা'তে মার্সিয়াকে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখে! যাও—এ কথা সম্রাট্‌কে বলগে—এখুনি বলগে! আমি গ্রাহ্য করি না—আমি কারুকে ভয় করি না!

[মার্কাসের প্রস্থান।

বেরে। এই পরিণাম? বিশ্বাসঘাতকতা—ষড়যন্ত্র—যুক্তি—এত ক'রে শেষে এই ফললাভ হ'ল? মার্সিয়ার কাছ থেকে মার্কাস্‌কে বিচ্ছিন্ন ক'র্ত্তে পারলুম্ না? আমিই কি তবে তাদের অনন্ত মিলনে মিলিত ক'রে দিলুম! আমারই তবে শাস্তি হ'ল? মার্কাস্! মার্কাস্! তোমায় আমি আগে এত ভাল বাস্‌তুম না! আজ সম্রাট্ নেরোর সম্মুখে তোমার সাহস—মনুষত্ব—নির্ভিকতা,—প্রণয়বিহ্বলতা,—স্বার্থত্যাগ দেখে—আমি যেন সহস্রগুণে মুগ্ধ হ'য়েছি! মার্কাস্! আমি তোমায় এতকাল ভালবেসেছি—কিন্তু আজ তোমায় দেবতা ব'লে পূজা ক'চ্ছি! মার্কাস! মার্কাস! মার্সিয়াকে তুমি যে ভালবাসা দিয়েছ,—তা'র শতাংশের এক অংশ পেলে—আমি অম্লানবদনে তোমার চরণে আমার যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ ক'রে তোমার দাসী থাক্‌তে পারি,—নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত হাসতে হাসতে বিসর্জ্জন দিতে পারি। তুমি আমায় ত্যাগ ক'ল্লে—মার্কাস? তবে আমি কি নিয়ে পৃথিবীতে জীবনধারণ ক'র্ব্ব? আমি যে তোমায় প্রাণ মন সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রে—তোমাতেই মিশিয়ে র'য়েছি,—

আমি তবে আর কি নিয়ে বেঁচে থাক্‌বো মার্কাস্? বুক ভেঙ্গে গেছে—পৃথিবী শূন্যময় বোধ হ'চ্ছে—জীবন ভারবোধ হ'চ্ছে! তবে আর কেন বেঁচে থাকি? কি সুখে—কিসের আশায়—বেরেনিস্ পাপদেহে জীবন রেখে অনন্ত অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ ক'র্ব্বে! এস মৃত্যু! তুমিই আমার এখন একমাত্র অবলম্বন! একমাত্র আশ্রয় আমার তুমি—

[বক্ষে ছুরিকাঘাত ও মৃত্যু]

দ্বিতীয় দৃশ্য

রোমের রাজপথ।

(রোমবাসীগণের প্রবেশ)।

১ম। আরে—চল্—চল্—এখানে আর হল্লা ক'রে কাজ নেই—শিগ্‌গীর চলে আয়!

২য়। তাড়াতাড়ী তো চ'ল্‌ছি—কিন্তু জায়গা পেলে হয়! অনেকটা পথ ছুটে ছুটে এসেছি—একটু এখানে জিরুই! উঃ—কি লোকটাই আজ জমায়েৎ হ'য়েছে!

৩য়। হবেনা বাবা? ব্যাপারটা কেমন! রঙ্গস্থলে আজ হৈ হৈ কাণ্ড! এমনটা আমাদের পূর্ব্বপুরুষে কেউ কখনো দেখেনি!

১ম। মানুষের মশাল! ক্রিশ্চান-মশাল! কি রকম জ্বল্‌বে বল্ দিকি! খুব আলো হবে! কেমন?

২য়। উঃ—সে যে কি বাহার—তা তোকে কি ব'ল্‌ব! মাগীমদ্দ গুলোকে আগে তেলেতে চোবাবে, তারপর—আগুন লাগিয়ে এক এক ক'রে ছাড়্‌বে! তা'রা যত লাফাবে—ছুটোছুটী ক'র্ব্বে—আগুন তত দাউ দাউ ক'রে জ্বল্‌বে! মনে হবে যেন এক একটা মশাল আপ্‌না-আপনি চ'লে চ'লে বেড়াচ্ছে! কি মজা—কি মজা—চল্ চল্ ভাই!

১ম। আর উপুসী সিংহীগুলোর মুখে যখন ফেলে দেবে—সে অমনি তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে যখন টুঁটি ধ'রে—ল্যাজ্ তুলে চাদ্দিকে ছুটে ছুটে—মাটীতে আছ্‌ড়ে ফেলে কাম্‌ড়ে কাম্‌ড়ে মাংস খেতে থাক্‌বে, সেটাও একটা দেখ্‌বার জিনিষ কি না—সত্যি বল্!

২য়। বেঁচে থাকুন আমাদের দেবতা সম্রাট্ সিজার! তাঁর দৌলতে কত মজাই দেখ্‌ছি—আরও কত দেখ্‌ব!

৩য়। চল্ চল্—অনেকটা দেরী হ'য়ে গেছে—এইবেলা একটা ভাল জায়গা দেখে শুনে নিইগে চল্—

[সকলের প্রস্থান।

[একদিক দিয়া ডাসিয়া ও
ফিলোডিমাস্ ও অন্য দিক দিয়া
গ্লাব্‌রিওর প্রবেশ]

গ্লা। এই যে ডাসিয়া বিবি! ডাসিয়া বিবি! (ফিলোডিমাস্‌কে

দেখিয়া) আছ ত বাবা—তুমি ঠিক পশ্চাৎ পশ্চাৎ আছ ত’ ? সে যা হোক্—ডাসিয়া বিবি ! খোঁটা খোঁটা চরণজুড়ী হাঁকিয়ে কোথায় চ’লেছেন ?

ডা। রঙ্গস্থলে। তুমি যাবে না ?

গ্লা। ব’ল্‌তে পারি না ; একটু সন্দেহ আছে।

ডা। কেন ?

গ্লা। আমি বাবা—অবলা সরলা মাতোয়ালা ব্যক্তি,—এই ক্রিশ্চান্-জবাই দেখে আমার তত ফূর্ত্তি হয় না বিবি !

ডা। ছিঃ—তুমি বুড়ো বয়সে স্ত্রীলোকের অধম হ’য়ে গেলে।

গ্লা। স্ত্রীলোকের অধম ? কটু দিব্য গেলে ব’ল্‌তে পারি—‘না !’ অতটা এখনও হ’তে পারি নি বিবি সাহেব ! স্ত্রীলোকের অধম হ’তে গেলে আজ কাল দস্তুর মতন সকল দিকেই ক্ষমতা থাকা চাই ! বিবি ! ব’ল্‌ছ কি ? এখন কি আর স্ত্রীলোক সে রকম নরম তুল্‌তুলে—টুস্‌কি-খেয়ে-পড়ে-যাওয়া ভাবের স্ত্রীলোক আছে ? সে রকম ধম্‌কানি খেয়ে চখের জলে মাটী ভাসিয়ে-দেওয়া স্ত্রীলোক আছে ? এখন স্ত্রীলোক এক একটী জ্যান্ত জুপিটার ! এক একটী যেন ময়দাপেষা জাঁতাকল ! এখন সব বদ্‌লাবদ্‌লি হ’য়ে গেছে বাবা ! মদ্দা হ’য়েছেন মাদী, মাদী হ’য়েছেন মদ্দা-মশাই ! তখন পুরুষের পেছনে পেছনে মাগীগুলো ম্যাও ম্যাও ক’রে “বেরাল কেঁদে” বেড়াত’,— এখন এই দেখ না—তোমার পেছনে ঐ ব্যাটা ফিলোডিমাস্ যেন তোমার চুলের বিউনির মতন নড়্‌বড়্ ক’রে ক’রে ঝুল্‌ছে ! পুরুষগুলোর প্রাণে কখনো ভুলেও একটু আধটু দয়াধর্ম্ম এসে পড়ে,—মাগীগুলোর প্রাণ আজ কাল যেন তপ্ত

লোহাচূর! রঙ্গস্থলে প্রায় দেখি,—মল্ল বেটাদের কাটাকাটি মারামারির সময়—যে ব্যাটা হেরে গিয়ে মাটীতে জখম হ'য়ে প'ড়েছে,—প্রাণের দায়ে ওপোর দিকে চেয়ে মাপ চাইছে— ছেড়ে দিতে ব'ল্‌ছে,—মাগীগুলো সাত তাড়াতাড়ী বুড়ো আঙ্গুল ঘুরিয়ে—যে ব্যাটা জিতেছে—তা'কে ইসারা ক'ল্লে—"ওকে নিকেশ কর!" ঐ দুঃখেই ত বাবা—মেয়েমানুষ আর না ভ'জে—এই মদে ম'জে র'য়েছি! তাও বোধ হয় বেশী দিন আর চলে না! মাগীগুলোও আজকাল যে রকম মদে পাল্লা লাগিয়েছেন—আমার মতন মাতালও তাদের কাছে মুখ পায় না বাবা!

ডা। যাই বল—গ্লাব্‌রিও! পুরুষমানুষগুলো কেবল স্ত্রীলোকের দাসত্ব কর্ব্বার জন্য সৃষ্টি হ'য়েছে!

গ্লা। ঐ—ঐ—ঐ—ব্যাটার দিকে চেয়ে ও বাক্যিগুলো ঝাড়ো বিব্রি! ও ব্যাটা যেমন কুকুর—তুমিও তেমনি ঝক্‌ঝকে মুকুর! ওর মতন বলদরা কেবল মেয়েমানুষের চিনির বোঝা বইতেই পৃথিবীতে এসেছে বটে! আহা—দেখ—দেখ একবার,— ব্যাটা যেন আঁতুড়ের মাতৃহারা কচি ছেলেটী,—জুল্ জুল্ ক'রে চাইছে দেখ—দেখ! বিবি! এক গাছি রেশমি দড়ী পাকিয়ে— ওর গলায় বেঁধে হাতে ক'রে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াও!

ফিলো। কি তুই পাগলের মতন ব'ক্‌ছিস্? স্ত্রীলোক অবলা—তাদের একটু তোয়াজ ক'র্ব্ব না!

গ্লা। অবলা? মেয়েমানুষ অবলা? আর তুই শালা তা'র ল্যাজ্- ঝোলা—তুই সবলা? অবলা সরলা বব্বলা যদি কেউ থাকে, সে এক তুই—আর এক আমি! তোর মেয়েমানুষের খপ্পরে—

তুই তোর বলবুদ্ধিভরসা সব পূরে রেখেছিস্,—আর আমি আমার এই মদের গহ্বরে আমার জোর জরাবতি সব এঁটে সেঁটে বেঁধে রেখেছি!

ডা। তোমার কথাগুলো বড্ড কর্কশ! এই জন্যেই বোধ হয় কোন স্ত্রীলোক তোমাকে ভালবাসে না!

গ্লা। ও কথা ব'লোনা বিবি! যতক্ষণ আমার টাকা আছে জান্বে, ততক্ষণ লাখো লাখো মেয়েমানুষ আমায় ভালবাস্বে, আমার কাছে ছুটে ছুটে আসবে! রোমরাজ্যে মেয়েমানুষ ভারি সস্তা, এক টাকায় চারখানা—একখানা ফাউ! তবে—হ্যাঁ—মার্সিয়ার মতন মেয়েমানুষ—সে একটা চিজ্ বটে! টাকা কি? ভুনিয়ার মালিকান্ সত্ব দিলে তা'র ছায়া পর্য্যন্ত কেউ মাড়াতে পারেনা বাবা! এই জন্যেই মার্কাস্ সাহেবটা আপ্শোষে সত্যিই খেপে গেল! আহা—এমন ছুঁড়ীটা কিনা আজ ম'র্ব্বে! ছিঃ বিবি—তুমি নাকি তা'কে গ্রেপ্তার কর্ব্বার দলে ছিলে?

ডা। কেন থাক্ব না? সে কেন পথের কাঁটা হ'য়েছিল?

গ্লা। ওরে বাপ্রে! সে আবার কা'র পথের কাঁটা হ'ল গো!

ডা। কেন—বেরেনিসের? স্ত্রীলোক হ'য়ে স্ত্রীলোকের সাহায্য ক'র্ব্বনা?

গ্লা। তা ক'র্ব্বে বইকি বাবা! স্ত্রীলোক হ'য়ে স্ত্রীলোকের সাহায্য ক'র্ত্তে গিয়ে—আর একটা স্ত্রীলোককে আহার্য্য ক'চ্ছ,—এ কোন্ দিশি কথা বাবা? মার্কাস্ মার্সিয়া—ভুজনেরই জোর বরাৎ বাবা!

ডা। ওঃ—সমস্ত রাত্রি মদ খেয়ে এখনও তোমার মাথা বিগ্ড়ে আছে দেখ্ছি! এস ফিলোডিমাস্! আজকের এমন একটা আমোদের দিনে—ওকে আমার মোটেই ভাল লাগ্ছে না?

ফি। হ্যাঁ—হ্যাঁ—চল—চল! তাহ'লে চল্লুম বন্ধু! দাঁড়াও দাঁড়াও ডাসিয়া—তোমার গোলাপ ফুলটা মাটীতে পড়ে গেছে—তুলে দিই!

গ্না। দে বেটা দে! কখনো তো বাপ মার সেবা শুশ্রূষা করিস্ নি, সে আপশোষটা ঐ ডাসিয়া বিবির ওপোর দিয়েই মিটিয়ে নে—

[ফিলোডিমাস্ ও ডাসিয়ার প্রস্থান।

গ্না। তুই ওর মাথায় গোলাপফুল গুঁজে দিগে যা,—আমি ততক্ষণ খানিকটা স্থধার আস্বাদন নিই! আচ্ছা—সত্যি বল দিকি—সুখটা কিসে? মদে না মেয়েমানুষে! উহুঁ—মেয়েমানুষে তো একদম্ই না,—মদে বরং কতক! আচ্ছা—মদ খেলে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়,—না—মেয়েমানুষের পেছনে পেছনে ফির্লে লোকে বেকুব গাধা ব'নে যায়? দেখ বাবা—অন্তরাত্মা কেবলই ব'ল্ছে,—মদে কোন ক্ষতি করে না,—কিন্তু মেয়েমানুষের পাল্লায় প'ড়লে এ জন্মে আর উদ্ধার নেই! একি বাবা—আবার হল্লা হ'চ্ছে কিসের? একটু দেখ্তে হ'ল!

[সারভিলাস্কে টানিয়া লইয়া ভিটুরিয়াস, ষ্ট্র্যাবো এবং সৈনিকপুরুষগণের প্রবেশ]

ভিটু। চলে আয়—কাপুরুষ!

সার্ভি। দোহাই তোমার, আমাকে ছেড়ে দাও! আমি সকল দেবতার নামে শপথ কচ্ছি—আমি ক্রিশ্চান নই!

ভিটু। নিশ্চয়ই তুই ক্রিশ্চান! এই ষ্ট্র্যাবো তোকে লক্ষবার ক্রিশ্চান-দের আড্ডায় দেখেছে!

সার্ভি। আমি গুপ্তচর হ'য়ে সেখানে যেতুম! আমি তাদের সর্ব্বনাশ কর্ব্বার জন্যে যেতুম! সবাই আমাকে গোয়েন্দা ব'লে চেনে! আমাকে ছেড়ে দাও! আমি কত শত ক্রিশ্চানদের ধ'রে মৃত্যু-মুখে পাঠিয়েছি! আমি হাজার হাজার ক্রিশ্চানদের সর্ব্বনাশ ক'রিছি!

ভিটু। তাদের সর্ব্বনাশ ক'রেছ—এইবার তোমার সর্ব্বনাশের পালা! পরের সর্ব্বনাশে কত মজা—এইবার নিজের সর্ব্বনাশ হ'লে বেশ বুঝ্তে পার্‌বে!

সার। না—না—না—আমাকে মেরোনা—আমাকে রক্ষা কর ভিটু-রিয়াস্ সাহেব! ঐ ষ্ট্র্যাবো মিথ্যাবাদী;—আমি ওর পাওনা টাকার চেয়ে ওকে বেশী দিইনি ব'লে ও আমাকে মিছি-মিছি ধরিয়ে দিচ্ছে! ওর সমস্ত কথা মিথ্যা! আমাকে ছেড়ে দাও! আমি সূর্য্য অস্তের পূর্ব্বে তোমার কাছে অনেক ক্রিশ্চান ধ'রে এনে দোবো! দোহাই তোমার,—আমাকে দয়া কর—

ভিটু। তোকে ছাড়ব? পাপিষ্ঠ—নারকী—সয়তান! তুমি আমায় অনেক কষ্ট দিয়েছ! তোমাকে আজ রঙ্গস্থলে সিংহের মুখে নিক্ষেপ ক'রে তবে আমার মনের ক্ষোভ মেটাব!

সার্। রক্ষা কর, রক্ষা কর!

ভিটু। যাও—ওকে নিয়ে যাও!

সার্। এই যে—এই যে—গ্লাবরিও সাহেব—তুমি তো আমাকে চেনো! তুমি তো স্বচক্ষে দেখেছ আমি সেই মার্সিয়ার কি

দুর্গতি ক'রেছি! সেই তুমি যে দিন ভাসিয়ার বাড়ীতে বসে-ছিলে—সে দিন তুমিতো দেখেছ?

গ্লা। দেখিছি নাকি? তাই নাকি? তা যদি দেখে থাকি বাবা—তাহ'লে আর ক'চ্ছি কি?

সার্। আমার হ'য়ে একটু বল! বল—আমি একজন ভাল লোক—বল—

গ্লা। খাসা লোক তুমি—এটা আমি মন্ত্র ছুঁয়ে হলফ্ ক'চ্ছি বাবা! দেখ—ভিটুরিয়াস্ সাহেব! ওরই হ'য়ে তবে দুকথা ব'ল্‌তে হ'ল দেখ্‌ছি! এই শোন সাহেব! যদি তুমি আমার কিছু উপকার ক'র্ত্তে চাও,—শুধু আমার কেন, যদি দেশের উপকার—দশের উপকার—সম্রাট্ সিজারের উপকার—মার্কাস্ সাহেবের কোন উপকার কর্ত্তে চাও,—তাহ'লে বাবা—চট্‌পট্—চট্‌পট বুঝ্‌লে—চট্‌পট্ এ ব্যাটা মড়াখেকোটাকে এখুনি জানোয়ারের মুখে ধ'রে দিয়ে—পৃথিবীর খানিকটা জঞ্জাল সাফ্ করে ফেল বাবা! সমস্ত রোমরাজ্যের লোক তোমাকে ধন্য ধন্য ক'র্ব্বে! আমি হক্ কথা বল্লুম—আর টক্ টক্ করে এই চল্লুম!

[গ্লাবরিওর প্রস্থান]

সার। ষ্ট্র্যাবো—ভাই ষ্ট্র্যাবো—তোর নালিশ ফিরিয়ে নে ভাই! আমার যথাসর্ব্বস্ব তোকে দিচ্ছি!

ষ্ট্র্যা। কি? আমি কথা ব'লে কথা ফিরিয়ে নোবো? আমি যখন একবার ব'লেছি—তুই ক্রিশ্চান,—তখন বার বার সেই কথাই ব'ল্‌ব!

ভিটু। অনর্থক বিলম্ব কোরোনা! যাও—বদ্‌মায়েস্‌কে নিয়ে যাও—

সার। রক্ষা কর—রক্ষা কর— [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রঙ্গস্থলের অধোদেশস্থ অন্ধকূপ।

বন্দী ক্রিশ্চান নরনারীগণ অবস্থিত। একপার্শ্বে যুবকগণের সহিত মেলস্ দণ্ডায়মান, অন্য পার্শ্বে মার্সিয়া ও ষ্টিফেনাস্।

জনৈক ক্রিশ্চানযুবক। ভ্রাতৃগণ! আমাদের জীবনের আজ শেষ দিন! ঐ শোন—কর্কশ ভেরির নিনাদে ভীষণ মৃত্যু আমাদের আহ্বান ক'চ্ছে! রঙ্গস্থলে সমগ্র রোমবাসী সম্রাট্ নেরোর সহিত সমবেত হ'য়ে আমাদের মৃত্যুযন্ত্রণা দেখে প্রাণে মহানন্দ উপভোগ কর্ব্বার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা ক'চ্ছে! ঐ—ঐ শোন—ক্ষুধার্ত্ত রক্তপিপাসু ভয়ঙ্কর সিংহদলের বিকট গর্জ্জন! এই হতভাগ্য ক্রিশ্চানদের রক্তমাংসে এখুনিই তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হবে! আজ রোমবাসীর মহা উৎসবের দিন! বিস্তীর্ণ রঙ্গস্থল দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ! কত রকম আমোদ প্রমোদ ক্রীড়া হ'চ্ছে—সমবেত দর্শকবৃন্দের উল্লাসকরতালি আনন্দসূচক চীৎকারধ্বনিতে সকলেই বুঝ্‌তে পাচ্ছি,—আজ রোমের মহা আনন্দ! আজ আমাদের শেষ দিন—মরণের দিন! কা'র কিসে মৃত্যু হবে তা জানি না! কেবল এই জানি যে, আমাদের ম'র্‌তে হবে! আর জানি—মনুষ্যকল্পনায় যত প্রকার কঠোর যন্ত্রণা আছে,—যত ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে মানুষকে হত্যা করা যেতে পারে—সেই সকল ভয়াবহ যন্ত্রণা আমাদের

ভোগ ক'র্ত্তে হবে! আমাদের যন্ত্রণা দেখে—আমাদের কাতর আর্ত্তনাদ শুনে কেউ তিলমাত্র দুঃখ প্রকাশ ক'র্ব্বে না—কোনরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন কর্ব্বে না—বা—কেউ এক গণ্ডূষ জল পর্য্যন্ত দেবে না! রোমবাসীদের আনন্দের জন্যই আমাদের এই মৃত্যুর বিধান! যত বেশী যন্ত্রণা ভোগ ক'র্ব্ব—তাদের তত বেশী আনন্দ হবে!

২য়-ক্রিশ্চান। ভয় কি ভাই? মৃত্যুকে আমাদের ভয় কিসের? মরণে আমাদের দুঃখ কর্ব্বার কোন কারণ নেই! স্থির বিশ্বাসে জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন কর, আমাদের সর্ব্বস্ব—জগতের সর্ব্বস্ব—ঐ ক্রুশের পানে লক্ষ্য কর! আমাদের ইষ্টদেব—আমাদের ইহলোক পরলোকের—একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা,—তাঁ'র ভীষণযন্ত্রণা—তাঁ'র সহিষ্ণুতা—তাঁ'র ধৈর্য্য স্থৈর্য্য ক্ষমাশীলতা—তাঁ'র মহত্ত্ব ও উদারতার কথা—একবার মনে মনে স্মরণ কর,—তাহ'লে হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার হবে,—আশার আলোক প্রজ্জ্বলিত হবে—মৃত্যু-ভয় দূরে যাবে! এস—নতজানু হ'য়ে আমরা ভক্তিভরে দয়াময়ের নাম স্মরণ করি! (সকলে নতজানু হইয়া)

"তোমারি চরণ, করিয়া স্মরণ
চ'লেছি তোমারি পথে!

[নেপথ্যে ভেরিনিনাদ এবং পশ্চাতের লৌহদ্বার খুলিয়া টিজেলিনাস্, লিসিনিয়াস্ ও সশস্ত্র সৈন্যগণের প্রবেশ]

টিজে। উঠে দাঁড়াও—কৃমিকীটের দল! উঠে দাঁড়াও সকলে!

(মেলস্ ও যুবকগণের প্রতি) এদিকে স'রে দাঁড়াও তোমরা ! (লিসিনিয়াসের প্রতি) এই দলটীকে মল্লদের দোবো ! বেশ হবে না—লিসিনিয়াস্ ?

লি। মল্লদের বেশী কষ্ট পেতে হবে না ; দলটা মোটেই মজবুৎ নয় দেখ্ছি !

টিজে। (বৃদ্ধগণের প্রতি) এইখানে দাঁড়াও তোমরা ! এই সব ধাড়ী ইঁদুরগুলোকে বাঘের মুখে দোবো ; তা'রা খানিকক্ষণ এদের নিয়ে বেশ পুতুলখেলা ক'র্ব্বে। আর ঐ সব মাগীদের ছেলে-শুদ্ধ সিংহীদের সাম্নে ধ'রে দোবো ! (মার্সিয়াকে দেখিয়া) আরে—এই যে—তুমি এখানে বিবি ! বুঝ্লে লিসিনিয়াস্ ! এই সেই ছুঁড়ী—যা'র জন্যে মার্কাস্ সাহেব এত কাণ্ড ক'চ্ছে ! কি গো সুন্দরি ! তোমার ভালবাসার লোকটী কোথায় ? তোমাকে রক্ষা ক'র্ত্তে এখানে এল না ? কথার উত্তর দাও ! চুপ ক'রে রইলে কেন ?

মার্সি। কি ব'ল্ছেন ? আমার ভালবাসার লোক তো কেউ নেই ?

টিজে। কেন—মার্কাস্ সাহেব ? কোথায় গেলেন তিনি ?

মার্সি। আমি তাঁ'র কোনও সংবাদ জানি না।

লিসি। হ্যাঁ—মার্কাস্ সাহেব সেই লোক কি না ? তা'র তো এই রকম বেশ্যা মাগীদের জন্যে ঘুম হ'চ্ছে না !

মেলস্। সংযত হ'য়ে কথা কও—মিথ্যাবাদী—নারকী—সয়তান !

মার্সি। চুপ কর মেলস্ ! ওর কথায় উত্তর দিও না ! ওর কথায় আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত হব না।

লিসি। নাঃ—তা হবে না ! বিচলিত হবে যখন গন্‌গনে অগ্নিকুণ্ডের সাম্নে—কিম্বা—সিংহীর মুখে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেল্‌ব ! জান

তো সুন্দরি! আজ রাত্রে তোমাকে—হয় মশাল হ'য়ে জ্বল্‌তে হবে, না হয় সিংহীর পেটে যেতে হবে?

মার্সি! যে খানেই যেতে হোক্—দয়াময় প্রভু আমার সঙ্গে থাক্‌বেন!

লিসি। (ষ্টিফেনাসের প্রতি) আর তুই—তুই—বিচ্ছু! তুই তোর জগদীশ্বরকে ডাক্‌লিনি? আজ রাত্রে তোরও যে দুনিয়ার খেলা সাঙ্গ হবে!

ষ্টি। (কম্পিত কলেবরে) এঁ্যা—এঁ্যা—

লিসি। এই যে—কাঁপুনি ধ'রেছে!

মার্সি। কেন ভাই ভীত হ'চ্ছ? প্রভুর নাম স্মরণ কর—তিনিই আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা!

[ষ্টিফেনাস্‌কে বাহুপাশে বেষ্টন]

(নেপথ্যে ভেরি নিনাদ)

টিজে। ঐ মল্লরা প্রস্তুত হ'য়েছে। চল—চল—সব নারকী কুক্কুরের দল!

মার্সিয়া। গীত।

"তোমারি চরণ, করিয়া স্মরণ,
চ'লেছি তোমারি পথে!
কর-তমোনাশ হও হে প্রকাশ,
এস বোসো হৃদি-রথে॥"

বন্দী ক্রিশ্চান স্ত্রী পুরুষগণ } সকলে। "তোমারি চরণ, করিয়া স্মরণ ইত্যাদি"

[মার্সিয়া ও ষ্টিফেনাস্ ব্যতীত সকলে যুক্তকরে গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

মার্সি। পিতা! পিতা! প্রভু! দয়াময়! তোমার হতভাগ্য সন্তানদের হৃদয়ে শক্তি দাও। মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য কর্ব্বার শক্তি দাও! একি—ষ্টিফেনাস! তুমি এত কাঁপ্‌ছ কেন? এত কাঁদছ কেন?

ষ্টি। মার্সিয়া—মার্সিয়া—আমার বড় ভয় ক'চ্ছে! ম'র্ব্ব? আজ রাত্রেই আমাকে ম'র্‌তে হবে? এই সুন্দর—মনোহর—উজ্জ্বল পৃথিবী জন্মের মতন আমায় ত্যাগ ক'রে যেতে হবে? আমার যে জীবনের কোন আশা মেটেনি বোন্!

মার্সি। ভাই—ভাই! কি ছার এ পৃথিবী? এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ ক'রে—এ অপেক্ষা কোটী কোটী গুণ আরও কত সুন্দর—মনোহর—উজ্জ্বল পৃথিবীতে যাবে,—যেখানে জ্বালা নাই, যন্ত্রণা নাই, শোক নাই, দুঃখ নাই, উৎপীড়ন নাই, নিষ্ঠুর রোমবাসী নাই, সম্রাট্ নেরো নাই! সেখানে চিরসুখ, চিরশান্তি চির-পবিত্রতা অনন্তকাল বিরাজিত।

ষ্টি। কিন্তু মার্সিয়া—এই ভীষণ মৃত্যুযন্ত্রণা—উঃ—

মার্সি। তাঁ'র মৃত্যুযন্ত্রণার কথা একবার ভাব দেখি! যিনি তোমার জন্য—আমার জন্য—পৃথিবীর নরনারীর জন্য প্রাণ পরিত্যাগ ক'রেছেন! ভাই—ভাই—একবার সেই দয়াময় পরমপ্রভুর কথা ভাব, তাহ'লে আর তোমার দুর্ব্বলতা আস্‌বে না! যখন ভীষণ মৃত্যু গ্রাস ক'র্ত্তে আস্‌বে—যখন সেই করাল মুহূর্ত্ত উপস্থিত হবে—তখন ঐ ক্রুশের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে দেখো!

ষ্টি। মার্সিয়া! আমি কি পার্ব্বো? আমার কি সে সাহস হবে? আমি যে মহাপাপী,—আমি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে তোমাদের সকলকে ধরিয়ে দিইছি!

মার্সি। তোমার আত্মা কলুষিত নয়—বিশ্বাসঘাতক নয়! তোমার ক্ষীণ—দুর্ব্বল দেহ তোমার সঙ্গে প্রতারণা ক'রেছে,—তোমার তা'তে দোষ কি ভাই?

ষ্টি। হ্যাঁ—তা যথার্থ বটে! কিন্তু মার্সিয়া! আমি কাপুরুষ—তোমার মতন সাহস তো আমার নাই।

মার্সি। সাহস আমার নিজের কিছুই নাই ভাই! সাহস—শক্তি—মনের জোর—সবই আমি আমার সেই প্রভুর কাছ থেকে পেয়েছি! তুমিও তাঁ'র স্মরণ নাও,—তিনি তোমায় সাহস দেবেন!

[জনৈক কর্ম্মচারীর প্রবেশ এবং ষ্টিফেনাসকে টানিয়া]

ক-চা। চ'লে এস—ছোক্‌রা—

ষ্টি। মার্সিয়া—মার্সিয়া—আমি যেতে পার্ব্ব না—আমি যেতে পার্ব্ব না! আমাকে বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও!

মার্সি। ষ্টিফেনাস্—ভাই—ভাই! হৃদয়ের বল হারিও না—সাহস ত্যাগ ক'রোনা! চিরদিন ব'লেছ—তুমি আমায় ভালবাস! সে কথা যদি সত্য হয়, তাহ'লে তোমার প্রতি আমার স্নেহ-ভালবাসা, আমার প্রতি তোমার স্নেহভালবাসা, জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রাণীর প্রতি আমাদের প্রভুর অনন্ত স্নেহভাল-বাসার দোহাই—তুমি বিশ্বাস হারিও না! আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর—তুমি ম'র্ত্তে ভয় পাবে না? প্রতিজ্ঞা কর!

ষ্টী। আমি প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লুম মার্সিয়া! মার্সিয়া! ভগ্নি! সত্য ব'ল্‌ছি—আর আমার কোন ভয় নাই! মুহূর্ত্ত মধ্যে কে যেন আমাকে

নূতন মানুষ ক'রে দিয়ে গেল! আমার বুকে হাত দাও মার্সিয়া—দেখ—সব নিস্তব্ধ! সে প্রলয়ের ঝড় থেমে গেছে, আবার মহাশান্তি ফিরে এসেছে! ঐ তিনি এসেছেন—ঐ আমাকে পথ দেখাচ্ছেন—ঐ আমার পাশে পাশে যাচ্ছেন—ঐ আমি ক্রুশ দেখ্‌তে পাচ্ছি! মার্সিয়া—আর আমার মৃত্যু ভয় নেই—

[কর্ম্মচারী ও ষ্টিফেনাসের প্রস্থান।

মার্সি। (মুখে হাত ঢাকিয়া ক্রন্দন—পরে) প্রভু! এই টুকু কোরো যেন শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হৃদয়ের বল অটুট রাখ্‌তে পারি! আর আমি কিছু চাই না।

[দুইজন কর্ম্মচারীর সহিত মার্কাসের প্রবেশ]

মার্ক। মার্সিয়া!

মার্সি। একি মার্কাস্? তুমি আমার কাছে কেন এলে?

মার্ক। তোমাকে রক্ষা ক'র্ত্তে এসেছি মার্সিয়া!

মার্সি। আমাকে রক্ষা ক'র্ত্তে? কি থেকে?

মার্ক। মৃত্যুর কবল থেকে।

মার্সি। কেমন ক'রে রক্ষা ক'র্ব্বে?

মার্ক। আমি সম্রাটের কাছে নতজানু হ'য়ে তোমার জন্য মার্জ্জনা-ভিক্ষা ক'রেছি!

মার্সি। ভিক্ষা পেয়েছ?

মার্ক। সম্রাট্ একটী সর্ত্তে মার্জ্জনা ক'র্ত্তে প্রস্তুত আছেন।

মার্সি। কি সর্ত্তে?

মার্ক। যে—যে—

মার্সি। কি বল ?

মার্ক। যে—তুমি এই অসত্য উপাসনা ত্যাগ ক'র্ব্বে—

মার্সি। আমাদের উপাসনা অসত্য ? এ অপেক্ষা পরম সত্য আর ইহ-লোকে পরলোকে নাই! এ সত্য অনন্ত—অবিনশ্বর—চিরস্থায়ী !

মার্ক। চিরস্থায়ী ? চিরস্থায়ী ইহলোকে কি আছে মার্সিয়া ? আর পরলোক ! সে তো অলীক কল্পনা ! পরলোক ব'লে কিছুরই অস্তিত্ব নেই! ইহলোকেই সব শেষ—সব ফুরিয়ে যায় মানুষ আসে—মানুষ চলে যায় ! তুদিনের হাসিখেলা আমো- প্রমোদ শেষ করে—মহানিদ্রার কোলে বিশ্রাম লাভ করে ;—সে নিদ্রায় জাগরণ নেই !

মার্সি। সেটা কি তুমি নিশ্চিত জান ? তোমার অন্তরাত্মাকে একবার জিজ্ঞাসা কর,—এক মুহূর্ত্তের জন্য তোমার বিবেকের পরামর্শ গ্রহণ কর ! সে বলে কি না শোন দেখি যে,—পরলোক আছে এ দেহ অবসানে ঐ সুদূর পরপারে আর একটা জীবনভোগ আছে !

মার্ক। মার্সিয়া ! এ দেহ অবসানে—আর একটা জীবনভোগ ক'র্ত্তে সকলেরই ইচ্ছা হয়,—যদি সে জীবন এর চেয়ে সুখের হয়।

মার্সি। হ্যাঁ—মার্কাস—এর চেয়ে সে জীবন খুব সুখের হবে—যদি জীবনটা সৎপথে চালিত হয় ! তোমার কি সে সাধ হয় না ?

মার্ক। মার্সিয়া—মার্সিয়া! তুমিই আমার শিক্ষাদীক্ষাজ্ঞানদাত্রী ! আমি তোমারি পবিত্রতার জ্যোতির্ম্ময় আলোকে আমার জীবনের

সকল পাপের চিত্র প্রত্যক্ষ কর্ব্বার অবসর পেয়েছি! মার্সিয়া—মার্সিয়া—এ অলৌকিক জ্যোতিঃ তুমি কোথায় পেলে মার্সিয়া?

মার্সি। জ্যোতিঃ ব'লে কোনও সামগ্রী যদি আমাতে প্রত্যক্ষ ক'রে থাক, তবে সে জ্যোতিঃ আমার সেই ইষ্টদেবের কাছ থেকে আমি লাভ ক'রেছি! কে আমার ইষ্টদেব—জান মার্কাস্? যে মহাপুরুষ কালভেরির ক্রুশে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে তাঁ'র চিরদীপ্তিমান কৃপাজ্যোতিঃতে সমগ্র মানবজাতির অজ্ঞান-আঁধারমগ্ন হৃদয়কে আলোকিত ক'রেছেন—তিনিই আমার পিতা—গুরু—ইষ্টদেব—আমার ইহলোক পরলোকের এক মাত্র রক্ষাকর্ত্তা!

মার্ক। মার্সিয়া—তুমি কি এ সকল বিশ্বাস কর?

মার্সি। হ্যাঁ—বিশ্বাস করি। আমার অস্তিত্বের অপেক্ষা অধিক বিশ্বাস করি!

মার্ক। কিন্তু তা'র তো কোন প্রমাণ নেই মার্সিয়া!

মার্সি। আছে—তার প্রমাণ এইখানে আছে (বক্ষে হস্তরক্ষা)

মার্ক। মার্সিয়া! তুমি কি জাননা যে, সকল লোকের—সকল জাতিরই আপনার আপনার দেবতা আছে। কেউ একটা প্রস্তরখণ্ডের সম্মুখে মস্তক অবনত ক'রে বলে—এই তার দেবতা! কেউ সূর্য্যকে বলে, তার দেবতা! পিত্তলের দেবতা—স্বর্ণের দেবতা—কাষ্ঠের দেবতা ইত্যাদি কত দেবতা আছে। প্রত্যেকেই বলে—তা'র দেবতাই সত্য—আর অন্যের দেবতা মিথ্যা! তা'র বিশ্বাস পরম সত্য—অন্য সকলেই মহাভ্রান্ত!

মার্সি। তুমি যা ব'লছ সে সমস্তই কুসংস্কার মাত্র! ভ্রান্তজীবের অন্ধবিশ্বাস!

মার্ক। আর তুমি! তোমার ঈশ্বর কি? সেও কি কাল্পনিক—স্বপ্ন-সৃষ্ট—কুসংস্কারমূলক নয়? মার্সিয়া! তুমি তা'র জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দেবে?

মার্সি। আমি আনন্দের সহিত—আমার ইষ্টদেবতার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দোবো!

মার্ক। শোন মার্সিয়া—আমার কথা শোন! তুমি ম'র্‌তে পাবে না! আমি তোমার ম'র্‌তে দোবো না! আমি তোমাকে বড় ভাল-বাসি—বড় ভালবাসি—মার্সিয়া!

মার্সি। পূর্ব্বে—আর একদিন এই কথা আমাকে ব'লেছিলে! শুধু বলা নয়,—সেই দিন তুমি প্রতারণা ক'রে তোমার আমার দুজনকারই সর্ব্বনাশসাধন কর্ব্বার উদ্যোগ ক'রেছিলে!

মার্ক। আমি অপরাধ স্বীকার ক'চ্ছি—আমি তখন বুঝ্‌তে পারিনি! আমি অন্ধ হ'য়েছিলুম! কিন্তু মার্সিয়া—তোমায় আমি যথার্থই ভালবাসি! যে ভালবাসায় এখন আমি উন্মাদ,—এ ভালবাসা পবিত্র—নিষ্কাম—স্বার্থশূন্য! মার্সিয়া—মার্সিয়া—আমায় মার্জ্জনা কর! পশুর অধম হ'য়ে তোমার প্রতি যে আচরণ ক'রেছি—তা'র জন্য যে দণ্ড তুমি দেবে, আমি তা নিতে প্রস্তুত! আমার পশুত্ব চলে গিয়ে মনুষ্যত্ব ফিরে এসেছে! আমার প্রাণের ভেতর একবার প্রবেশ ক'রে বেশ ক'রে বুঝে দেখ,—আমি নূতন মানুষ হ'য়েছি কি না! মার্সিয়া—তুমি আত্মরক্ষা কর—তুমি জীবন বিসর্জ্জন দিও না,—আমার বিবা-হিতা ধর্ম্মপত্নী হ'য়ে—আমার মানবজন্ম সার্থক কর! (মার্সিয়ার সম্মুখে নতজানু হইয়া উপবেশন)

মার্সি। তোমার ধর্ম্মপত্নী? তোমার বিবাহিতা স্ত্রী? সত্য ব'ল্‌ছ?

মার্ক। সত্য ব'ল্‌ছি—আমার ধর্ম্মপত্নী—আমার বিবাহিতা স্ত্রী—আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী!

মার্সি। মার্কাস্—মার্কাস্!

মার্ক। বল মার্সিয়া—বল তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী হবে—বল তুমি আমায় বিবাহ ক'র্ব্বে?

মার্সি। কিন্তু—আমার ধর্ম্ম বিশ্বাস কি ত্যাগ ক'র্ত্তে হবে?

মার্ক। তা ভিন্ন উপায় কি মার্সিয়া?

মার্সি। না মার্কাস্—তা আমি পার্ব্বনা! কিছুতেই পার্ব্বনা!

মার্ক। তোমায় পার্ত্তেই হবে মার্সিয়া! মার্সিয়া! মার্সিয়া অবুঝ হোয়ো না—একটু বিবেচনা কর।

মার্সি। না মার্কাস্—বিবেচনা কর্ব্বার এতে কিছুই নেই—কোন আবশ্যক নেই! যে জীবিত,—তা'কে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেল্‌বার জন্য বিবেচনা ক'র্ত্তে হয় না! আমাদের কোনরূপ বিবেচনা অপেক্ষা না ক'রে—শিরায় শিরায় আপনা-আপনিই শোণিত প্রবাহিত হ'তে থাকে,—হৃদ্‌পিণ্ড আপনার কার্য্য ক'রে যায়! জগদীশ্বর আমাদের এই ভাবেই সৃষ্টি ক'রেছেন! সেইরূপ আমিও বিবেচনা না ক'রে—আমার ইষ্টদেবকে পূজা করি; তাঁ'র প্রতি আমার অচল বিশ্বাস অটুট রাখ্‌বার জন্য—আমার কোনও বিবেচনার আবশ্যক হয় না! তিনি আমায় যে ধাতুতে নির্ম্মাণ ক'রেছেন—আমি সেইরূপই হ'য়েছি! আমি অন্যরূপ হ'তে পারিনি—হ'তে পার্ব্বও না!

মার্ক। আর—যদি তুমি আমায় ভালবাস্‌তে মার্সিয়া?

মার্সি। শোন মার্কাস্! আজ তোমাকে সত্য কথা বলি! আমি জানিনা কেমন করে,—কি কারণে তোমাকে প্রথম দিন দেখ্বামাত্রই আমি তোমাকে ভালবেসেছি!

মার্ক। মার্সিয়া—মার্সিয়া—(মার্সিয়ার নিকট অগ্রসর)

মার্সি। স্থির হও মার্কাস্! বিচলিত হ'য়োনা—আমার কথা শোন! এই ভালবাসার উৎপত্তিস্থান কোথায়—সত্যই আমি এতদিন বুঝ্তে পারিনি। কিন্তু এখন বুঝিছি—এ ভালবাসা আমার ইষ্টদেবই—আমার সৃষ্টিকর্ত্তাই আমার অন্তরে সঞ্চার করিয়ে দিয়েছেন! মার্কাস্! তুমি কি মনে কর,—তিনি আমাকে পরীক্ষা কর্ব্বার জন্য—আমাকে মোহে মুগ্ধ ক'রে তাঁর চরণে বিশ্বাসঘাতিনী কর্ব্বার জন্য—তোমার প্রতি আমার এই ভালবাসার সৃষ্টি ক'রেছেন্? না মার্কাস্—তা নয়! আমাকে তিনি আরও উন্নত—আরও গর্ব্বিত—আরও শক্তিদান কর্ব্বার জন্য তোমাকে ভালবাস্তে ব'লে দিয়েছেন! পৃথিবী আমার কাছ থেকে স'রে যাচ্ছে! সংসারের সামগ্রীতে মায়ামমতা আমি বিসর্জ্জন দিয়েছি,—আর আমার কিছুই নেই। এখন এই জীবনের পরপারে দাঁড়িয়ে মুক্তকণ্ঠে—নিঃসঙ্কোচে তোমায় বলি—শোন মার্কাস্! আমার ইষ্টদেবের পরেই—আমার একমাত্র প্রাণের ভালবাসার পাত্র—তুমি—তুমি মার্কাস্!

মার্ক। তাহ'লে—বল মার্সিয়া—তুমি জীবিতা থাক্বে—তুমি প্রাণ রাখবে?

মার্সি। আমি তাঁ'র কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হবনা মার্কাস্! আমি আজীবন তাঁ'রই চরণের কিঙ্করী!

মার্ক। বল—তুমি প্রাণ বিসর্জ্জন দেবে না ?

মার্সি। তাঁ'র চরণাশ্রয় আমি কি ত্যাগ ক'র্ত্তে পারি মার্কাস্ ? তিনি যে আমার জন্য আত্মপ্রাণ উৎসর্গ ক'রেছিলেন!

মার্ক। মার্সিয়া! যদি তোমার ঈশ্বরের যথার্থই অস্তিত্ব থাকে, তাহ'লে তিনি—তোমার আমার—উভয়েরই সৃষ্টিকর্ত্তা! শোন মার্সিয়া! প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী আমি—আমার জনসমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে,—রাজকার্য্যে নৈপুণ্য আছে—দেহে অযুত হস্তীর শক্তি আছে! এ সমস্ত নিয়ে—আমি সমগ্র পৃথিবীকে আমার পদদলিত ক'র্ত্তে পারি,—আমি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হ'তে পারি! সম্রাট্ নেরোর প্রতি জনসাধারণ রুষ্ট—সকলেই একবাক্যে তাঁ'র নিন্দাবাদ ক'চ্ছে! শীঘ্রই তিনি সিংহাসনচ্যুত হবেন! অসংখ্য সুহৃদ্‌বর্গ আমায় সহায়,—অচিরে সিজারের সিংহাসন আমারই হবে! আমিই বিপুল রোমরাজ্যের সম্রাট্ হব! মার্সিয়া—মার্সিয়া—তুমি আমার সেই মহাসুখের এক-মাত্র অংশভাগিনী হবে,—তুমি রোমের সম্রাজ্ঞী হবে! মহা-মূল্য স্বর্ণমুকুট তোমার সুন্দর ললাটে শোভিত হবে! মার্সিয়া—মার্সিয়া—তুমি জীবন বিসর্জ্জন দিও না! আমার সর্ব্বনাশ ক'রনা!

মার্সি। আমার উপযুক্ত মহামূল্য স্বর্ণমুকুট এ পৃথিবীতে নাই মার্কাস্! আমার মুকুট ঐ—ওখানে পাব!

[স্বর্গে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ]

মার্ক। মার্সিয়া—মার্সিয়া—নির্দ্দয় হ'য়োনা—প্রাণহীনা হ'য়োনা। আমার কোনও উপায় নেই। তুমি আমার সর্ব্বস্ব! আমার জন্য—

আমার প্রাণপাত ভালবাসার জন্য—তুমি প্রাণ বিসর্জ্জন দিওনা মার্সিয়া! আমি তোমায় মিনতি ক'চ্ছি—আমায় ত্যাগ ক'রোনা মার্সিয়া! (ক্রন্দন)

মার্সি। আমার কথায় বিশ্বাস কর,—আমি তোমাকে ভালবাসি মার্কাস্—কিন্তু আমি নিরুপায়! তোমাকে আমায় ত্যাগ ক'র্ত্তেই হবে! এ তাঁ'রই ইচ্ছা—আমার নয়! তাঁ'রই ইচ্ছায় তোমাকে ত্যাগ ক'রে আমি তাঁ'র কাছে চ'লে যাব!

মার্ক। না মার্সিয়া—আমি কিছুতেই তোমায় ছেড়ে থাক্তে পার্ব্ব না। তোমার অমূল্য জীবন রক্ষা কর্ব্বার জন্য—তোমার ধর্ম্মবিশ্বাস—তোমার ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আমি অনেক কথা ব'লেছি—অনেক তর্ক বিতর্ক ক'রেছি! কিন্তু যথার্থ কথা ব'ল্‌তে কি মার্সিয়া! তোমাকে প্রথম দিন দেখ্‌বার পর থেকেই আমি দারুণ যন্ত্রণা ভোগ ক'চ্ছি! নির্জ্জন নিস্তব্ধ রজনীতে যখন সমগ্র ধরণী সুষুপ্তির ক্রোড়ে অচৈতন্য, সে সময় কোথা হ'তে কত শত অশরীরি অদ্ভুত প্রাণী এসে—আমার জাগ্রতাবস্থায়, আমার অন্তরে প্রবেশ ক'রে, কি জানি কিসের একটা তুমুল যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়! কি জানি কিসের একটা অজানিত ভাব—অমানুষিক ভাবনা—বৈচিত্র্যপূর্ণ আশায় আমার সমস্ত দেহ মন যেন বিকম্পিত ক'রে দেয়! তোমার এই ধর্ম্মবিশ্বাস যদি যথার্থই অসার ও মিথ্যা না হয়, তাহ'লে মার্সিয়া—এ পৃথিবীটা কি? কেবল একটা ক্ষণিক বিশ্রামের স্থান! দুই অনন্ত মহাবারিধীর মধ্যস্থলে একটা অনতিদীর্ঘ সেতুমাত্র,—যেথায় প্রাণিবর্গ কেবল দুদিনের জন্য যাতায়াত করে! আমায়

জান্তে দাও মার্সিয়া—এ রহস্যের অর্থ কি? আমায় ব'লে দাও মার্সিয়া—এ তত্ত্বের মীমাংসা কোথায়? আমায় শেখাও মার্সিয়া—কি ক'ল্লে আমি চিরদিনের জন্য—অনন্তকালের জন্য তোমাকে আমার বক্ষে ধ'রে রাখ্তে পার্ব্ব?

মার্সি। দেখ—এই ক্রুশের পানে চেয়ে দেখ—আর প্রাণ খুলে দয়াময়ের চরণে নিবেদন কর—"প্রভু! আমার অন্তরের অন্ধকার দূর ক'রে দাও!"

মার্ক। কিন্তু—তোমাকে কেমন ক'রে পাব মার্সিয়া?

মার্সি। এস—সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে আমার সঙ্গে এস!

মার্ক। তোমার সঙ্গে? কোথায় যাব মার্সিয়া—কোথায় যাব?

মার্সি! ঐ—সুন্দর শান্তিপূর্ণ রাজ্যে! ঐ সেখানে—যেখানে দয়াময় প্রভু বাহু প্রসারিত ক'রে—আমাদের মার্জ্জনা ক'র্ত্তে—আমাদের কোলে টেনে নিতে অপেক্ষা ক'চ্ছেন—সেই পুণ্যময় দেশে!

মার্ক। আমি যে মহাপাপী মার্সিয়া! তিনি কি আমাকে চরণে স্থান দেবেন?

মার্সি। হ্যাঁ—দেবেন, অবশ্যই দেবেন, পাপীকে চরণে স্থান দেবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত!

[নেপথ্যে ভেরি নিনাদ ;
দ্বার খুলিয়া টিজেলিনাস
সৈন্যগণের প্রবেশ]

টিজে। প্রতিনিধি সাহেব! সময় উপস্থিত। সম্রাট্ সিজার এই

রমণীর শেষ সিদ্ধান্ত জান্‌তে ইচ্ছা করেন। উনি কি খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে জীবন রক্ষা ক'র্ব্বেন, অথবা খ্রীষ্টে অনুরক্ত হ'য়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবেন ?

মার্ক। মার্সিয়া! কি উত্তর দোবো—মার্সিয়া?

মার্সি। আমি খ্রীষ্টে অনুরক্ত থাক্‌ব—এবং মহাসুখে ছার প্রাণ হাস্‌তে হাস্‌তে পরিত্যাগ ক'র্ব্ব! মার্কাস্! বিদায়!

মার্ক। বিদায়? না—না—বিদায় নয় মার্সিয়া! ছার মৃত্যু তোমায় আমায় বিচ্ছেদ করাতে পার্ব্বে না! আমিও প্রস্তুত! আমার সংশয় দূরে চ'লে গেছে—মার্সিয়া—মার্সিয়া—আমি নূতন আলো দেখ্‌তে পেয়েছি!

[মার্সিয়ার হাত ধরিয়া টিজেলিনাসের প্রতি]

যাও টিজেলিনাস্—সিজারের কাছে তোমরা ফিরে যাও! তাঁ'কে বলগে—মহাত্মা খ্রীষ্টেরই জয়লাভ হ'য়েছে! আজ থেকে মার্কাস্‌ও খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ক্রিশ্চান্! এস মার্সিয়া—এস আমার ধর্ম্মপত্নী—এস হৃদয়েশ্বরী—এস আমার সর্ব্বস্ব—আমার বুকে এস!

[মার্সিয়াকে বক্ষে ধারণ]

মার্সি। মার্কাস্! মার্কাস্! হৃদয়সর্ব্বস্ব আমার!

[মার্কাসকে বাহুপাশে বেষ্টন]

মার্ক। এস—এই রকম বুকে বুকে—প্রাণে প্রাণে—হাতে হাতে—মিলিত হ'য়ে নবীন দম্পতি আমরা—বিবাহবাসরে যাই! ওই শোন—ক্ষুধিত সিংহের বিকট গর্জ্জন! তোমারও শেষ

দিন—আমারও শেষ দিন! কিন্তু আমাদের মৃত্যু নাই—কারণ আমাদের ইষ্টদেব মৃত্যুকে জয় ক'রেছেন! আমরাও আমাদের এই স্বর্গীয় পবিত্র প্রেমের বলে বলবান্ হ'য়ে—অনায়াসে মৃত্যুকে জয় ক'র্ত্তে পার্ব্ব! এস মার্সিয়া—এস আমার বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী—এস!—ঐ পরপারের উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় দিব্যালোকে আমাদের দাম্পত্যপ্রেম আলোকিত করি!!

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ক্ষত্রবীর

[ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।]

"ক্ষত্রবীর"—"মহাভারতের কথা অমৃত সমান!" হিন্দুনরনারী, শিক্ষিত অশিক্ষিত, শিশু যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধ,—সকলেরই দেখিবার শুনিবার বুঝিবার শিখিবার জিনিষ! হিন্দুপুরাণের কথা,—বড় পবিত্র—বড় মধুর—বড় সুন্দর!

"ক্ষত্রবীরে"—আমাদেরই দেশের—আমাদেরই আদর্শবীরগণের—আমাদেরই ঠাকুরদেবতার কীর্ত্তিগাথা দেখিবেন! রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, অশ্বত্থামা, মহাবীর কর্ণ, গুরু দ্রোণাচার্য্য, ধর্ম্মরাজ—যুধিষ্ঠির, বীরশ্রেষ্ঠ—ভীমসেন, নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন—ইত্যাদি ভারতীয় ক্ষত্রবীরগণের জীবন্ত চিত্রাবলী! আর আছে আমাদেরই বীরাঙ্গনা—দেবাঙ্গনা—সুভদ্রা—দ্রৌপদী—কুন্তী, রোহিণী ইত্যাদি সতীসাধ্বীগণের আদর্শ চরিত্রচিত্র!!

"ক্ষত্রবীর"—পড়িতে পড়িতে—অভিনয় করিতে—
অভিনয় দেখিতে—আত্মহারা হইতে হয়! যিনি যেমন
ভাবেই পাঠ করুন,—যেরূপেই আবৃত্তি করুন,—
ভাষার ঝঙ্কারে—বক্তা ও শ্রোতা
উভয়েই বিভোর হইয়া যাইবেন!

"ক্ষত্রবীরের"—প্রত্যেক চরিত্রই দেখিবার—
দেখাইবার! নূতন নূতন কথা ও উপমা!
তাহার উপর নূতন নূতন কয়েকটী
মৌলিক চরিত্র!

"ক্ষত্রবীরে"—বীরত্ব আছে, মহত্ব আছে, রৌদ্ররস
আছে, কারুণ্য প্রসবণ আছে, হাসি আছে, শোক আছে,
হর্ষ আছে, বিষাদ আছে! ষড়রসের পূর্ণবিকাশ
ইহাতে যেমন দেখিবেন, আর কখনও—
কোথাও—ইতিপূর্ব্বে—অদ্যাবধি দেখেন
নাই! ইহা আমরা খুব স্পর্দ্ধা
করিয়া বলিলাম!

"ক্ষত্রবীরের"

অভিনয় দর্শনে সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় যবনিকা পতনের
শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বসিয়া থাকেন!

তাহার উপর আর একটী ব্যাপার—যাহা বঙ্গদেশে অদ্যাবধি অপর কোনও নাট্যকার করেন নাই—নাট্যজগতে যথার্থই এক অভিনব কারখানা—

"ক্ষত্রবীরে"

কতকগুলি নির্ব্বাচিত দৃশ্যের অত্যুৎকৃষ্ট নয়নাভিরাম **হাফ্-টোন ছবি** দেওয়া হইয়াছে ; যথা, "সুভদ্রা-অভিমন্যু," "কর্ণ-কুন্তী" "ভীম-দ্রৌপদী," "জয়দ্রথ দ্রোণাচার্য্য," "উত্তরা-অভিমন্যু," "সপ্তরথীর অন্যায় যুদ্ধ" ইত্যাদি ইত্যাদি ! !

"ক্ষত্রবীর"

যদি পাষাণ ভেদ করিয়া অশ্রুজল ছুটাইতে না পারে, তাহা হইলে আমাদের "ক্ষত্রবীর" বীরনামেরই যোগ্য নয় ! ! !

"ক্ষত্রবীর" নিঃসঙ্কোচে নির্ব্বিবাদে সকলকে প্রীতি-উপহার দিবার জিনিষ !

"ক্ষত্রবীর"

মাতার জন্য—পিতার জন্য—ভগ্নীর জন্য—ভ্রাতার জন্য—আত্মীয়ের জন্য—বন্ধুবান্ধবের জন্য !!! মূল্য ১৲

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।